শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ)

ও

পাদ্রীর ধোঁকা ভঞ্জন।

জেলা নদীয়া—পোঃ গাঁড়াডোব নিবাসী

ইস্‌লাম-প্রচারক

শেখ মোঃ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ

কাব্যনিধি প্রণীত

ও

রাজশাহী—নিয়ামতপুর নিবাসী

হাজী জয়নাল আবেদিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

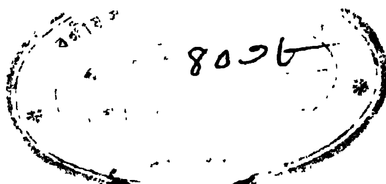
কলিকাতা,

১৫৯ নং করেয়া রোড্;

রেয়াজুল ইস্‌লাম প্রেসে,

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩২৩ সাল।



উৎসর্গ-পত্র।

স্বজাতি-বৎসল স্বধর্ম্ম পরায়ন ও বিবিধ গুণাধার
ভক্তিভাজন হাজী জয়নাল আবেদিন সাহেব
জনাবেষু।

জনাব! আপনি ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও সমাজের অবনতি দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া থাকেন; তাই উহার উন্নতির জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন; এই জন্য আপনাকে আমি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকি। ত্রিপুরা জেলার পাদ্রী জন্ টেকেল সাহেব "শ্রেষ্ঠ নবী কে? ও মুন্সীর ভুল" নামক একখানি কেতাব লিখিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও সমাজকে ধ্বংশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। আমি উক্ত পুস্তকের উত্তর লিখিয়া "শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রীর ধোঁকা ভঞ্জন" নাম দিয়া আপনার কর কমলে অর্পণ করিলাম, আশা করি গ্রহণ করিয়া বাধিত হইবেন। আরজ ইতি।

পোঃ গাঁড়াডোব—
নদীয়া।
১০ই কার্ত্তিক, ১৩২৩।

গুণমুগ্ধ
শেখ জমিরুদ্দীন—বিদ্যাবিনোদ।
ইস্‌লাম-প্রচারক।

বিজ্ঞাপন।

—o—

আজ প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর গত হইতে চলিল, আমি ইস্‌লামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ইস্‌লাম-ধর্ম্ম প্রচার করণার্থে জীবনোৎসর্গ করিয়াছি; বিষয় কর্ম্ম প্রভৃতি সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত না থাকিয়া প্রচার কার্য্যেই রত আছি। কথিত বক্তৃতা দান উপলক্ষে আমি ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র—এমন কি সুদূর ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছি। তদ্দ্বারা ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও সমাজের যে কতদূর উপকার হইয়াছে, তাহা খোদাতালাই জানেন। আমার অপর কার্য্য গ্রন্থাদি লিখিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার ও খৃষ্টান বন্ধুদিগের উপকার করাই উদ্দেশ্য। প্রায় ২৫ বৎসর আমি চীৎকার করিয়াছি, কিন্তু কোন সাঁই বা প্রতিধ্বনি পাই নাই। অনেক সময় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছি। যাহা হউক, সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে আমার বক্তৃতা ও গ্রন্থাবলীর সাঁই বা প্রতিধ্বনি পাইতেছি; ইহাতে আমি এই বুঝিতে পারিতেছি যে, আমার চীৎকার বা গ্রন্থাবলীর প্রচার বৃথা হইতেছে না। আমার বক্তৃতা শুনিয়া ও গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া অনেক খৃষ্টান ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছেন * ও বহু

---

* ত্রিপুরা—নবীনগরের নিকটস্থ জল্লা নিবাসী মুন্‌শী হাসান আলি সাহেব (৪ঠা আশ্বিন, ১৩২৩ সাল) লিখিয়াছেন যে, "আপনার বক্তৃতা শুনিয়া ও "ইস্‌লাম গ্রহণ" প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িয়া অত্র মিশনের খৃষ্টান প্রচারক রাজ মোহন বাবু গত জ্যৈষ্ঠ মাসে

সংখ্যক বিকৃত মনা মোসলমান ইস্‌লামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে-ছেন। বড়ই সুখের বিষয় এই যে, জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত নবী নগরের খৃষ্টান পাদ্রী ও প্রচারকেরা আমার গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া ও ১৯১৩ সালের ২৭।২৮ ফেব্রুয়ারী তারিখের গোপালপুর ও আলিয়াবাদের বক্তৃতা শুনিয়া "শ্রেষ্ঠ নবী কে? ও মুন্সীর ভুল" নামক একখানি প্রতিবাদ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। পাদ্রী গোল্ড্ স্মাক্ প্রভৃতি খৃষ্টান প্রচারকেরা আমার বিরুদ্ধে "বার্ণবার ইঞ্জিল" নামক গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। যাহা হউক ১৯১৪ সালের ১৮ই জানুয়ারী আলিয়া বাদের সভায় উক্ত পাদ্রী সাহেবের কেতাবের ঘোর প্রতিবাদ করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলাম। আর অপর কেহ পাদ্রী সাহেবের পুস্তকের প্রতিবাদ করেন কিনা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। "মোহাম্মদী" কয়েক সপ্তাহ উহার প্রতিবাদ লিখিয়া গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন, কিন্তু জনাব মওলানা শাহ্ সুফী মোহাম্মদ আবু বকর সাহেব প্রভৃতি বহুসংখ্যক স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ভক্ত মোসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ ইহার উত্তর লিখিতে বিশেষ ভাবে আদেশ করিলেন এবং প্রকাশার্থে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। মৈমনসিংহ আনন্দ মোহন, কলেজের প্রফেসার জনাব মৌলবী ফয়জুর রহমান, রাজশাহী কলেজের প্রফেসার মৌলবী আতাওর রহমান এম এ, রাজশাহী কলেজের অপর প্রফেসার জনাব মৌলবী মোহাম্মদ হায়দর আলী বি, এ ও জনাব মৌলবী মোহাম্মদ রুহল

সপরিবারে ইস্‌লাম কবুল করিয়াছেন, তাঁহাদের ইস্‌লামী নাম নূরল ইস্‌লাম ও মোমেনা খাতুন রাখা হইয়াছে।"

আমিন সাহেবান এই পুস্তক লিখিবার সময় আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমার এমন অর্থ বল নাই যে, এই কেতাব নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করি; এই জন্য ইহার প্রচার-কল্পে কোন কোন সদাশয় ব্যক্তির নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম; দুঃখের বিষয়, অতি অল্প লোকেই যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছেন। সাহায্যকারীদিগের মধ্যে জেলা রাজশাহীর অন্তর্গত নিয়ামতপুর নিবাসী জনাব হাজী জয়নাল আবেদিন সাহেব অগ্রগণ্য; তাঁহার নিকটে বিশেষ আশা ভরসা করি। আশা করি, তিনি এই গ্রন্থের যাবতীয় ব্যয় ভার বহন করিয়া অসীম পুণ্যের ভাগী হইবেন। দোওয়া করি, দাতা হাজী সাহেবের মস্তকে খোদাতালার রহমত বারি বর্ষিত হউক। আমিন!

পোঃ গাঁড়াডোব—নদীয়া। ১৭ই আশ্বিন; ১৩২৩।

শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ। ইস্‌লাম-প্রচারক।



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ
هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ
أَوْلِيَاءَ ج وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ◎

"হে মোমেনগণ ! তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কেতাবওয়ালাদিগের (ইহুদ ও নাছারা) যাহারা তোমাদিগের ধর্ম্মকে উপহাস করে ও খেলা মনে করে, তোমরা তাহাদিগকে ও কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না এবং আল্লাকে ভয় কর যদি তোমরা মোমেন (বিশ্বাসী) হও।" সুরা আলমায়দা, ৫৬ আয়েৎ।

ভূমিকা।

—o—

এতকাল ধারণা ছিল, খৃষ্টান পাদ্রী সাহেবেরা আমাদের হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে নবী বলিয়া বিশ্বাস করেন না, কিন্তু "শ্রেষ্ঠ নবী কে? ও মুন্‌শীর ভুল" নামক পুস্তক পাঠ করিয়া সে ভ্রম দূর হইল। কারণ গ্রন্থকার খ্রীষ্টান হইলেও আমাদের হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে যেমন নবী বলিতেছেন, তদ্রূপ হজরত ইসাকেও নবী বলিতেছেন; তবে কি না একটু ছোট আর একটু বড়।

"শ্রেষ্ঠ নবী কে? ও মুন্‌শীর ভুল" নামক পুস্তকের লিখক মুসলমানদিগকে ধোঁকা দিয়া ভ্রান্ত করিবার জন্য যে এই পুস্তক খানি লিখিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি তাঁহার পুস্তকের টাইটেল পেজের পর পৃষ্ঠায় কোরাণ শরীফের সুরা মায়দার ৮২ আয়েত উদ্ধৃত করিয়া ইসাইগণকে মুসলমানদের বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহাই তাঁহার প্রথম ধোকা। ইহাতে পাদ্রী সাহেব বেশ চাতুরী খেলিয়াছেন, উদ্ধৃত আয়েতটী পূর্ণ বচনের একটী অংশ মাত্র এবং উহা যে কোন খৃষ্টানের প্রতি আরোপিত হয় না, বা হইতে পারে না, তাহা পূর্ণ আয়েতে দেখুন:—সুরা মায়দার ৮৫ আয়েতে (গিরীশ চন্দ্র সেনের বাঙ্গালা কোরাণের ৮২ আয়েতে) খোদাতালা বলিতেছেন:—

وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا

نَصٰرٰى ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَ رُهْبَانًا وَّ اَنَّهُمْ

لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ * وَ اِذَا سَمِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى

اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ج يَقُوْلُوْنَ

رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝ وَ مَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ

بِاللّٰهِ وَ مَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ لا وَ نَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا

مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ * فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ ذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ *

"যাহারা বলে, আমরা ইসাই, তুমি অবশ্য তাহাদিগকে প্রেম সম্বন্ধে ইমানদারদিগের অধিক নিকটবর্ত্তী প্রাপ্ত হইবে, যেহেতু তাহাদের মধ্যে অহঙ্কার বিহীন ধর্ম্মজ্ঞ ও সংসার বিরাগীগণ বর্ত্তমান আছেন, আর যখন তাহারা অত্র পয়গম্বরের প্রতি প্রত্যাদিষ্ট বাক্যাদি শ্রবণ করে, তখন তুমি দেখিবে উহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইয়া থাকে, কেন না তাহারা জানিতে পারিয়াছে যে, উহা (প্রত্যাদিষ্ট বা অহি) সত্য ; তাহারা বলিয়া থাকে "হে আমাদের প্রভু ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, অতঃপর আমাদিগকে সাক্ষ্যদাতাদিগের মধ্যে পরিগণিত করুন। আমরা যখন আশা রাখি যে, আমাদের প্রভু আমাদিগকে

সাধুদের দলভুক্ত করেন তবে কেন? আল্লার প্রতি ও সত্যের প্রতি যাহা আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, বিশ্বাস করিব না? অতঃপর আল্লা উক্ত বাক্য প্রযুক্ত তাহাদিগকে প্রতিফল স্বরূপ এরূপ উদ্যানাদি প্রদান করিবেন যে যাহার নিম্নদেশ দিয়া নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে, তাহারা তথায় নিত্যস্থায়ী হইবে ইহা সৎলোকদের প্রতিফল।"

উক্ত পূর্ণ বচন পাঠে ইহা বুঝা যায় যে, যে সকল খৃষ্টান হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কোরাণ শরীফকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন ও তাঁহার প্রতি ইমান আনেন এবং তিনিই যে ইঞ্জিল কেতাবের উল্লিখিত ভাবি পয়গম্বর, সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং যাহাতে উক্ত সাক্ষ্য খোদার নিকটে গ্রহণীয় হয়, তজ্জন্য প্রার্থনা করেন, সেই সকল ইসাইগণই অত্র আয়ত সমূহের লক্ষ্য স্থল।

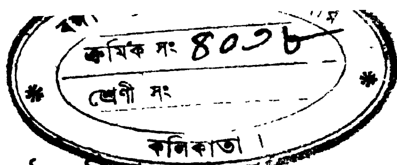
মহাগ্রন্থ কোরাণ শরীফের ব্যখ্যাকারিগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়াৎ সম্বন্ধে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হাবশ (আবে-সিনিয়া)-রাজ আস্‌হামা নজ্জাশী ও তদীয় সহচর ধর্ম্মজ্ঞ পাদ্রী দিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

যখন আরবীয় অংশীবাদীরা (মোশ্‌রেকিন্‌) একেশ্বরবাদী মোসলমানদের প্রতি নানা প্রকার অসহনীয় অত্যাচার করিতে লাগিল, তখন তাঁহারা ৬৯ জন পুরুষ ও ১৩ জন স্ত্রীলোক মোটের উপরে ৮২ জন লোক বহু কষ্টে লোহিত সাগর পার হইয়া হাবশ রাজ্যে চলিয়া যান, কিন্তু তাহা সত্বেও অংশীবাদীরা তাহাদিগকে না ছাড়িয়া হাবশ-রাজ আস্‌হামার দরবারে বহু মূল্যবান্ উপ-ঢৌকন সহ আবদুল্লা (আবু রাবিয়ার পুত্র) ও আমর (আসের

পুত্র) কে পাঠাইয়া দেয়। উপঢৌকনাদি প্রদান করিয়া ইহারা হাবশ রাজের নিকট প্রকাশ করে যে, আরব হইতে যে সকল লোক আপনার দেশে পলাইয়া আসিয়াছে, উহারা বড়ই দুষ্ট লোক, উহারা এক নূতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, যীশু খৃষ্টকে খোদা বলিয়া স্বীকার করে না, তাঁহাকে খোদার দাস বলিয়া থাকে, ইহারা যদি আপনার দেশে বাস করে, তাহা হইলে এক হুলস্থুল কাণ্ড করিয়া বসিবে। দেশের শান্তি নাশ করিবে; ইহাদিগকে বন্দি করিয়া আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দেন, ইত্যাক বহু কথা তাহাদের বিরুদ্ধে বলিল। তখন খৃষ্টান রাজ নজ্জাসী উক্ত উৎপীড়িত স্বদেশ ত্যাগীগণকে ডাকাইয়া আদ্যপান্ত সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ও কোরাণ শরীফের কিঞ্চিৎ শ্রবণ করিতে চাহিলেন; তখন তাঁহারা নিজেদের অবস্থা বর্ণনা করিলেন, তন্মধ্যে একজন সুরা মরিয়ম পাঠ করিয়া শুনাইলেন। নজ্জাসী ও তদীয় পাত্র মিত্রগণ কোরাণ শরীফ শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং কোরাণ যে বাস্তবিকই আসমানী কেতাব, সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। অতঃপর কিছুদিন পরে নিজ দল সহ পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। পাঠক! দেখিলেন? পাদ্রী সাহেব কোথাকার কথা কোথায় আরোপ করিয়া নিরীহ সরলমনা মোসলমানদিগকে কিরূপ ধোঁকা দিয়া ভ্রান্ত করিতে সচেষ্ট!

পাদ্রী সাহেব যখন একজন খৃষ্টান মিশনারী, আমিও চার্চ্চ অফ্ ইংলণ্ডের একজন ভূতপূর্ব্ব মিশনারী; বর্ত্তমানে ইস্‌লাম-প্রচারক। বিশেষতঃ সুবিশাল বঙ্গদেশে সুপরিচিত, ইহা প্রত্যেক মোসলমান ভ্রাতাই জানেন; যাহা হউক, পাদ্রী সাহেব সাধারণের

নিকটে আমাকে হেয় ও অপদস্থ করিবার জন্য এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, আর তাঁহার কেতাবের মধ্যে বিবিধ প্রকার ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আমি কিন্তু তদ্রূপ করিব না। আমি সরল ভাবে পাদ্রী সাহেবের ধোঁকা ভঞ্জন করিয়া সাধারণ মোসলমানদিগকে খৃষ্টানী ধোঁকা হইতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিব। খোদাতালা আমার সহায় হউন। আমিন!



শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ)

ও

পাদ্রীর ধোঁকা ভঞ্জন।

পাদ্রী সাহেব মৎ প্রণীত "আমার জীবনী ও ইস্‌লাম গ্রহণ" পাঠ করিয়া তাঁহার পুস্তকের প্রথমেই আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিয়াছেন, কিন্তু আমার ইস্‌লামে প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ গোপন করিয়া সরলমনা মোসলমানদিগকে ধোঁকা দিয়াছেন; অথচ ইস্‌লাম গ্রহণে আমার ইস্‌লামে প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ সুন্দর রূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তিনি সব কথা পড়িলেন আর আসল কথা দেখিতে পাইলেন না, বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! আমি সাধারণকে "আমার জীবনী ও ইস্‌লাম গ্রহণ" * পাঠ করিতে অনুরোধ করি। যাহা হউক, ইস্‌লামে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রধান কারণ এই যে, খৃষ্টান ধর্ম্মে পরিত্রাণ নাই, কারণ খৃষ্টানেরা একেশ্বর মানেন না। খৃষ্টানেরা ত্রিত্ববাদী। খৃষ্টানী বিশ্বাস একেশ্বরে তিন ব্যক্তি আছেন, সৃষ্টিকর্ত্তা পিতা একজন ঈশ্বর; ত্রাণকর্ত্তা যীশুখৃষ্ট একজন ঈশ্বর; হৃদয় পবিত্রকারী পবিত্রাত্মা একজন ঈশ্বর। এই তিন জন ঈশ্বর আবার সমতুল্য ও সম নিত্য—কেহ কাহারও পূর্ব্বাপর নহেন। পবিত্র কোরাণ শরীফের শিক্ষা;—

---

* ইস্‌লাম গ্রহণ মূল্য ৵০ দুই আনা। জেলা নদীয়া, পোঃ গাঁড়াডোব ঠিকানায় আমার নিকট পাওয়া যায়। (গ্রন্থকার)

এক ব্যক্তি বিশিষ্ট খোদাতাআলার উপরে ইমান আনিতে হইবে। খোদাতালা বলিয়াছেন, আমি সকলের গোনা মাফ করিব, কিন্তু অংশীবাদী অর্থাৎ মোশ্রেকের গোনা মাফ করিব না! খ্রীষ্টানেরা নর পূজক; কারণ যীশুখৃষ্ট মনুষ্যের সন্তান মনুষ্য ছিলেন। কিন্তু খৃষ্টানেরা তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টানী ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল মনসুখ ও তহরিফ্ হইয়াছে। সুতরাং খ্রীষ্টানী ধর্ম্ম পরিত্রাণোপযোগী নহে, এই জন্য আজ কাল বহুসংখ্যক ইংরেজ ও খ্রীষ্টান ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছেন—আমিও হইয়াছি। পাদ্ সাহেব তাঁহার পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার ত্রয়োদশ পংক্তিতে লিখিয়াছেন যে, "যে খ্রীষ্টকে তিনি নিজের পরিত্রাতা ও প্রভু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারই বিরুদ্ধে প্রচার করা আর ঈশ্বরের সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিতে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকদিগের যত উদ্যোগ ও চেষ্টা ব্যর্থ করাই এখন তাঁহার প্রধান কর্ম্ম হইয়াছে।" উক্ত কথাটী পাদ্রী সাহেবের সম্পূর্ণ অলীক; কারণ এ পর্য্যন্ত আমি কোনও স্থানে খৃষ্টান প্রচারকদিগের কার্য্যে বাধা দিতে যাই নাই ও উদ্যোগ ব্যর্থ করি নাই; তবে যে স্থানে খ্রীষ্টান প্রচারকেরা আমার মোসলমান ভ্রাতাকে ভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করেন, আমি তথায় যাইয়া তাঁহাকে ইস্‌লামের পবিত্র শিক্ষা প্রদান করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মে স্থির রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। পরে পাদ্রী সাহেব লিখিয়াছেন, "মুন্‌শীজী যাহাই করুন, যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম অনন্ত কাল জীবন্ত ভাবে থাকিয়া জগজ্জয়ী হইবে।" বলি পাদ্রী সাহেব! আপনি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বঙ্গবাসীকে যীশু মন্ত্র ভজাইতে আসিয়াছেন, ওদিকে আপনার ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রায় চৌদ্দ পনর

আনা লোক যে নাস্তিক হইয়া যাইতেছেন, তাহার কি খোঁজ খবর রাখেন? আরও শুনিয়া স্তম্ভিত হইবেন যে, কেহ কেহ ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছেন; কেহ বা স্বামী বিবেকানন্দের দলভুক্ত হইয়াছেন; আপনি শেখ আবদুল্লা কুইলিয়ম, লর্ড হেড্‌লি ও আনি বেশান্তের কথা শুনিয়াছেন কি?

গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার পুস্তকের ২য় প্যারায় লিখিয়াছেন যে, "গোপালপুর ও আলিয়াবাদের সভার উদ্যোগকারীরা যীশুখ্রীষ্ট ও বাইবেলের নিন্দা কুৎসা গাওয়াইবার জন্য মুন্‌শীজীকে আনিয়াছিলেন।" ইহাও পাদ্রী সাহেবের সম্পূর্ণ ভুল। গোপালপুর ও আলিয়াবাদের লোকেরা সরল পল্লীবাসী—আপনারা তাঁহাদিগের নিকটে যাইয়া খ্রীষ্টানী ধোঁকা দিয়া ভ্রান্ত করিবেন ভাবিয়া তাঁহারা আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন, আমি তথায় যাইয়া কোরাণ, হাদিস ও বাইবেল দ্বারা পবিত্র ইস্‌লামের সত্যতা প্রমাণ করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ইহাতে নিন্দা কুৎসা করা হইল কিরূপে বুঝিতে পারি না। বলি পাদ্রী সাহেব! আপনারা যে স্থানে যাইয়া মিশন স্থাপন করেন, তথায় কি হিন্দু ও মোসলমান ধর্ম্মের নিন্দা কুৎসা করেন না? হিন্দু ও মোসলমান সন্তানকে আপনারা ঘরের বাহির করিয়া যীশু মন্ত্র ভজাইতে গির্জ্জায় লইয়া যান না? জানানা মিশনের লেডি মিশনারীরা অনেক সময় কুলবধূ ও কুল কন্যাদিগকে যীশু ভজাইতে ঘরের বাহির করান না? আমার বক্তৃতা শুনিয়া ও গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া সন্দিগ্ধমনা মোসলমানগণ ইস্‌লামে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়াছেন, ইহাতে আপনার কোন ক্ষতি হয় নাই। মোসলমান ধর্ম্ম ও সমাজের ক্ষতি হইতেছিল, খোদাতালা কোন

প্রকারে সেই ক্ষতি হইতে মোসলমান সমাজকে রক্ষা করিয়াছেন, ইহাতে আপনার কি ?

পাদ্রী সাহেব কেবল কোরাণ শরিফকে মানিতে চান, হাদিস শরীফকে মানিতে চান না—উড়াইয়া দিতে চান ও উপহাস করিতে চান। কিন্তু পাদ্রী সাহেবের জানা উচিত, মোসলমানদিগের কেবল কোরাণ শরীফই ধর্ম্মশাস্ত্র নহে ; কোরাণ, হাদিস, ফেকা, এজ্‌মা ও কেয়াস প্রভৃতি আরও ধর্ম্মশাস্ত্র আছে।

১। তওরাৎ—দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮ অধ্যায়, ১৮ পদ।

এই পদটী লইয়া পাদ্রী সাহেব মোসলমানদিগকে ধোঁকা দিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, পদটী এই "ঈশ্বর মুসাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক জন ভাববাদী উৎপন্ন করিব।" এখানে দুইটী কথা লইয়া বিচার করিতে হইবে ; একটী সদৃশ, অপরটী ভ্রাতৃগণ। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) হজরত মুসার সদৃশ ছিলেন, কারণ উভয়েই পিতার ঔরসে, মাতার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন, উভয়েরই বাল্যকাল একই প্রকার অতিবাহিত হইয়াছিল, উভয়েই বিবাহিত হইয়াছিলেন, উভয়েরই সন্তানাদি হইয়াছিল, উভয়ে হেজরত করিয়াছিলেন, উভয়ে জেহাদ করিয়াছিলেন, উভয়েই মৃত্যুর অধীন হইয়া কবরে সমাহিত হইয়াছেন ; কিন্তু যীশুখৃষ্ট হজরত মুসার ন্যায় পিতার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন নাই, মুসার ন্যায় বিবাহ ও ধর্ম্মযুদ্ধও করেন নাই, তবে সদৃশ হইলেন কি প্রকারে ? এ রহস্য কে বুঝাইয়া দিবে ?

দ্বিতীয় বিবরণ—১৮ অধ্যায়, ১৮ পদের অপরাংশ এই ;—

"তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব, আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে কহিবেন।" পাদ্রী সাহেব এ কথাটী লইয়া আদৌ আলোচনা করেন নাই, কিন্তু এই কথাটী আসল ও কাজের কথা। ঈশ্বর মুসাকে কহিতেছেন, তোমার সদৃশ যে ভাববাদী উৎপন্ন হইবে, তাহার মুখে আমার বাক্য দিব, এ কথায় পাদ্রী সাহেব কি বলিতে চান? যীশুখৃষ্টের মুখে কি ঈশ্বর কোন বাক্য দিয়াছিলেন? বাইবেলের কোনও স্থানে কি লেখা আছে? ঈশ্বর যীশুকে কি কোন আজ্ঞা প্রচার করিতে দিয়াছিলেন, না তিনি নিজেই ইচ্ছা মত ধর্ম্ম উপদেশ দিতেন? একথা লইয়া বেশী আলোচনা করিতে চাই না, মোটের উপর কথা এই—ঈশ্বর যীশুখৃষ্টের মুখে কোন বাক্য দেন নাই বা কোন আজ্ঞা প্রচার করিতে বলেন নাই; এ সম্বন্ধে বাইবেলে কোন অনুজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায় না। ঈশ্বর মুসাকে যেমন ব্যবস্থা ঘোষণা করিতে দিয়াছিলেন, তদ্রূপ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কেও শরীয়ৎ প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। খোদা-তালা হজরত জিব্রাইলের দ্বারা ওহি বা প্রত্যাদেশ হজরতের নিকট পাঠাইতেন; তিনি যেমন শুনিতেন, তেমন প্রচার করিতেন, নিজে হইতে একটি কথাও কহিতেন না। সমস্ত কোরাণ শরীফ ওহি বা প্রত্যাদেশ—অর্থাৎ খোদাতালার কালাম।

পাদ্রী সাহেব এই পদ সংক্রান্ত অন্যান্য কথা লইয়া বেশী আলোচনা না করিয়া ভ্রাতৃগণ শব্দ লইয়া বেশী আন্দোলন করিয়া-ছেন; সকলেই জানেন, হজরত ইস্মাইল ও ইস্হাক পরস্পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন, উভয় ভ্রাতার বংশধর পরস্পর ভ্রাতা, এ কথায় সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। পাদ্রী সাহেব সোজা-

পথ ছাড়িয়া আঁকা বাঁকা করিয়া মোসলমানদিগের চক্ষে ধূলি দিয়া ধোঁকায় ফেলিতে চেষ্টা করিতেছেন। বলি পাদ্রী সাহেব! দিবসে চক্ষু মুদিয়া যদি কেহ বলে, রাত্রি হইয়াছে, তবে কি রাত্রি হইবে নাকি? ভ্রাতৃগণ শব্দে ইস্রাইল বংশই বুঝিতে হইবে, কারণ ইস্মাইল ইস্রাইলের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা; এক্ষণে বৈমাত্রেয় ভাই ইস্মাইলীয়গণকেই যদি এই ভ্রাতৃগণ বলিয়া বুঝিতে হয়, তবে আপন ভাই ইস্রাইল সন্তানগণ আপনারই এই ভ্রাতৃগণ বলিয়া আরও স্পষ্ট বুঝা যায় না কি? দ্বিতীয় বিবরণ. ১৭ অধ্যায় ১৫ পদটী পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, "এই ভ্রাতৃগণ শব্দে কেবল ইস্রাইল সন্তানগণকে বুঝায়"। কিন্তু ঈশ্বর বলিতেছেন ১৮; ১৫ পদে—"তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে এই দুইটী কথার উল্লেখ রহিয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য কি? পাদ্রী সাহেব সরলমনা নিরীহ মোসলমান-দিগকে ধোঁকা দিবার জন্য এ পদটীর আদৌ উল্লেখ করেন নাই, যদি ইস্রাইল বংশের মধ্য হইতে ঐ নবী আসার কথা থাকিত, তাহা হইলে কেবল "তোমার মধ্য হইতে এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন" বলিলেই হইত, কিন্তু পাছে লোকে পাদ্রী সাহেবের ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় প্রবঞ্চিত হইয়া ঐরূপ মনে করে, তাই এই জড়তা দূর করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে "তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে" বলিয়া পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সেই নবী ইস্রায়েলের বংশ মধ্য হইতে উৎপন্ন হইবেন না—বরং ইস-মাইল বংশের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে উৎপন্ন হইবেন। অধিকন্তু ১৮ পদের ন্যায় এখানেও যদি কেবল "তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে" এরূপ উক্তি থাকিত, তাহা হইলে লোকে খৃষ্টানদিগের

ন্যায় ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় প্রবর্ত্তিত হইয়া মনে করিতে পারিতেন যে, উহা দ্বারা ইস্রায়েল বংশের মধ্য হইতে ঐ প্রতিজ্ঞাত নবী উৎপন্ন হওয়ার কথা অধিকতর স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায়, সেই জন্য এই সংশয় দূর করার নিমিত্ত বলিয়া দেওয়া হইল যে, ঐ নবী ইস্রায়েল বংশের মধ্যে না হইয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণের—অর্থাৎ ইস্-মাইল বংশের মধ্য হইতে উৎপন্ন হইবেন; ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট ভবিষ্যৎবাণী আর কি হইতে পারে ?

পাদ্রী সাহেব তাঁহার যুক্তিতে স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, ইস্রাইল বংশ ব্যতীত এই ভ্রাতৃগণ শব্দ অন্য কোন বংশের প্রতি প্রযুজ্য হইতে পারে না। এ কথা প্রমাণ স্বরূপে তিনি আমা-দিগকে ২য় বিবরণ ১৭; ১৫ পদটী পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ঐ পদে ইস্রায়েলীয় দিগকে তাঁহাদের ভ্রাতাগণের মধ্য হইতে রাজা নির্ব্বাচন করিতে বলা হইয়াছে, এবং শৌল ও দায়ূদকে রাজা মনোনীত করিয়াছিলেন। এই নজিরের দ্বারা পাদ্রী সাহেবের কোন উদ্দেশ্যেই সফল হইতেছে না। কারণ তর্কীভূত পদের সহিত এই পদের ভাষাগত সামঞ্জস্য একে-বারেই নাই। সেখানে "তোমার মধ্য হইতে তোমার ভ্রাতা গণের মধ্য হইতে" বলা হইয়াছে, আর এখানে তোমার ভ্রাতৃ-গণের বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং এ নজির একে-বারেই খাটিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত যেখানে ১৭ অধ্যায় ১৫ পদের ন্যায় কেবল ভ্রাতাগণ শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই-খানেই কে ইব্রাহিম বংশধরদিগকে—অর্থাৎ ইস্রায়েলীয় ও ইস্মা-য়েলীয় উভয় গোত্রকে বুঝিতে পারে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। পাদ্রী সাহেবের উদ্ধৃত পদে এমন কোন

কথা বলা হয় নাই যে, ভ্রাতৃগণের অর্থে কেবল ইস্রাইল বংশকে বুঝিতে হইবে। "ভ্রাতৃগণ" কথার অর্থ খুব স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা,—"যে তোমরা ভ্রাতা নয় এমন বিজাতীয় ব্যক্তিতে আপনার উপরে রাজা করিতে পারিবে না।" এই পদ দ্বারা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, "এই ভ্রাতৃগণ শব্দ দ্বারা এমন লোকদিগকে বর্জ্জন করা হইতেছে, যাহারা ইস্রাইল বংশের স্বজাতীয় নহে—বরং বিজাতীয়। ইস্‌মাইল ও ইস্রাইল উভয়েই ইব্রাহিমের পুত্র, সুতরাং স্বজাতি ভ্রাতা এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। উপরোক্ত কয়টী কথা বলিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইতেছি না। নিম্নে তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল হইতে ধোঁকা ভঞ্জন করিয়া দিতেছি। (ক) ইস্‌মাইলের আয়ুর পরিমাণ ১৩৭ বৎসর ছিল, পরে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিয়া আপন লোকদিরে নিকটে সংগৃহীত হইলেন। অতঃপর তাঁহার সন্তানগণ হবিলা ও মিশরের পূর্ব্বস্থিত শুর অবধি অশুরিয়ার দিকে বসতি করেন, এরূপে তিনি নিজ সকল ভ্রাতার সম্মুখে বসতি স্থান পাইলেন।" আদি পুস্তক ২৫ অধ্যায় :৮। এখানে ইস্রায়েলীয় দিগকে ইস্‌মাইলের ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং তর্কীভূত আয়েতের "ভ্রাতৃগণ" শব্দের দ্বারা যে ইস্‌মায়েলীয়দিগকে বুঝাইতে পারে, ইহা স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণিত হইল। (খ) "তুমি ইদমিয়দিগকে ঘৃণা করিও না, কেন না সে তোমার ভ্রাতা।" ২য় বিঃ ২৩ ; ৭। আঃ পুঃ ৩৬ ;৩ পদ পাঠ করিলে জানা যায় যে ইদম ইসমাইলের আত্মীয় ছিলেন। (গ) পরে আমরা * * * আপন ভ্রাতাগণের অর্থাৎ এষৌর সন্তানদের সম্মুখ দিয়া গমন করিয়া মোয়াবের প্রান্তর

পথে ইত্যাদি। (ঘ) সদা প্রভুর দূত আরও কহিলেন; দেখ তোমার গর্ভ হইয়াছে তুমি পুত্র প্রসব করিবে তাহার নাম ইস্‌-মাইল (ঈশ্বর শুনেন) রাখিবে, কেন না সদা প্রভু তোমার দুঃখ শ্রবণ করিলেন, আর সে বন গর্দ্দভ স্বরূপ মনুষ্য হইবে তাহার হস্ত সকলের প্রতিকূল ও সকলের হস্ত তাহার প্রতিকূল হইবে, সে নিজ সকল ভ্রাতার সম্মুখে বসতি করিবে।" আঃ পুঃ ১৬; ১২। এখন পাদ্রী সাহেব কি করিবেন? মুনিরূপ ধারণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

এখানে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না "বন গর্দ্দভ শব্দটীর স্থলে আরবী বাইবেলে إِنْسَانًا وَّحْشِيًّا ও ইংরেজী বাইবেলে Wild man কথার উল্লেখ আছে। তাহার অর্থ বনবাসী বা বন্য মানুষ, গর্দ্দভ নহে; প্রিয় পাদ্রী সাহেব গর্দ্দভ শব্দটী কোথায় পাইলেন? বুঝিয়াছি সাধারণের নিকটে হজরত ইস্‌মাইলকে হেয় করিবার জন্য মনুষ্য স্থলে গর্দ্দভ শব্দ আনিয়াছেন। ইহাতে বাইবেল তহরীফ বা বিকৃত হয় নাই কি? যাঁহারা ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইয়া হিংসার বশিভূত হইয়া অন্যান্য মহাপুরুষদিগকে লোকের নিকটে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন ও স্বীয় ধর্ম্ম পুস্তক পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না।

পাদ্রী সাহেবের মতানুসারে কেবল ইস্রায়েল বংশকেই নবী হওয়ার একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু আমরা এ কথা স্বীকার করি না এবং বাইবেল শাস্ত্রেও তাহা স্বীকার করে না; কারণ বাইবেলের আঃ পুস্তকের বিভিন্ন পদ হইতে জানা

যায় যে, সদা প্রভু পুনঃ পুনঃ ইস্‌লামকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। য়দি বাইবেল বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত না হইলে আরও অনেক সত্য কথা প্রকাশিত হইত। পাদ্রী সাহেব শাক দ্বারা মাছ ঢাকিতে যাইয়া দম করিয়া কোরাণ শরিফের এক আয়েত উদ্ধৃত করিয়া সরল মনা মোসলমানদিগকে বলিতেছেন, কোরা-ণেও বলে ইস্‌মাইলের বংশে নবি হইবে না; বলি সাহেব! আপনি কোরাণ শরিফকে কি ঐশ্বরিক গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন? যদি তাহা না করেন, তবে কোরাণ শরিফের কথার আপনার দরকার কি? যাহা হউক, ইস্‌মাইল বংশে নবী হইবার বিষয় আলোচনা শেষ করিয়া পরে কোরাণ শরীফ হইতে উক্ত বিষয় আলোচনা করিব। প্রথম কথা এই ইস্‌মাইল বংশে নবী হইবে না, বাইবেলে এমন কোন স্পষ্ট কথা নাই, আর কেবল যে ইস্‌হাকের বংশই নবী হইবে, ইহাও লিখিত নাই। আঃ পুঃ ১৭ অধ্যায়ের মধ্যে নবূয়তের কোন কথা নাই, নিয়মের কথা হইতেছে। নিয়ম মানে কি নবূয়ত? ত্বক্‌চ্ছেদ দ্বারা নিয়ম চিহ্নিত হইয়াছিল, সে ত্বক্‌চ্ছেদ কি ইস্‌মাইলের হয় নাই? আঃ পুঃ ১৭; ২৬ পদ পাঠ করিয়া দেখুন। আঃ পুঃ ১৭; ২০ পদে লেখা আছে "ইস্‌মাইল বিষয়ক তোমার প্রার্থনাও শুনিলাম; দেখ, আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিব, এবং তাহাকে বহুপ্রজা করিয়া তাহার অতিশয় বংশ বৃদ্ধি করিব; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব।" খোদাতালা ইস্‌মাইলকে এক বড় জাতি করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ইহাতে বংশ বা রাজ্য বৃদ্ধি বা অন্য কোন প্রকার পার্থিব সম্মান বুঝা যাইতে পারে না, কেন না

তিনি ইস্‌হাকের বংশ ও রাজ্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; এস্থলে বিশেষত্ব এই—ইসহাক সম্বন্ধে বড় জাতির প্রতিজ্ঞা নাই, কিন্তু ইসমাইল সংক্রান্ত বড় জাতির প্রতিজ্ঞা আছে। এই বড় জাতির অর্থ কি ? * খোদাতালা জানিতেন যে, ইস্‌মাইলের বংশে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) জন্মগ্রহণ করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম-প্রচার করিবেন। জগতের কোটী কোটী লোক তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শান্তি লাভ করিবে, ইত্যাদি কারণে ইস্‌মাইলের বংশ-ধরেরা বড় জাতি হইবে। দেখ যিশা ২১; ১৩ হইতে ১৬ পদ ও ৬০; ৭ পদ, হবকুক ৩; ৩। পরম গীত ৫; ১৫, ১৬ হগয় ২; ৭। গীত ১১০; ৪৫ পদ; যিনি নিরপেক্ষ ভাবে উপরোক্ত পদগুলির আলোচনা করিবেন, তিনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন যে, উহাদের লক্ষ্য স্থল হজরত মোহাম্মদ (দঃ)। ২য় বিবরণ ৩৪; ১০ পদে হিব্রু বাইবেলে লেখা আছে;—"বেল ও কামন বি উদ বেইগ্রাইন কোমছেহ আসেরে মদাও বাহওয়া বানিমে আল বানিম।" † অর্থাৎ মুসার তুল্য কোন ভাববাদী বনি ইস্রায়েলের মধ্যে আর উৎপন্ন হইবে না। প্রচলিত বাঙ্গালা বাইবেলে হইবে না স্থলে হইল না লেখা আছে। পাদ্রী সাহেব মুন্‌শীর ভাব নামক প্যামপ্লেটে "হয় নাই" কোথায় পাইলেন, তাহা জানি না; হইবে না ই ঠিক। পাদ্রী সাহেব আমার বিদ্যা

---

* দেখ প্রকাশিত ৯; ১৪ পদের টীকা। (ওয়েঙ্গার কৃত সটীক প্রকাশিত বাক্যের ৭৩৫ হইতে ৭৩৭ পৃষ্ঠার ফুট নোট)।

† অত্র প্রেসে হিব্রু টাইপের অভাব হেতু বঙ্গাক্ষরে হিব্রু ভাষা লিখিত হইল।

বুদ্ধির খুব দৌড় দেখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার হিব্রু সাহিত্যে জ্ঞান থাকিলে বা হিব্রু ব্যাকরণ পড়িলে 'হইবে না' স্থলে 'হয় নাই' বলিতেন না। আমি এলাহাবাদের সেণ্ট পল্‌স ডিভিনিটী কলেজের পাঠ্যাবস্থায় পাদ্রী জোজেফ ওয়ারেন সাহেব কৃত কায়দা ই ইব্রানী অর্থাৎ হিব্রু ব্যাকরণ পড়িয়াছিলাম। হিব্রু সাহিত্য ও ব্যাকরণ আমাদেরর পাঠ্য ছিল। পাদ্রী সাহেবকে উক্ত হিব্রু ব্যাকরণের ৯৭ পৃষ্ঠার ২৭ সূত্র দেখিতে অনুরোধ করি। আর উক্ত কলেজের ও লাহোর ডিভিনিটী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পাদ্রী উইলিয়াম হুপার এম, এ, ডিডি, কৃত লোগৎ-ই-ইব্রানী অর্থাৎ হিব্রু অভিধান দেখিতে অনুরোধ করি। পাঠক! ইহা দেখিয়া শুনিয়া ন্যায় বিচার করুন।

পাদ্রী সাহেব সুরা আন কবুতের একটী পদ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, নবুয়ৎ কেবল ইস্‌হাক ও ইয়াকুবের বংশের মধ্যে নিহিত আছে। যদি পাদ্রী সাহেবের আরবী সাহিত্যে জ্ঞান থাকিত, বা যদি তিনি আরবী ব্যাকরণের এক পৃষ্ঠা উল্টাইতেন, তাহা হইলে এরূপ কথা কখনই বলিতেন না। উপরোক্ত পদের অর্থ আমরা তাঁহাকে অর্থাৎ ইব্রাহিমের বংশের মধ্যে নবুয়ত ও কেতাব প্রদান করিয়াছি। বলি পাদ্রী সাহেব! হজরত ইস্‌মাইল কি ইব্রাহিমের বংশধর নহেন? এই সুরার দ্বিতীয় রুকুর প্রথম হইতে নূহ, ইব্রাহিম, লুৎ প্রভৃতি নবী-গণের বিবরণ পরম্পর ভাবে বলা হইয়াছে। পাদ্রী সাহেব আয়েতের শেষে তারা চিহ্ন দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এইখানেই আয়েতটির শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সেখানে কোন চিহ্নই নাই, বরং ইহার সঙ্গে সঙ্গে আরও বলা হইয়াছে যে:—

وَ اٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ج وَ اِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ *

অর্থাৎ "আমি তাঁহাকে (ইব্রাহিমকে) ইহলোকে পুরস্কৃত করিয়াছি এবং সে নিশ্চয়ই পরলোকেও সৎলোকদিগের মধ্যে হইবে।" এই প্রকার জ্ঞান কৃত তহরীফ্ করতঃ ইব্রাহিমের স্থানে ইস্‌হাককে আনিয়া পাদ্রী সাহেব নিজের ন্যায় নিষ্ঠা ও আরবী জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

পাদ্রী সাহেব তাঁহার কেতাবের মধ্যে মধ্যে কোরাণ শরীফ হইতে আয়েৎ তুলিয়া মোসলমানদিগকে তাঁহার আরবী সাহিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু যে স্থানে কাজের কথা আছে সে স্থানে ঘোমটা দিয়াছেন; সুরা আন-আম ও সুরা মরিয়ম তিনি কি দেখেন নাই? সুরা আন-আমে লিখিত আছে যে;—

وَ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَ يُوْنُسَ وَ لُوْطًا ط وَ كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ *

"হজরত ইস্‌মাইলকেও কেতাব নবূয়ৎ ও রেসালত প্রদত্ত হইয়াছে।" সুরা মরিয়মে লিখিত আছে যে;—

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ز اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ كَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا *

"ইস্মাইলকে গ্রন্থে স্মরণ কর নিশ্চয় সে অঙ্গীকারের অব্যর্থ-কারী ছিল ও প্রেরিত সংবাদ বাহক ছিল। সে আপন পরিজনকে উপাসনা ও ধর্ম্মার্থে দান করিতে আদেশ করিত ও আপন প্রতিপালকের নিকটে মনোনীত ছিল।" এই রকম কোরাণ শরীফে বিস্তর আয়েত আছে; বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না। পাদ্রী সাহেব কোরাণ শরীফকে মানেন না বলিয়া ভাণ করেন, অথবা সুরা আন-কবুতের কথা প্রমাণার্থে আনিতে চান, আবার সুরা আন-আম ও সুরা মরিয়মের দরকারী আয়েতগুলি গোপন করিতে চান, এ কোন্ নীতি? পাদ্রী সাহেব বুঝাইয়া দিবেন কি?

পাদ্রীজী প্রেরিতদিগের ক্রিয়ার কথা উদ্ধৃত করিয়া পুনরায় মুসার সহিত যীশুর তুলনা করিতে গিয়াছেন, এই সমস্ত কথার বিচার যখন উপরে হইয়াছে, তখন পুনরায় আর এস্থলে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে পাদ্রীজী স্বীয় পুস্তকের পুনরালোচনায় বলিতেছেন, প্রভু ঈশ্বর, "তোমাদের জন্য তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে আমার সদৃশ এক ভাববাদী (নবী) উৎপন্ন করিবেন, তিনি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিবেন, সেই সমস্ত বিষয়ে তোমরা তাঁহার কথা শুনিবে, কিন্তু যে কোন প্রাণী সেই ভাববাদীর কথা না শুনিবে, সে আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে; ঈশ্বর আপন দাসকে (যীশুকে) উৎপন্ন করিয়া প্রথমে তোমাদেরই নিকটে তাঁহাকে পাঠাইলেন, যেন তিনি তোমাদের অধর্ম্ম সকল হইতে তোমাদের প্রত্যেককে ফিরাইয়া আশীর্ব্বাদ করেন, প্রেরিত ৩; ১৮—২৬ পদ। এখানে বিশেষ কথা এই যে, যে কোন প্রাণী সেই ভাববাদীর কথা না শুনিবে,

সে আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে; বলি, পাদ্রী সাহেব! যাহারা যীশুর কথা না শুনিয়াছিল, তাঁহাদের কিছুই তো হয় নাই, বরং যাহারা শুনিয়াছিল, তাহারাই উচ্ছিন্ন হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে আপনাদের যীশু ক্রুশে হত হইলেন, তদনন্তর ক্রমে ক্রমে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য কেহ ক্রুশে, কেহ উল্টা ক্রুশে, কেহ শূলে, কেহ ত্রিশূলে, কেহ হস্তী পদতলে, কেহ ব্যাঘ্র ও সিংহাননে, কেহ অগ্নিতে, কেহবা খড়্গ দ্বারা হতাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। (See Church History) কিন্তু যে সকল ব্যক্তি হজরত মোহাম্মদের (দঃ) কথা অবধান করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাজাধিরাজ সম্রাট্ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। (See Moor's Life of Mohamad Its Index and Sales quaran Its Index) কিন্তু যে সকল ব্যক্তি হজরত মোহাম্মদের (দঃ) কথা অবধান না করিয়াছিল, তাহারা উচ্ছিন্ন হইয়াছিল। (See Preaching of Islam) এখন দেখুন প্রেরিত দিগের ক্রিয়ার উক্তি কাহার প্রতি আরোপিত হইতে পারে।

যীশু ঈশ্বরের পুত্র ও ঈশ্বর বলিয়া বাইবেলে অভিহিত হইয়াছেন, কখন ত দাস বলিয়া অভিহিত হন নাই, বরং হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ঈশ্বরের দাস বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন, তবে মুসার সহিত যীশুর সৌসাদৃশ কিসে হইল? পাদ্রী সাহেব তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন, তোমাদের নিকট অর্থাৎ ইস্রায়েল সন্তানগণের নিকট প্রেরিত হইবেন এবং ইস্রায়েল সন্তানগণ তাঁহারই বাক্য অবধান করিবে; ইহুদিগণ যীশুর বাক্য অবধান করে নাই, উচ্ছিন্নও হয় নাই। ইউরোপীয় খ্রীষ্টানগণ ইহুদী নহেন, সুতরাং যীশু তাঁহাদের জন্য প্রেরিত হন নাই, তবে

যীশুকে লইয়া এত টানাটানি কেন? তিনি তো তাঁহাদের নহেন, টেবিলের নীচের গুঁড়া গাঁড়া খাইয়া কি জীবন ধারণ করা যায়? মথি ১৫; ২৪—২৭ পদ। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কেবল আরবের জন্য নহেন, সমস্ত জগতের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, খোদাতালা কোরাণ শরীফে বলিতেছেন, হে নবী! আমি তোমাকে জগতে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ করিয়া প্রেরণ করিলাম, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ তোমা হইতে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে। আবদুল্লা সালাম প্রভৃতি ইহুদী পণ্ডিতগণ কি হজরতের কথায় অবধান করেন নাই? যে সকল ইহুদী তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়াছিল, তাহারা কি মদিনা হইতে উচ্ছিন্ন হয় নাই? (Soo History of Saracens and Spirit of Islam By Rt. Honourable Syed Amir Ali M. A.)

আরবের পূর্ব্বাংশে অগ্নি উপাসক পারশিকদের রাজ্য ছিল, দক্ষিণে ও পশ্চিমাঞ্চলে খ্রীষ্টানদের ও উত্তরাঞ্চলে ইহুদিদের বসতি ছিল। ইহা ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক তথায় বাস করিত, সুতরাং করুণাময় খোদাতালা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে কেন্দ্র স্থলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যেন সকল শ্রেণীর কুসংস্কারপন্ন লোকই তাঁহার দ্বারা উপকৃত হয়। সিরিয়ায় বা অন্য কোন স্থানে প্রেরিত হইলে সর্ব্ব সাধারণের নিকটে সহজে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার হইত না। হজরত মুসা যেমন মিসরে প্রেরিত হইয়া সিরিয়ার দিকে হেজরত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও মক্কা শরিফে প্রেরিত হইয়া সিরিয়া অর্থাৎ মদিনা শরিফে হেজরত করিয়াছিলেন; ইহাতেও হজরত মোহাম্মদের সহিত হজরত মুসার সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

আবার পাদ্রীজি সুরা আনকবুত ও ইউনসের দুইটী আয়েত উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, "হজরত মুসা মোজেজা করিয়াছিলেন, কিন্তু হজরত মোহাম্মদের (দঃ) মোজেজা করিবার শক্তি ছিল না। পাঠক! আসুন শাস্ত্রীয় প্রমাণে পাদ্রীজীর কথা দুইটীকে বিচার করিয়া দেখি; তিনি সুরা আনকবুতের যে আয়েতটুকু উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহার দ্বারা সরলমনা মোসলমানদিগকে ধোঁকা দিতেছেন মাত্র। কারণ আয়েতটীর পূর্ব্বের ও পরের কথা ছাড়িয়া দিয়াছেন, পূর্ণ আয়েতটীর অর্থ এই:—"এবং তুমি ইতিপূর্ব্বে কোন পুস্তক পাঠ কর নাই ও তোমার দক্ষিণ হস্তদ্বারা তদ্রূপ কিছু লিখিয়া রাখ নাই, যদি এরূপ হইত, তাহা হইলে দুষ্টবুদ্ধি লোকেরা (ইহাতে) সন্দেহ উত্থাপন করিত। বরং যাহাদিগকে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের বক্ষঃস্থলে এরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে যে) এক বহু নিশানি পূর্ণ (কেতাব) এবং আমার নিশানিগুলিকে কেবল বিচার শূন্য লোকেরাই অস্বীকার করে; ও তাঁহারা বলে কেন তাঁহার (মোহাম্মদের) প্রতি তাঁহার প্রভুর নিকট হইতে নিশানি সকল অবতীর্ণ হয় না? বল কেবল খোদার নিকটেই নিশানি আছে; আমি এক জন প্রকাশ্য সতর্ককারী ভিন্ন আর কিছুই নহি। আমি তোমার প্রতি যে কেতাব (কোরাণ) অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহা তাহাদের নিকট পড়িয়া শুনান হয়, তাহা কি তাহাদের জন্য প্রচুর নয়? বাস্তবিক যাহারা সত্য বিশ্বাসী, তাহাদের জন্য ইহাতে দয়া ও উপদেশ বর্ত্তমান রহিয়াছে।"

পাঠক মহোদয়গণ! একটু অনুধাবন পূর্ব্বক দেখুন যে, উপরি উক্ত আয়েৎ সমূহে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) হইতে যে

নিশানি প্রকাশ হইবে না তাহা কোথায়? বরং তদ্বিপরীত হজরতের চিরস্থায়ী নিশানিটির উক্ত আয়েত সমূহে বর্ণিত হইয়াছে, এবং জ্ঞানী লোকদের নিকট এক কোরাণই যে বহু মোজেজায় পূর্ণ তাহাও উক্ত হইয়াছে, তবে একথা উক্ত আয়েত সমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, পয়গম্বর যখন ইচ্ছা করেন তখন নিজ ক্ষমতায় মোজেজা দেখাইতে পারেন না। মোজেজা প্রদর্শনের মূল শক্তি ও ক্ষমতা খোদার হাতে, অনর্থক্ জেদের বশবর্ত্তী হইয়া বা কৌতূহল নিবারণার্থে বিধর্ম্মীগণ পূর্ব্ববর্ত্তী মোজেজা দেখা সত্বেও হজরতের নিকট মোজেজা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে ও হজরতকে ত্যক্ত বিরক্ত করিত এবং ভাবিত যে, প্রকৃত নবী হইলে অবশ্য যাদুকরদিগের মত যখন ইচ্ছা তখনই ভোজবাজী দেখাইয়া তাঁহাদের কৌতূহল নিবারণ করিবেন। খোদাতালা তজ্জন্য হজরতকে আদেশ করিয়াছেন, তাহাদিগকে বল মোজেজা দেখান না দেখান খোদার ইচ্ছা, আমার কাজ উপদেশ দেওয়া মাত্র। পাদ্রী জি! আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থ প্রেরিত পুস্তকের ২ ; ২২ পদে লেখা আছে "তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে ঐ সকল ক্রিয়া করিয়াছেন।" যীশু নিজ ক্ষমতায় মোজেজা দেখাইতে পারিতেন না, তাহা কি এই পদে স্পষ্ট উল্লেখ নাই? অতঃপর সূরা ইউনূসের ২০ আয়েতে পাদ্রীজি কি ধোঁকা দিয়াছেন নিম্নে পূর্ণ আয়েতের অর্থ লেখার পর বর্ণনা করিতেছি "তাহারা (কাফেরান) বলে কেন তার (মোহাম্মদের [দঃ].) প্রতি একটী (বড়) নিশানি তাঁহার প্রভু হইতে অবতীর্ণ হয় নাই তবে (হে মোহাম্মদ [দঃ]) বল গোপনীয় বিষয় খোদা ব্যতীত আর কাহারও নিকটে নাই, সুতরাং

অপেক্ষা কর; বাস্তবিক আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষাকারী আছি।

পাদ্রীজি নিজ স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটিবে ভাবিয়া উপরি উক্ত আয়েতের শেষাংশটুকু ছাড়িয়া দিয়াছেন, উক্ত আয়েতে খোদাতালা কাফেরদের প্রতি উক্তি বর্ণনা করিতেছেন যে, তাহারা বলে কেন মোহাম্মদের প্রতি বড় একটী মোজেজা বা নিশানি অবতীর্ণ হয় নাই? খোদা বলেন;—"হে মোহাম্মদ" (দঃ) উত্তর দেও যে ভাবি বিষয় খোদার হাতে—অর্থাৎ কবে মোজেজা অবতীর্ণ হইবে তাহা তিনিই জানেন, আমি জানি না।" তৎপর খোদাতালা বলিতেছেন যে, "তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বল যখন উপযুক্ত সময় আসিবে তখন নিশানি অবতীর্ণ হইবে।" উক্ত আয়েতে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে নিশানি দেওয়া হয় নাই বা হইবে না কোথায়? বরং খোদাতালা মোজেজা অবতীর্ণ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। পাদ্রীজি! মার্ক ৮; ১২-১৩ পদ কখনও পড়িয়াছেন কি? তথায় যীশুর উক্তি এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে;—"আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে কহিতেছি, এই লোকদিগকে কোন অভিজ্ঞান দেখান যাইবে না।" ইহা ব্যতীত যখন ইহুদিরা যীশুকে ক্রুশে চড়াইয়াছিল, তখনও উহারা মোজেজা দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা দেখাইতে পারেন নাই, ইহার কারণ কি? আমাদিগের মতে ইহার অর্থ এই যে, মোজেজা বা নিশানি দেখাইবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা খোদার হাতে। যখন উপযুক্ত মনে করেন তখনই পয়গম্বরদের দ্বারায় উহা প্রকাশ করেন। (সূরা রাদ, ৩য় আয়েত) লোকেরা যখনই ইচ্ছা করিবে, তখনই যে খোদাতালা মোজেজা

প্রকাশ করিবেন তাহা নয়; বরং সময় সময় পয়গম্বরদিগের দ্বারায় মোজেজা প্রকাশ না করিয়া সাধারণকে জানান হইয়াছে যে, পয়গম্বরগণ ও মনুষ্য, তাহারা সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন; খোদা তাঁহাদের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া ইহাই জানাইয়াছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কেহ সর্ব্বশক্তিমান্ নাই। সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী, পয়গম্বরগণ যদি সর্ব্বদাই মোজেজা দেখাইতেন, তাহা হইলে অনেকে তাঁহাদিগকে খোদা বা খোদার অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত ও তাঁহাদের উপাসনা করিয়া বসিত এবং কৌতূহল নিবারণার্থে সর্ব্বদাই নবীদিগকে ত্যক্ত বিরক্ত করিত। অক্ষমতা প্রকাশ করা সত্ত্বেও খৃষ্টানেরা খৃষ্টকে খোদা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের তো কথাই নাই। মার্কের উক্তি অনুসারে যীশুকে যেমন মোজেজা শূন্য বলা যাইতে পারে না, তদ্রূপ সুরা ইউনূসের আয়েতের দ্বারায় এরূপ প্রমাণ করা যায় না যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) মোজেজা শূন্য পয়গম্বর ছিলেন, পক্ষান্তরে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিতেছেন;—"তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বল।" যীশু কিন্তু শপথ পূর্ব্বক বলিতেছেন, "কোন চিহ্ন দেখান যাইবে না।" এই দুই বাক্যের মধ্যে কতদূর পার্থক্য, আশা করি খৃষ্টান বন্ধুগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

হজরত মোহাম্মদের (দঃ) কৃত মোজেজা।

—০—

(১) প্রথম মোজেজা—কোরাণ শরীফ। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) উম্মি অর্থাৎ লেখা পড়া জানিতেন না, অথচ তাঁহার মুখ-নির্গত কোরাণ শরীফ দ্বারা খোদাতালা একটী অলৌকিক কার্য্য করাইতেছেন। যখন কোরাণ শরীফ নাজেল হয়, তখন কাফের লোকেরা উহাতে সন্দেহ করিয়াছিল, তজ্জন্য খোদাতালা কোরাণ শরীফের সুরা বকরের তৃতীয় রুকুতে বলিতেছেন, "যে বাক্য আমি স্বীয় দাসের (মোহাম্মদের) উপরে অবতীর্ণ করিয়াছি, যদি তোমার উহাতে কিছু সন্দেহ হয়, তাহা হইলে তোমরা উহার সদৃশ একটী সুরা আন, আর খোদা ব্যতীত আপনার সাক্ষ্যদাতা আন, যদি সত্যবাদী হও, যদি এমন না করিতে পার এবং কখনও পারিবে না।" এখানে খোদাতালা স্পষ্ট বলিতেছেন যদি কোরাণে তোমাদের সন্দেহ হয় তবে একটী সুরা তৈয়ার করিয়া আন, পরে তিনি বলিতেছেন, পারিলে না কখনও পারিবে না। হজরত মোহাম্মদের দ্বারা খোদাতালা কোরাণ শরীফ নাজিল করিয়া একটী স্থায়ী মোজেজা প্রদর্শন করিয়াছেন। বাস্তবিক কোরাণ শরীফ একটী অলৌকিক কার্য্য। কত দিন, কত মাস, কত বৎসর যুগ যুগান্তর যাইয়া অনন্ত সাগরে মিশিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন মওলানা কি কোন মৌলবী কি পাদ্রী কোরাণের একটী সুরার ন্যায় সুরা কি একটী আয়েতের ন্যায় আয়েত রচনা করিতে পারিলেন না। ইস্‌লামের ঘোর শত্রু মিষ্টার জর্জ্জ সেল্‌

বলেন ;—কোরাণ যে অতি সুললিত ও পবিত্র ভাষায় লিখিত হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বসাধারণেরই এক মত। ইহা যে আরবী ভাষার আদর্শ, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন ; কোরাণের উক্তি মত খাঁটী মোসলমানদিগের বিশ্বাস অনুযায়ী কোরাণের মত ভাষা কাহারও লিখিবার সাধ্য নাই। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার ধর্ম্মকে সুদৃঢ় করিবার জন্য সচরাচর এই কোরাণকে মোজেজা স্বরূপ বড় বড় আরবীয় ভাষাবিদ্‌গণের নিকটে পেষ করিতেন, এবং তাঁহাদিগকে ইহার ন্যায় ভাষা রচনা করিয়া তাঁহার প্রতিযোগিতা করিতে আহ্বান করিতেন। আরব দেশে সহস্র সহস্র এরূপ কবি বর্ত্তমান ছিলেন যে, তাঁহারা সর্ব্বদাই কেবল ভাষার পাণ্ডিত্য দেখাইতেই সচেষ্ট থাকিতেন, কিন্তু তাহা স্বত্বেও কেহ কোরাণের একটী সামান্য পদের সহিতও প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারেন নাই। ভাষা মাধুর্য্যে যে কোরাণ বাস্তবিকই এই বিখ্যাত আরবীয় পণ্ডিতদের দ্বারা প্রশংসিত সে সম্বন্ধে আমরা এখানে মাত্র একটী উপমা প্রদর্শন করিতেছি—বিখ্যাত আরব-কবি লোবিদ-বিন-রাবিয়ার একটী কবিতা মক্কার পবিত্র কাবা মস্‌জিদের দ্বারদেশে লট্‌কাইয়া দেওয়ার পর অন্য কোন কবিই তাঁহার সমকক্ষতা করিতে পারে নাই। কেহ কোরাণের দ্বিতীয় সুরার কতকাংশ লিখিয়া লোবিদের কবিতার উপরে লট্‌কাইয়া দিয়াছিল। স্বয়ং লোবিদ উক্ত সুরা পাঠান্তে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গেলেন এবং বলিলেন এরূপ ভাষা কোন প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তির ভিন্ন কাহারও বলিবার শক্তি নাই।" (See Sales quaran Introduction 47 Page.) মিষ্টার

বি, স্মিথ বলেন :—"ইহা (কোরাণ) কে মোহাম্মদ (দঃ) এক মোজেজা দাবি করিয়াছিলেন ও ইহাকে তাঁহার চিরস্থায়ী মোজেজা বলিয়া নাম করিতেন, বাস্তবিক ইহা মোজেজাই বটে।

(B. Smith on Mohamad 343 Page.)

(২) হজরতের অঙ্গুলি হইতে হোদার বায় যুদ্ধে এত জল নির্গত হইয়াছিল যে, ১৪০০ লোকে পান ও স্নান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন (দেখ বুখারী শরীফ।)

(৩) অল্প খাদ্যে বহু লোককে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বহুবার তৃপ্তি করাইয়াছিলেন (দেখ মোস্‌লেম শরীফ)।

(৪) মক্কাশরীফ জয় করিবার পর হজরত যে কোন মূর্ত্তির নিকট যাইয়া যষ্টির দ্বারায় ইসারা করিতেন ও কোরাণের আয়েত "সত্য আসিয়াছে অসত্য বিনষ্ট হইয়াছে" পাঠ করিতেন, সেই মূর্ত্তিই ভূতলশায়ী হইয়াছিল। (বোখারী দ্রষ্টব্য)

(৫) এক দিন হজরত তাঁহার কয়েকজন আসহাবের সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন ইহুদি ছাগ মাংসের খানিক কাবাব আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আহার করিতে অনুরোধ করিলে হজরত তাহা খাইবেন, এমন সময়ে ঐ কাবাব হজরতকে বলিল যে, আমার মধ্যে বিষ মিশ্রিত আছে, আপনি খাইবেন না।

(৬) হজরতের নবুয়তের পর যে স্থান দিয়া তিনি যাইতেন, তথাকার প্রস্তর সকল তাঁহাকে "আস্‌সালামো আলায়কা" বলিয়া সালাম করিত।

(৭) কোন কোন সময় এরূপ দেখা গিয়াছে যে, পথের মধ্য হইতে কোন পাথরের টুকরা যদি হজরত হাতে তুলিয়া

লইতেন, তাহা হইলে ঐ পাথর তস্‌বিহ্‌ ও তহলিল্‌ পড়িতে থাকিত।

(৮) হজরতের চাচাদের মধ্যে যে দুই জন ইস্‌লামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের এক জনের নাম হাম্‌জা, (রাঃ) অপর জনের নাম আব্বাস্‌ রাঃ। হজরত আব্বাস ও তাঁহার ছেলেদের জন্য হজরত রসুলে (দঃ) করিম একদিন খোদাতালার নিকটে দোওয়া করেন, তখন চতুর্দ্দিকের প্রস্তর সকল আমিন্‌! আমিন্‌!! বলিয়াছিল।

(৯) একদিন আবু জেহেল নিজের মুষ্টির মধ্যে একখণ্ড পাথর রাখিয়া হজরতের নিকট আসিয়া বলিল, "হে মোহাম্মদ (দঃ) বল দেখি আমার হাতের মধ্যে কি? তুমি যদি বলিতে পার, খোদার রসুল বলিয়া আমি তোমাকে বিশ্বাস করিব।" হজরত (দঃ) বলিলেন তুমি আমার নিকটে শুনিতে চাও না তোমার হাতের জিনিস নিজেই বলিয়া দিবে? আবু জেহেল উত্তর করিল সেতো আরও ভাল কথা। তখনই ঐ পাথর আবু জেহেলের হাতের মধ্যে থাকিয়া কলেমা শাহাদত পড়িতে লাগিল, কিন্তু কাফের আবু জাহেল বিশ্বাস করিল না। সে বলিল, মোহাম্মদ (দঃ) বড় শক্ত যাদুকর। এই কথা বলিয়া সে হাত হইতে ঐ পাথর ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। (দেখ হজরতের জীবনী)

(১০) একদিন সন্ধ্যাকালে কয়েকজন ইহুদি ইস্‌লামে দীক্ষিত হইবার জন্য হজরতের নিকট যাইতেছিল। পথে আবু জেহেলের সহিত সাক্ষাৎ হইল সে বলিল, তোমরা কোথায় যাইতেছ? তাহারা বলিল আমরা হজরতের নিকটে মোসলমান

হইতে বাহির হইয়াছি, তখন আবু জেহেল তাহাদিগকে বলিল তোমরা তাহারূপ না দেখিয়া শুনিয়া মোসলমান হইও না, তিনি যে সত্যই খোদার রছুল তাহা যদি প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তোমরা মোসলমান হইও। ইহুদিরা আবু জেহেলকে বলিল তবে তুমি আমাদের সঙ্গে চল, ইহাতে আবু জেহেল তাহাদের সঙ্গে চলিল। সে দিন জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল. সকলে পরামর্শ করিয়া বলিল আপনি যদি সত্য নবী হন, তাহা হইলে আকাশের চাঁদকে দুই খণ্ড করুন; তাহাতে আমরা মোসলমান হইব। আবু জেহেল এই কথা বলিলেই হজরত অঙ্গুলি দ্বারা চাঁদকে দ্বিখণ্ড করিলেন। সকলেই দেখিতে পাইল, চাঁদ দুই খণ্ড হইয়া দুই দিকে সরিয়া গিয়াছে। সকলে দেখিয়া যখন বলিল, হাঁ, আমরা দেখিতে পাইতেছি, তখন দুই খণ্ড মিলিয়া আবার এক হইয়া গেল।

হজরতের (দঃ সমস্ত মোজেজার বিষয় লিখিতে হইলে বাই-বেলের ন্যায় এক খানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়ে; যদি কেহ হজরতের (দঃ) সমস্ত মোজেজা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সেহাসাত্তার হাদিস—অর্থাৎ বোখারী, মোসলেম, তুমিজী, এব্‌নে দাউদ, এব্‌নে মাজা, নেসাই, মোজেজাৎ-মোহাম্মদীয়া, মাদারেজুন্নবুয়ত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন। কেবল কোরাণ শরিফ আমাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ নহে, হাদিস শরিফও আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। যদি কেহ বলেন, কোরাণ শরীফ হইতে হজরতের মোজেজা দেখিতে চাই; তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, কোরাণ শরীফ হজরতের জীবনী নহে; হজরতের সমস্ত উপদেশ ও ক্রিয়া-কলাপ হাদিস শরিফে আছে, অতএব হজরতের বিষয় সমস্ত জানিতে হইলে হাদিস শরীফ দেখা উচিত।

হজরত মুসা যেমন ইস্রায়েল লোকদিগকে ফেরাওনের বন্দীত্ব হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আরবীয় নানা জাতিকে পাপের বন্দীত্ব হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের উন্নতি হইয়া আসিতেছে। পক্ষান্তরে হজরত ইসা নিজ জীবনে মাত্র ৭০টী লোককে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, আবার তাহারাও নাকি খ্রীষ্টিয় মতে মনাফেক (কপট) ছিল। খ্রীষ্ট নিজেরই শিষ্যের দ্বারা ধৃত হইয়া অপরের দ্বারা হত হইলেন এবং তাঁহার শিষ্যদের ভাগ্যেও ঐরূপ ঘটিয়াছিল। পয়গম্বর মাত্রেই মানব জাতিকে মুক্তিদান করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। যীশুও সেইরূপ মনুষ্যের নাজাতের জন্য যাহা পারিয়াছিলেন, সাধ্যমত তাহা করিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। কিন্তু পাউল তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে গ্রীক্ বৈজ্ঞানিকদের মনগড়া ছাঁচে ঢালিয়া তাঁহার বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়াছেন।

হজরত মুসা (আঃ) যেমন আর দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আসিবেন না, তদ্রূপ হজরত মোহাম্মদ (দঃ)ও আর দ্বিতীয় বার আসিবেন না, ইহাও উভয়ের মধ্যে এক সাদৃশ্য।

২। শলমনের পরম গীত ৫; ১০—১৬ পদে লেখা আছে:—"দুদিসাং ভে আদুম দাওল মের বাবা দোসো দেথিম পাজকে ওস্ দুসা ওতান তাল্লিম শি নুরত বা আওরের এলাও বে আলেম আল আকিকি মাইল বওহা শোথ বেহানাব ইযোস্ বৃথ আল মোন্নথ লেহা আও বার গাথ হাবুব সিমান দেলোৎ মেরকাহিম শাকতুতাও সাও সালিম লোৎফোৎ মোর অবের এদাও গেলিলে যাহাচ মেমোন লাইম বাথ তার শিস্মে আদ

ই সেৎ সায়েন মে ওলে কিথ স্থপ বোরম শাওকাত আমুদে শেষ ইহাও মোথ্ আদিম আল্ আদনে কাযাজ পয়মাউ হোবোল লেবানন বাসুর বাবাজিয হাবুবমান্ তাকিন ভেঃ বেল্লো মোহাম্মদীম্ যে দুনিভে যে বেই বেমুৎ এরু সায়েনিম।" *

অনুবাদ :—

"আমার প্রিয়তম শ্বেত ও রক্তবর্ণ; তিনি দশ সহস্রের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁহার মস্তক নির্ম্মল সুবর্ণের ন্যায়, তাঁহার কেশের গোছা ঝাড়াল দাঁড়কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহার নেত্র যুগল জল-প্রণালীর ধারে স্থিত ও দুগ্ধেতে স্নাত ও পয়পূর্ণ স্থানে উপবিষ্ট কপোতদ্বয়ের ন্যায়। তাঁহার গণ্ডদেশ সুগন্ধি ঔষধির চৌকা ও আমোদ কীবে লতার স্তম্ভ স্বরূপ। তাঁহার ওষ্ঠাধর দ্রব গন্ধ রস ক্ষরণকারী শোষন পুষ্পের ন্যায়। তাঁহার হস্ত বৈদূর্য্য মণিতে খচিত সুবর্ণের অঙ্গুরীর রূপ, তাঁহার কায় নীলকান্ত মণিতে খচিত হস্তিদন্তময় শিল্পকর্ম্মের ন্যায়, তাঁহার উরুদ্বয় সুবর্ণ চুঙ্গিতে বসান শ্বেত প্রস্তরময় স্তম্ভের ন্যায়; তাঁহার আভা লিবাননের সদৃশ ও এরস বৃক্ষের ন্যায় উৎকৃষ্ট, তাঁহার তালু নিতান্ত মধুর তিনি সর্ব্বতোভাবে "মনোহর"। (মনোহর অর্থাৎ মোহাম্মদ (দঃ) = Mohamad = محمد)।" হে যিরূসালেমের কন্যাগণ; এই আমার প্রিয় এই আমার সখা।"

মোহাম্মদীম্ শব্দকে মোহাম্মদ বলায় পাদ্রীজি আমার বিদ্যার দৌড় দেখিয়া হাঁসিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে, কোন কোন

---

* আমাদের প্রেসে হিব্রু টাইপের অভাব হেতু হিব্রু এবারত বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা হইল।

সময় এমন দেখা যায় যে, সামান্য লেখা পড়া জানা লোকও এ'লমদার নাম কিনিবার জন্য ভারি ভারি কেতাবের ১।৪ টা কথা এবং বিশেষ নামজাদা বড় বড় লোকের কথা লইয়া নিজের মতটা যে খাঁটী, তাহা দেখাইয়া থাকে।" পাদ্রীজি চতুর, তাই ছলে বলে উপরি উক্ত কথা আমার উপরে আরোপ করিয়া প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছেন যে, মুন্‌শী সাহেব হিব্রু ও আরবী ভাষা জানেন না। ইহার উত্তরে আর কি বলিব? আমি নিজেকে নিজে আলেম বা বিদ্বান্ বলিয়া মনে করি না, তবে ২।১টী কথা না বলিলেও চলে না। বাধ্য হইয়া নিজের বিদ্যা বুদ্ধির কথা তর্কস্থলে কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে হইল বলিয়া দুঃখিত। পাঠক! ক্ষমা করিবেন। আমি নিজ গ্রামের পাঠ-শালার ও মক্তবের পাঠ্য শেষ করিয়া মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণনগর নর্ম্ম্যাল স্কুলে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল ইত্যাদি নর্ম্ম্যাল পাঠ্য শেষ করিয়া, কলি-কাতাস্থ মির্জ্জাপুর সি, এম, এস, হাই স্কুলে অধ্যয়ন করি; তৎপর এলাহাবাদ সেণ্ট পলস্ ডিভিনিটী কলেজে ও কলিকাতাস্থ সি, এম, এসের ক্যাথিড্রেল মিশন ডিভিনিটী কলেজে ৫ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মিশনারী কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম। পরীক্ষার সংবাদ C. M. S এর ইন্‌টেলিজেনসার গ্লীনার ও ১৮৯২ সালের অক্টোবর মাসের খ্রীষ্টিয় বান্ধবের ১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আজ কাল যে থিওলজী পড়িয়া বি, ডি, উপাধি পাইতেছেন, আমি তদপেক্ষা বেশী থিওলজী পড়িয়াছি। উক্ত কলেজ দ্বয়ের কোর্স বা পাঠ্য তালিকা দেখিয়া শ্রীরামপুর কলেজের বি, ডি, পরীক্ষার পাঠ্য

তুলনা করুন। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছারটীফিকেট আজও আমার নিকটে আছে। পাদ্রীজী দেখিতে চাহিলে নকল পাঠাইতে পারি। এলাহাবাদের পাঠ্য তালিকায় দেখুন যে, আরবী, সংস্কৃত, হিব্রু ও গ্রীক্ ভাষা ছাত্রদিগকে পড়িতে হয় কি না ?

পাদ্রী সাহেব তিন শব্দ লইয়া অনেক কাগজ কালী ব্যয় করিয়াছেন এবং ধান ভানিতে বুড়োর গীত গাহিয়াছেন। আমি মোসলমান, সঙ্গীত জানি না, আসল কথা বলিয়া যাই ; বলি পাদ্রী সাহেব। যেমন "মোহাম্মদীম শব্দ জাতিবাচক বা ভাব-বাচক বিশেষ্য পদ তদ্রূপ ইব্রাহিম, ইয়াকুব, ইস্রায়েল মুসা ও ইসা শব্দগুলিও মূলে তাহাই। পরবর্ত্তী শব্দগুলি যেমন নাম-বাচক পদে ব্যবহৃত হইতেছে, সেইরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী মোহাম্মদীম্ শব্দও এখানে নামবাচক পদে ব্যবহৃত হইয়াছে, ব্যাকরণে ও ব্যবহারে সর্ব্বদা এইরূপ রীতি প্রচলন আছে। মোহাম্মদীম্ শব্দের মূল ধাতু হাম্দ ; "ইহার অর্থ অতি সুখ্যাতির পাত্র। পাদ্রী সাহেব ইংরাজি বা বাঙ্গালায় যে সকল অর্থ লিখিয়াছেন তাহা ধাতুগত অর্থ নহে। (Delightfulness.) অর্থ হইলে যে তাহার বাঙ্গালা অর্থ প্রিয়, মনোরঞ্জন প্রেমাস্পদ ও প্রীতির পাত্র কিরূপে হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। নিশ্চয় পাদ্রীজি ভুল বশতঃ Delightful কে Delightfullness লিখিয়াছেন। ইংরাজি বাইবেলে Beloved ও বাঙ্গালায় মনোহর লেখা হইয়াছে। Revised Edition অর্থাৎ সংশোধিত সংস্করণে ঐ মনোহর শব্দ আছে। (দেখ ১৯০৯ সালের বাইবেল) এই Delightful ও "মোহাম্মদীম্ শব্দের অর্থ হইতে পারে না। ইংরাজিতে ইহার অর্থ Most Praised or Most Prais

worthy হইবে। হিব্রু ও আরব্য ভাষায় যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা অবশ্য অবশ্য আমার এই কথা বিশ্বাস করিবেন। "মোহা-ম্মদ" শেষে ইম্ যোগ করিয়া তাঁহার সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে। যথা;—"আলোহিম"। হেশেয় ৯; ৬ ও ১৬। ১ রাজাবলি ২০; ৬। যিহিস্কেল ২৪ অধ্যায়ের যে যে স্থানে "হম্দ" ধাতু হইতে নির্গত বিশেষণাদির ব্যবহার হইয়াছে, তথায় অন্য আর একটী শব্দ ষষ্ঠি বিভক্তি স্বরূপ তাহার সঙ্গে যোগ করা হইয়াছে। পরমগীতে "মোহাম্মদীম্" শব্দের ব্যবহার ও অন্যান্য স্থানে উক্ত শব্দের ব্যবহারে যে পার্থক্য আছে, আশা করি পাদ্রী সাহেব কোন হিব্রু ভাষাজ্ঞ লোকের নিকটে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন। কেবল "মোহাম্মদীম্" শব্দ লইয়া কুট তর্ক করিলে চলিবে না। উক্ত পদে আরও কতকগুলি কথা আছে, যাহা সম্পূর্ণরূপে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রতি আরোপিত হইতে পারে। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আপাদমস্তক সৌন্দর্য্যে নিমজ্জিত ছিলেন। তিনি যেদিন মক্কাশরীফ জয় করিয়াছিলেন, তিনি সেদিন দশ সহস্র সহচরবৃন্দে বেষ্টিত ছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই সাধু ছিলেন। ২য় বিবরণ ৩৩; ২ পদেও এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। হবকুক ৩; ৩—৫ পদে "পারন" অর্থাৎ মক্কার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করা হইয়াছে এবং হজরতের সহিত যে অগ্নিময় ব্যবস্থা ও মহামারী জেহাদ ব্যবস্থা (এস্লামিক মার্সেল ল মধ্যে পরিগণিত) বর্ত্তমান থাকিবে তাহাও ভাবোক্তি দ্বারা প্রচার করা হইয়াছে। যীশুখৃষ্ট কি কখনও পারণ পর্ব্বতে গিয়াছিলেন ও জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন কি? হজরত অযুত অযুতের অগ্রণী ছিলেন। তিনি যে সময়ে শেষ হজ্জ করিয়াছিলেন,

তখন তিনি লক্ষাধিক লোকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং উপস্থিত সকলেই তাঁহার ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন। হজরতের বাক্য মধুর ছিল। তিনি জীবনে কখনও কাহাকে কর্কশ কথা বলেন নাই। য়ীহুদিরা হজরতকে গালি দিলে তিনি কখনও তাহাদিগকে গালি দিতেন না এবং তাঁহার সহচরদিগের মধ্যে যদি কেহ উহাদিগকে গালি দিতে চাহিতেন, তাহা হইলে তিনি উহাদিগকে নিষেধ করিতেন। পরমগীত ৫ ; ১০—১৬ পদ সম্পূর্ণরূপে হজরত মোহাম্মদের প্রতি খাটে। বল পাদ্রী সাহেব! যীশুর উপরে উহা কেমন করিয়া আরোপিত করিবেন? যীশু কি দশ সহস্রের অগ্রণী ছিলেন? খৃষ্টের মাত্র কয়েক জন শিষ্য ছিল; তাঁহারাও আবার খৃষ্টানী মতে কপট ও অবিশ্বাসী ছিলেন। ইহা ব্যতীত খ্রীষ্টের বাক্য মধুরও ছিল না। তিনি য়ীহুদিগণকে প্রায় সর্পের বংশ, কপটী ও অবিশ্বাসী ইত্যাদি অন্যায় সম্বোধন করিতেন এবং কোনও কোনও সময়ে তাঁহার স্বীয় মাতা মেরীকে কর্কশ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। পাদ্রী সাহেব "মোহাম্মদীম্ শব্দকে নাম বাচক বলিতে না চাহিলেও কিন্তু অন্যান্য বিশেষণগুলি কেমন করিয়া ঢাকিবেন?

৩। যোহন ১৪ ; ১৬—১৭ পদ। আমি বক্তৃতাতে এই পদ উল্লেখ করি নাই, বোধ হয় পাদ্রী সাহেব ভুলক্রমে যোহন ১৬, ১২—১৩ পদের স্থলে ১৪, ১৬—১৭ পদ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি যে, খৃষ্টের পূর্ব্বে জগতে পবিত্র আত্মা আসিয়াছিলেন কি না? আদি পুস্তক ১ম ; ২ পদে আত্মার কথা দেখা যায়। লূক ২ ; ২৬ পদে যিরূসালেমের

শিমিয়োনেতে পবিত্র আত্মার অধিষ্ঠান হইত। আয়ূব ৩৩; ৪। গীত ১০৪; ৩০। ১৩৯; ৭ লূক ১: ৩৪ পদ ইত্যাদি শত শত স্থানে পবিত্র আত্মার কথা বাইবেলে পাঠ করা যায়; তবে যীশু কোন্ আত্মাকে পাঠাইবেন? পবিত্র আত্মা তো জগতে ছিলেন। খৃষ্ট পরিষ্কার ভাষায় বলেন "আপনা হইতে কিছু বলিবেন না কিন্তু যাহা যাহা শুনিবেন তাহাই বলিবেন।" খৃষ্টানী পবিত্র আত্মা কখনও কোন কথা বলেন নাই, কিন্তু হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আপনা মুখে কিছুই বলেন নাই, তিনি জিব্রিল ফেরেশ্তার নিকটে যেমন শুনিতেন, তদ্রূপ বর্ণনা করিতেন।

কেবল হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কেন? সমস্ত নবিই পবিত্র আত্মা ছিলেন। আত্মা অর্থে শরীর বিশিষ্টকেও বুঝায় দেখ ১ যোহন ৪; ১—৩ পদ। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) খৃষ্টের পরবর্ত্তী শেষ পবিত্র আত্মা। ব্যাকরণ অনুযায়ী পবিত্র ও আত্মা বিশেষণ ও বিশেষ্য একযোগে একটী বিশেষণ হইয়াছে এবং বিশেষণ আরবী ও হিব্রু ভাষায় প্রায় বিশেষ্য রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খৃষ্টানেরা পবিত্র আত্মার যে আত্মা বুঝেন, তাহাকে যীশু পৃথিবীতে থাকিতেই ফুংকার করিয়া তাঁহার শিষ্যদের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন। দেখ যোহন ২০; ২২ পদ। খৃষ্টকে যেমন জগতের লোক—অর্থাৎ যাহারা স্বর্গের অধিকারী নয়, তাহারা দেখে নাই, সেইরূপ সত্যের আত্মা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কেও স্বর্গ রাজ্যের বিরোধিগণ দেখিতে পায় নাই। পাদ্রীজি ও তাঁহার দলস্থ লোকেরা হজরত মোহাম্মদকে দেখিতে পান নাই বলিয়াই তো তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছেন। আমরা সর্ব্বদা প্রভু মোহাম্মদ (দঃ) কে দেখিতে পাইতেছি, তিনি

আমাদের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা বিদ্যমান। তিনি আমাদের প্রাতঃ-স্মরণীয় কিন্তু বিধর্ম্মিগণ আজ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়াও দেখে না শুনিয়াও শুনে না। যিশাইয়া নবীর উক্তি সম্পূর্ণ রূপে উহাদের প্রতি খাটিতেছে; দেখ যিশাইয়া ৬; ৯—১০। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে সর্ব্বদা নিজ অন্তঃকরণে বর্ত্তমান বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। যীশু স্বয়ং বলিয়াছেন;—আর অল্পকাল গেলে জগত আর আমাকে দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাইবে। যোহন ১৪: ১৯—২৩। পাদ্রীজি যীশুকে চর্ম্ম চক্ষে কখনও দেখিয়াছেন কি? বাইবেলে উপস্থিত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া তাহাদের ভাবি বংশধর বা তাহাদের অনুসরণ-কারিদিগকে যে বুঝাইয়া দিয়া থাকেন ইহা কি পাদ্রীজির জানা নাই? মার্ক ৯; ১ পদের অর্থ কি? এখানে স্পষ্টতঃ বলা হইতেছে যে, যাহারা এখানে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের মধ্যে কয়েক জন কোনও মতে মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না, যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্য পরাক্রমের সহিত আসিতে না দেখে। বলুন ত? কে তাহারের মধ্যে জীবিত আছে? দ্বিতীয় বিবরণ ১৮; ১৫ পদে যে "তোমার জন্য" কথাটি বলা হইয়াছে, তাহাতে কি মুসার বক্তৃতা কালীন উপস্থিত শ্রোতাগণকে বুঝায়? যদি তাহাই হয় তবে এরূপ ২১ জনের নাম বলুন, যাহারা মুসার সদৃশ ভাববাদীকে দেখিয়াছে। পবিত্র আত্মা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) খোদাতালার দ্বারায় প্রেরিত হইয়াছিলেন; যীশু স্বয়ং বলিয়াছেন "আর আমি পিতার নিকট নিবেদন করিব। এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন।" যোহন ১৪; ১৬। কিন্তু সেই পবিত্র আত্মা যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া

দিবেন। যোহন (১৪ ; ২৬) যীশু নিজেই বলিয়াছেন যে, আমি আমার পিতাতে আছি। এ কথায় স্পষ্টতঃ বুঝায় যে, তিনি বাস্তবিকই খোদার বিশেষ ভক্ত ও ভালবাসার পাত্র। তাঁহার সুপারিস খোদার নিকট গ্রহণীয় হইবেই হইবে। এরূপ ভরসাতেই তিনি বলিয়াছেন (আমি পাঠাইয়া দিব) ইহাতে যদি বাস্তবিকই ইহা বুঝায় যে, তিনি নিজ স্বতন্ত্র ক্ষমতায় পবিত্রা-আত্মাকে পাঠাইয়া দিবেন, তাহা হইলে যে, (আমার পিতা পাঠাইয়া দিবেন) বাক্যটী মিথ্যা হইয়া যায়। লেখক যদি যোহন ১৬ : ৭ পদে "পাঠাইব" কথায় কতক অর্থ না ধরিতে চাহেন, তবে বলুন যীশুর কোন্ কথাটা ঠিক। তিনি একবার বলেন 'আমার পিতা পাঠাইবেন' আবার বলেন 'আমি পাঠাইব'। রূপক অর্থ না ধরিয়া কিরূপে এ দুয়ের পার্থক্য দূর করা যাইবে, তাহাতো আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তবে যদি পাদ্রীগণ যীশু খোদাতে আছেন ভাবিয়া যীশু ও খোদাকে এক ভাবিতে চাহেন, তবে তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যকেও খোদা বলিতে বাধ্য। কেন না তাঁহারা যীশুতে আছেন ও যীশু তাঁহাদিগেতে আছেন (যোহন ১৪ ; ২০)।

যীশুর পবিত্রতা ও ভাববাদিতা সম্বন্ধে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যতদূর সাক্ষ্য দিয়াছেন ততদূর কেহ আর দেয় নাই। য়ীহুদিগণ যীশুকে "মসীহ" বলিয়া স্বীকার করে নাই, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সাক্ষ্য দিলেন যে বাস্তবিক যীশুই "মসীহ" ছিলেন। মদিনাস্থ য়ীহুদিগণ ভাবিয়াছিলেন যে, হজরত মোহাম্মদ দঃ) ও যীশুর মসীহত্ব অস্বীকার করিবেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া প্রকৃত সাক্ষ্য প্রদান করিলেন, তাহাতেই য়ীহুদিগণ হজরত

মোহাম্মদের ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। য়ীহুদিরা গর্ব্ব করিয়া বলিতেছে যে, যীশুকে ধরিয়া তাহারা মারিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু হজরত সাক্ষ্য দিলেন তাহা নয়, তিনি অক্ষত শরীরে স্বর্গে নীত হইয়াছেন। য়ীহুদিগণ যীশুকে জারজ বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকটে তাঁহার কুৎসা করিত, কিন্তু হজরত সাক্ষ্য দিলেন যে, যীশু পবিত্র ভাবে জাত এবং তাঁহার মাতা মরিয়ম তৎকালীন স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সতী সাধ্বী ও শ্রেষ্ঠা নারী ছিলেন। য়ীহুদিদিগের অনুকরণে পৌলিয়দের দুই জন অতি বিখ্যাত সেণ্ট এম্রোজ ও সেণ্ট অগষ্টিম্ বিবি মরিয়মকে অতি ঘৃণিত আখ্যায় অভিহিত করিতে ত্রুটী করেন নাই, দেখুন সেলস্ কোরাণ তৃতীয় অধ্যায় ৩৯ পৃষ্ঠার ফুট নোট। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিজ হাতে কিছুই বলেন নাই, বরং খোদাতালার নিকট হইতে যাহা প্রত্যাদেশ আসিয়াছে, তাহাই তিনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। (সুরা নজম) হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বহু ভবিষ্যৎবাণী বলিয়া গিয়াছেন, তাহার কতক তাঁহার জীবনে ও কতক তাঁহার অন্তর্ধানের পর ঘটিয়া গিয়াছে ও ভবিষ্যতে ঘটিবে। পিতৃ মাতৃহীন সম্বল বিহীন বালক হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছিলেন, "আরব দেশে মূর্ত্তি পূজার চিহ্নও থাকিবে না" ফলতঃ অচিরে তাহাই হইল। তিনি বলিয়াছিলেন "কনষ্টান্টিনোপল (রুম) মোসলমানদিগের হস্তগত হইবে। পাদ্রীজি বলুন তাহা কি হয় নাই ? তিনি বলিয়াছিলেন পারস্য রাজ্য মোসলমানেরা অধিকার করিবে। (সুরা করবেল-মালেকের হস্তে পারস্য-রাজ নওশেরোয়াঁর স্বর্ণ কঙ্কণ পরিহিত হইবে।) পাদ্রীজি ইতিহাস খুলিয়া দেখুন তাহাই হইয়াছিল। প্রেরিত

দিগের ক্রিয়া পুস্তকের ১ ; ১—৮ এবং ২ ; ১—১৩ পদে যে অগ্নি জিহ্বা বৎ কিম্ভূত কিমাকার অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা যীশু সম্বন্ধে কি কি সাক্ষ্য দিয়াছিল ও আগামী ঘটনা সম্বন্ধে কি কি ভবিষ্যৎবাণী বলিয়াছিল ? পাদ্রীজি অন্যান্য প্রচারক মহোদয়গণ কি তাহার ২।১টী ঘটনার উল্লেখ করিতে পারেন ? নূতন কি কি শিক্ষা দিয়াছিল ? আমরা যতদূর জ্ঞাত হইতে পরিয়াছি, তাহাতে জানিয়াছি যে, উক্ত কিম্ভূত কিমাকার অবতরণে প্রেরিতদিগের উপকার না হইয়া বরং অপকার হইয়াছিল। মাতালদিগের ন্যায় প্রলাপ ভিন্ন কিছুই শিক্ষা করিতে পারে নাই। যীশু থাকিতে যে পবিত্র আত্মাটী ফুৎকার করিয়া শিষ্য দিগের অন্তঃকরণে প্রবেশ করাইয়াছিলেন সেটি কি ? যে সুসমাচার চতুষ্টয় যীশুর স্বর্গারোহণের বহুকাল পরে লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে পবিত্র আত্মা যে অগ্নি জিহ্বাবৎ আসিয়াছিল তাহার উল্লেখ নাই কেন ? এত বড় একটী আবশ্যকীয় ঘটনার উল্লেখ না করিবার কারণ কি ? আশা করি পাদ্রীজি তাহার উত্তর দিবেন।

খৃষ্টানেরা বলিয়া থাকেন, পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হইয়া প্রেরিতেরা ইঞ্জিল লিখিয়াছিলেন, কিন্তু মার্ক ভ্রমে পড়িলেন কেন ? দেখ পাদ্রী বমওয়েল সাহেবের নূতন নিয়মের ১৭৩ পৃষ্ঠার ফুট নোট।

"১ম শমূ ২১ অধ্যায় অনুসারে সেই 'অবিয়াথর' নহেন, তাঁহার পিতা 'অহিমেলক' মহাযাজক ছিলেন, মার্ক ভ্রম বশতঃ অবিয়াথর লিখিয়াছেন।" পবিত্র আত্মা জগতে থাকিতে নূতন নিয়মের আংশিক লেখক সাধু পৌল ভ্রমে পড়িলেন কেন ?

দেখ পাদ্রী বমওয়েচের ইঞ্জিল হিব্রু ১২ ; ২১ পদ। রোম ৩ ; ১১—১৩ পদ।

পাদ্রীজি মহাম্মদীম ইত্যাদি আমার কোন কথা মানিতে চাহেন না, সমস্তই উড়াইয়া দিতে ইচ্ছুক ; কিন্তু মানিত পাদ্রী ওয়েঙ্গার সাহেব কৃত প্রকাশিত ৯ অধ্যায়ের টীকায় হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নাম দেখিয়া অবাক হইবেন বা মূর্চ্ছা যাইবেন। তথায় লেখা আছে যে ;—"প্রকাশিত ৯ ; ১ম পদে "পতিত এক তারাকে দেখিলাম," 'তারা' অনেকে বিবেচনা করেন সেই তারা মোহাম্মদ (দঃ)—ইত্যাদি হজরত মোহাম্মদ সংক্রান্ত বহু বিষয়, এমন কি হজরত আবুবকর সিদ্দিকের বক্তৃতা পর্য্যন্ত লেখা আছে। মৎপ্রণীত 'ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ)' সম্বন্ধে পাদ্রী ওয়েঙ্গার সাহেবের তফসীর (দেখুন) মূল্য দুই আনা।

৪। বাইবেলে লেখা আছে যে, "আমি তোমাদিগকে যাহা আজ্ঞা করি, সেই বাক্যে তোমরা আর কিছু যোগ করিবে না এবং তাহার কিছু হ্রাস করিবে না।" ২য় বিবরণ ৪ ; ২। প্রকাশিত ২২ ; ১৮ পদ। এই কথা খোদাতালা বলিয়াছেন বলিয়া, খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করেন, কিন্তু তাহারা খোদাতালার আদেশের অবাধ্য হইয়া বাইবেলে যোগ বিয়োগ করিয়াছেন, নূতন ও পুরাতন সংস্করণ তুলনা করিলে আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পাদ্রী বমওয়েচ্ সাহেবের অনুবাদিত মথির ইঞ্জিলের ২৩ ; ৩৫ পদ দেখ। তথায় লেখা আছে ;—"সাখারিয়া বীরাখিয়ার পুত্র ছিলেন না ; তিনি যোয়াদা (যিশিয়) মহা যাজকের পুত্র ছিলেন। দেখ ১ম বংশ ২৪ ; ২০—২২ পদ। কোন অজ্ঞান অনুলেখক শাখো-

রিয়া গ্রন্থের প্রথম ; ১ পদ দেখিয়া বা রাখিয়ার পুত্র নিবেশিত করিল। আবার লুকের ইঞ্জিলেও সর্ব্বাপেক্ষা প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ "সিনিয়াটিক্ নামা হস্তলিপিতেও ইহা নাই।" পরে বাইবেলের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে লেখা যাইতেছে, যাহা হউক যাহারা নিজের ধর্ম্ম শাস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, তাহারা যে আমার কথা কিম্বা আমার গ্রন্থাবলী বা বক্তৃতা কাট ছাঁট বা পরিবর্ত্তন করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? আমি বক্তৃতায় নিম্নলিখিত শ্লোক গুলি পাঠ করিয়াছিলাম।

"মাদৌবর্ত্তিতা দেবাঃ দকারান্তে প্রকৃতিতাঃ।
বিষ্ণুনাং ভক্ষয়েৎ সদা বেদ শাস্ত্র চ স্মৃতা॥
"সামবেদ"।

পাদ্রীজি প্রথম চরণের ম ও দ লইয়া 'মাধাদ' 'মাতৃচ্ছিদ' ও 'মুকন্দ' শব্দ ব্যবহার করিয়া সরলমনা মোসলমানদিগকে খুব ধোঁকা দিয়াছেন ; উক্ত শ্লোকের অর্থ এই :—যে "দেব 'ম' ও 'দকারের' মধ্যবর্ত্তী, সর্ব্বদা গোমাংস ভক্ষণ করেন, বেদ শাস্ত্রে ও স্মৃত অর্থাৎ প্রশংসার সহিত বর্ণিত আছেন।" বলি পাদ্রীজি ও রাখালজী আপনাদিগের 'মাধাদ' ও 'মাতৃচ্ছিদ্' ও 'মুকন্দ' কি সর্ব্বদা গোমাংস খাইতেন ? হিন্দু শাস্ত্র হইতে কি তাহা প্রমাণ করিতে পারেন ? সত্য করিয়া বলুন দোহাই যীশুর যদি না বলেন। আপনারা কুর্ম্ম পুরাণ প্রভৃতির কথা উদ্ধৃত করিতে পারিলেন, কিন্তু আমি যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদ হইতে যে সমস্ত শ্লোক পড়িয়াছিলাম তাহা বাদ দিলেন কেন ? প্রথমটী তো "মাধাদ" বলিয়া বুঝাইলেন, এই গুলি কি বলিয়া বুঝাইবেন বলুন ?—"রসুর মহামদরকং বরস্য অল্লো", অর্থাৎ 'রসুল'

মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার রচিত ('নিয়োজিত), "মহাম্মদরকং বরস্ত অংল্লৌ,' অর্থাৎ 'মোহাম্মদ আল্লার নিয়োজিত।' এই সমস্ত আসল কথা বাদ দিয়া ৬৬৬টীর পালা গাহিয়া শেষ করিয়াছেন। আমার বিদ্যার দৌড় নাই আপনাদিগের বিদ্যার স্রোত দেখান। উপরি উক্ত শ্লোকগুলির কি করিয়া ব্যাখ্যা করিবেন করুন। শব্দকল্প দ্রুম ও বিশ্বকোষ কি কথনও খুলিয়া দেখেন নাই?

৫। পাদ্রীজি ধোঁকা বিদ্যা বিশারদ, সুতরাং ধোঁকা দিতে বিশেষ পটু। তিনি আমার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে;—মুন্শীজি মণ্ডলীর ইতিহাস ভুল পড়িয়াছেন।" বলি পাদ্রীজি! মণ্ডলির ইতিহাস ভুল পড়িলাম তো কলিকাতা ও এলাহাবাদের সি, এম, এস ডিভিনিটী কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কেমন করিয়া মিশনারি হইয়াছিলাম? আপনি পাদ্রী জেমস্ জন কৃত খৃষ্ট কে? (What think ye of Christ by Revd James Vouchan Church Missionory Calcutta.) নামক পুস্তকখানি কি দেখেন নাই? তবে কেন সত্য গোপন করিতেছেন? "মণ্ডলীর ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, নিকিয়া সভার পূর্ব্বে খৃষ্টানেরা খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব বিশ্বাস করিতেন না।"

দেখ উক্ত পুস্তকের ১২৭ পৃষ্ঠা। "নিকির সভার পূর্ব্বে অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিতেন। ইবীয়নীয়, বসিযাইদীস, ভালেণ্টিনম্, থীয়দটস্ প্রভৃতি লোকেরা উক্ত সভার বহুকাল পূর্ব্বে খৃষ্টের ঐশিকতার বিরুদ্ধে শিক্ষা দিয়াছিলেন। দেখ ১২৮ পৃষ্ঠা।

যুষ্টিন মার্টর, ক্লেমেণ্ট, ওরিজিন প্রভৃতি কতকগুলি মণ্ডলিস্থ গ্রন্থকার খৃষ্টের বিষয়ে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে, তাঁহারাও সম্পূর্ণরূপে খৃষ্টের ঐশিকতা মানিতেন না। দেখ ১৩২ পৃষ্ঠা। মণ্ডলীর ইতিহাসের কথা যাউক, খৃষ্ট শাস্ত্রে তিনি নিজের বিষয় কি বলেন দেখুন। "সেই দিবসের কি দণ্ডের তত্ত্ব কেহ জানে না স্বর্গস্থ দূতগণও জানে না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।" মার্ক ১৩; ৩২ এই বাক্যটীর দ্বারা কি খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব না মনুষ্যত্ব প্রমাণিত হয়? যোহন ৬; ৩৮। কেন না আমার ইচ্ছা সাধনার্থে আমি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছি, তাহা নয়; কিন্তু আমার প্রেরণ কর্ত্তার ইচ্ছা সাধনার্থে।" যোহন ৫; ৩০। "আমি আপনা হইতে কিছু করিতে পারি না।" লূক ২২; ৪২। "পিতঃ আমা হইতে এই পান পাত্র দূর করিতে যেন তোমার অনুমতি হয়; কিন্তু আমার ইচ্ছা মত না হউক তোমার ইচ্ছা মত হউক।" যোহন ১৪; ১০ ও ২৮ পদ, "আমি পিতাতে আছি, ৩০ পদে খৃষ্ট বলেন "আমাপেক্ষা আমার পিতা মহান্।" পাদ্রীজি এই খৃষ্টোক্তির উত্তরে কি বলিতে চান বলুন।

বাইবেলের পরিবর্ত্তন।

(১) এখন যেমন বাইবেলের সমুদয় গ্রন্থাবলী একখণ্ড পুস্তকে পাওয়া যায় পূর্ব্বে তাহা পাওয়া যাইত না। উহার ভিন্ন ভিন্ন হস্তলিপি ছিল, এবং এখনও আছে। উহাদিগের নাম (১) সিনিয়টিক্, (২) ভ্যাটিক্যান, (৩) সিকন্দরীয়, (৪)

ইফ্রায়মী ইত্যাদি। বড়ই দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এক হস্তলিপির সহিত অন্য হস্তলিপির মিল নাই, দেখ পাদ্রী বল কৃত বাইবেল সহচর।

(২) মূল হিব্রু বাইবেলের সহিত বর্ত্তমান ইংরাজি, বাঙ্গালা উর্দ্দূ ইত্যাদির মিল নাই। ঐ সমস্ত বাইবেল একত্র করিয়া তুলনা কর।

পাদ্রী বল সাহেব তাঁহার বাইবেল সহচরের ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, হিব্রু বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ৩ ভাগে বিভক্ত। (১) পেণ্টাটিউক, (২) নিভাইম, (৩) কেতুভিম্, কিন্তু বর্ত্তমান প্রকাশিত হিব্রু বাইবেলে দেখা যায় ৪ ভাগে বিভক্ত। প্রচলিত বাঙ্গালা বা ইংরাজি বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ৩৯ খানি গ্রন্থ আছে, কিন্তু বল সাহেব বাইবেল সহচরে লিখিয়াছেন হিব্রু বাইবেলে ২৪ খানা গ্রন্থ আছে। (দেখ বাইবেল সহচর ২৪ পৃষ্ঠা।) আমরা কিন্তু হিব্রু বাইবেলে ৩৯ খানির স্থলে ৩৪ খানি দেখিতে পাই। যাহা হউক হিব্রু বাইবেল এই প্রকারে বিভক্ত ও সাজান রহিয়াছে। ১ম, "খমস্হ খোমসয় তোরাই" অর্থাৎ পেনটাটিউক (Pentateuchus) এই খণ্ডে আদি পুস্তক, যাত্রা, লেবীয়, গণনা, দ্বিতীয় বিবরণ। ২য়, নাবিইম্, রাসওয়াবম্; ইহাতে যেহসুয়া, বিচার কর্ত্তৃগণ, শমুয়েল বংশাবলী। ৩য়। "নবিইম অখর ওবয়ম্"; হাতে যিশাইয়া, যিরিমিয়া, যিহিস্কেল, হোসেয়, আমোস, ওবেদিয়া, জোনা, মিথা, নহুম্. হবকুক, সফনীয়, হগয়, মালাখী, ৪র্থ। "কেতুয়া বইম," ইহাতে গীত সংহিতা, হিতোপদেশ, আইয়ুব, পরম গীত, রুথ, বিলাপ, উপদেশক, এস্তের, দানিয়েল, এজরা, নহিমিয়া, সমরীয়।

(৩) রোমান ক্যাথলিকদিগের বাইবেলের সহিত প্রোটে-ষ্ট্যাণ্টদিগের বাইবেলের মিল নাই। রোমান ক্যাথলিক বাই-বেলে মাকাবিয় প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক, বারুখ পুস্তক, ধর্ম্ম উপদেশক, জ্ঞান পুস্তক, তুবিয়া পুস্তক, যুদিত পুস্তক এই সাত খানি পুস্তক আছে, প্রোটেষ্টাণ্ট বাইবেলে নাই। দানিয়েল পুস্তকে প্রট্যাস্ট্যাণ্ট দিগের ১২ অধ্যায়ের পরের অধ্যায়গুলি নাই। এস্তের পুস্তকে কেবল ১০ অধ্যায় আছে, পরের অধ্যায়-গুলি নাই। (দেখ ১৯০৬ সালের অরফ্যান প্রেসের মুদ্রিত রোমান ক্যাথলিক বাঙ্গালা বাইবেল।)

(৪) পাদ্রী বমওয়েচ সাহেবের অনুবাদিত ইঞ্জিলের সহিত প্রচলিত ইঞ্জিলের মিল নাই। তিনি নিম্নলিখিত পদগুলি বিয়োগ করিয়াছেন এবং ফুট নোটে বলিয়াছেন, কোন অজ্ঞান অনু-লেখক নিম্নলিখিত পদগুলি বাইবেলে যোগ করিয়াছে। মথি ৬ অধ্যায় ১৩। "যেহেতু রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার।" মথি ১৭ ; ২১ পদ। "এই প্রকার জাতি প্রার্থনা ও উপবাস ভিন্ন বহিষ্কৃত হইবার নহে।" মথি ১৮ ; ২১ পদ। "যাহা পতিত, তাহার অন্বেষণ করিতে মনুষ্য পুত্র আসিয়াছেন। মথি ১৯ ; ১০ পদ।" যে কেহ সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, তাহারও ব্যভিচার করা হয়। মথি ২০ ; ১৬ পদ। "কারণ অনেকে নিমন্ত্রিত বটে অল্পই কিন্তু মনোনীত।" মথি ২৩ ; ১৩ পদ, মার্ক ৯ ; ৪৪ ও ৪৬ পদ, মার্ক ১১ ; ২৬ পদ, মার্ক ১৫ ; ২৮ পদ, মার্ক ১৬ অধ্যায় ৯ ; ২০, লুক ১৭ ; ৩৬। লুক ২৩ ; ১৭, যোহন ৩ ; ১৩, যোহন ৫ ; ৪ ইত্যাদি আরও বহুসংখ্যক পদ বিয়োগ করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি প্রত্যেক পরিত্যক্ত পদের

নীচে লিখিয়াছেন, কোন প্রাচীন হস্তলিপিতে নাই। দেখ বমওয়েচ বাইবেল।

(৫) অথারাইজড্ ভারসন (Authoriazed version) অর্থাৎ প্রামাণ্য সংস্করণের সহিত রিভাইজড্ ভারসনের (Revised version) অর্থাৎ সংশোধিত সংস্করণের মিল নাই। (দেখ বাইবেল সহচর ১৩ পৃষ্ঠা) এবং প্রামাণ্য সংস্করণ ও সংশোধিত সংস্করণ তুলনা কর। নিম্নলিখিত পদগুলি সংশোধিত সংস্করণে বাদ পড়িয়াছে :—মথি ৬ অধ্যায় ১৩, মথি ১৭ ; ২১, মথি ১৮ ; ১১। মথি ২০ ; ১৬ ইত্যাদি বহুসংখ্যক পদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। উভয় বাইবেল তুলনা কর।

(৬) বাইবেলে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির নাম পাওয়া যায়, কিন্তু কেতাব পাওয়া যায় না। পরমেশ্বরের যুদ্ধ পুস্তক (গণনা ২১ ; ১৪ পদ, যাসন নবীর কেতাব ১০ ; ১৩। দাউদের ধনু গীত ২য় শমু'য়ল ১ ; ১৭—১৮। যেহুর পুস্তক ২য় বংশাবলী ২০ ; ৩৪। সমরীয় নবীর কেতাব, ২য় বংশাবলী ১২—১৫। নাথন নবীর কেতাব ২য় বংশাবলী ৯ ; ১৯। শীলোনীয় ওহিও নবীর কেতাব ২য় বংশাবলী ৯ ; ২৯।

(৭) বাইবেল যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা মুসার গ্রন্থাবলী পাঠ করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। দ্বিতীয় বিবরণের প্রথমেই লেখা আছে, মোসি লিখিত পঞ্চম পুস্তক ঐ পুস্তকের ৩৪ ; ৫—৮ পদে লেখা আছে, "অনন্তর সদা প্রভুর দাস মোসি সদা প্রভুর বাক্যানুসারে সেই স্থানে মোয়াব দেশে মরিল এবং তিনি মোয়াব দেশে বৈৎপিওরের সম্মুখস্থ উপত্যকাতে তাহাকে কবর দিলেন ; অতএব তাহার কবর স্থান অদ্যাপিও কেহ জানে

না। মরণ কালে মসি এক শত বিংশতি বৎসর বয়স্ক ছিল। তথাপি তাহার চক্ষু ক্ষীণ হয় নাই ও তেজের হ্রাস হয় নাই। পরে ইস্রায়েলের সন্তানগণ মসির নিমিত্তে মোয়াবের জঙ্গলি ভূমিতে ত্রিশ দিবস রোদন করিল; ইহাতে মসির শোকে তাহা-দের রোদনের দিবস সম্পূর্ণ হইল।"

বলি পাদ্রীজি! একথা কি মসির লিখিত? কখনই নহে। মানুষ মৃত্যুর তারিখ এবং কবর স্থান ও রোদনের দিন কখনই লিখিতে পারে না। অতএব ইহা যে অপরে যোগ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৮) যীশুকে শত্রু হস্তগত কারী যীহুদা প্রদত্ত সেই উৎ-কোচের ত্রিশ মুদ্রা দ্বারা যাজকেরা কুম্ভকারের ক্ষেত্র ক্রয় করাতে মথি স্বীয় ইঞ্জিলের ৯ হইতে ১০ পদে লেখেন যে, "এমত হওয়াতে যিরমিয় নবীর দ্বারা কথিত ঐ বাক্য সফল হইল।"

আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, উদ্ধৃত পদটী যিরমিয় পুস্তকের কোন্ স্থানে আছে? আমরা উক্ত পুস্তকে দেখিতে পাইলাম না। তবে ঐ মত একটী কথা শখরিয় ১১; ১২—১৩ পদে দেখিলাম। তাহাও মথির উদ্ধৃত। ২৭, ১০ পদটীর সহিত আদৌ মিল নাই। যিরমিয়ার ১০১ বৎসর পরে শখরিয় পুস্তক লেখা হয়। মথির সাক্ষ্য সত্য হইলে উক্ত পদটী নিশ্চয় যিরমিয় পুস্তক হইতে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে; আর তাহা না হইলে মথির সাক্ষ্য মিথ্যা কি না?

(৯) মথি ১; ১২ পদে লেখে যীশুর পূর্ব্ব পুরুষ সিরুল বাবিল, সল্টিয়েলের পুত্র। আবার প্রথম বংশাবলী ৩; ১৭—৯ পদে আছে, উক্ত সিরুল বাবিল সল্টিয়েলের ভ্রাতা পিদয়ের পুত্র।

উভয় পুস্তক কি প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ ? দুইটাই ঠিক হইতে পারে না, কোন্‌টা ঠিক, কৃপা করিয়া বলুন।

(১০) লুক ৩ ; ৩৬ পদে আছে যীশুর পূর্ব্ব পুরুষ সেলহ্, কেননের পুত্র ; অফক শদের পৌত্র আবার আদি পুস্তক ১০ ; ২৪ পদে আছে সেলহ্ অর্ফক শদের পুত্র। উভয়ই কি সত্য ?

(১১) লূক ৩ ; ২৩ পদ পাঠ করিলে জানা যায় যে, যীশুর পিতামহের নাম এলি, আবার মথি ১ ; ৩৬ পদে লেখে যীশুর পিতামহের নাম যাকব।

(১২) মার্ক ১৩ ; ৫—৬ পদে আছে "নারীগণ যীশুর কবর দেখিতে গিয়া একজন দূতের সাক্ষাৎ পায়।" লূক ২৪ ; ৪ পদে বলে "নারীগণ যীশুর কবর দেখিতে গিয়া দুই জন দূতের দেখা পায়।" ঐ উভয় পুস্তক কি পবিত্রাত্মা যোগে লিখিত ?

(১৩) গালাতিয় ১ ; ৬ হইতে ৯ পদ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, পৌল প্রেরিতের সময় অনেক প্রকার মিথ্যা ইঞ্জিল প্রকাশ হইয়াছিল, তাই পৌল বলেন "সেই অন্যান্য ইঞ্জিল সত্য নয়, কিন্তু তোমাদের নিকটে আমরা যে ইঞ্জিল প্রচার করিয়াছি, তদ্ভিন্ন অন্য কোন ইঞ্জিল যে কেহ প্রচার করে সে শাপগ্রস্থ।" এস্থলে প্রমাণিত হইল যে, পৌলের পূর্ব্ব প্রকাশিত সেই একখানি ইঞ্জিল ব্যতীত আর সমস্ত ইঞ্জিল জাল বা নকল। বর্ত্তমান চারিখানি ইঞ্জিল যে আসল ও পৌলের লিখিত ও প্রচারিত তাহার প্রমাণ কি ? পৌল ২ কর ২ ; ১৭ পদে বলেন "অনেকের ন্যায় আমরাও ঈশ্বরের বাক্যে (বাইবেল) ভাঁজ দিই তাহা নহে।" ইহার উত্তরে পাদ্রীজি কি বলিতে চান ?

(১৪) যিরিমিয়ার পুস্তক যিহোয়াকিম রাজা কর্ত্তৃক

ভস্মীভুত হইলে, তাহা পুনরায় বারক কর্ত্তৃক লিখন কালে উহাতে আরও অনেক কথা যোগ করা হইয়াছিল, দেখ যিরিমিয়া ৩৬ ; ৩২ পদ বাইবেলের তহরিক সম্বন্ধে পবিত্র কোরাণ শরীফের সুরা বকরেও লিখিত আছে "হে ইস্রায়েলের বংশ সত্যকে মিথ্যা করিও না। আর তোমরা যেমন জান তাহার বিপরীতে সত্য গোপন করিও না। ঐ সুরার অন্যত্র লেখা আছে "তোমরা কি এরূপ চাহিতেছ যে, ঐ লোক অর্থাৎ য়ীহুদিরা তোমাদের সহিত একমত হইবে। তাহাদের এক সম্প্রদায় ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া পরে তাহার পরিবর্ত্তন করিয়াছে। তাহারা উহা বুঝিয়াও; জানিবার পরে এরূপ করিয়াছে।"

বাইবেল পরিবর্ত্তনের উপরি উক্ত এতগুলি অকাট্য প্রমাণ থাকিতেও পাদ্রী টেকেল সাহেব, পাদ্রী ফাণ্ডার সাহেব মিজানুল হকে পাদ্রী যাকুব কান্তিনাথ বিশ্বাস ইস্‌লাম দর্শনে ও পাদ্রী রাউস সাহেব ইঞ্জিল কেতাব নামক পুস্তকে স্পর্দ্ধা সহকারে কেমন করিয়া লিখিলেন যে বাইবেল পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইহাকেই বলে খৃষ্টানী ধোঁকা।

পাদ্রী সাহেব সার সৈয়দ আহ্‌মদ, ইমাম ফকরুদ্দীন কিম্বা বুখারি শরীফ হইতে প্রমাণ করিতে চান যে বাইবেল পরিবর্ত্তন হয় নাই ; কিন্তু পাদ্রী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহারা কি এই সমস্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন না পড়িয়াছিলেন ? বলি পাদ্রী সাহেব ! আপনিই লিখিতেছেন "কেবল মাত্র" খোদার কালামের ভুল মানে করিয়া নষ্ট করিতে পারিতেন।" ইমাম মোহাম্মদ ইসমাইল বোখারির এই কথাই কি বাইবেলের অসত্য প্রমাণ হয় না পরিবর্ত্তন প্রমাণ হয় ?

বাইবেল পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কথা বলিলেই পাদ্রী সাহেবেরা বলিয়া থাকেন যে, আসল একটী দেখাও। বলি পাদ্রী সাহেব আসলটী তো আপনারা নষ্ট করিলেন, আমার যদি একখানা মানে হারাইয়া বা পুড়িয়া যায় তাহার পরিবর্ত্তে যদি আর এক-খানি ক্রয় করি তাহা হইলে কি আমি সেই নূতন খানাকেই পুরাতন খানা বলিব? ইহা কদাচই হইতে পারে না। এই প্রকার ধোঁকা পূর্ণ প্রশ্ন করা বিবেচকের কার্য্য নহে।

আমি বার্ণবার ইঞ্জিলকে আসল ইঞ্জিল বলি না এই কথা পাদ্রীজী কোথায় পাইলেন? তবে কথা এই, বার্ণবার ইঞ্জিলে আমাদের হজরতের আগমন সংক্রান্ত অনেক ভবিষ্যৎবাণী আছে। আমার কাছে কেবল উহার উর্দ্দু অনুবাদ নাই। ল্যাটীন বা ইটা-লিয়ান, ইংরেজি ও আরবি অনুবাদ আছে। বার্ণবার ইঞ্জিল সংক্রান্ত কথা পাদ্রীজি যাহা তাঁহার কেতাবে লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর এক্ষণে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন; কারণ এ সম্বন্ধে যিনি জানিতে চান তিনি আমার কৃত "হজরত বার্ণবার ইঞ্জিলে পেশ খবরী নামক পুস্তক পড়ুন।

কোরাণের অভ্রান্ততা।

৭। পাদ্রীজি কোরাণের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে একটী লম্বা চওড়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; বাইবেলে যীশু বলিয়াছেন যে মানুষ নিজের চখের কড়িকাঠ না দেখিয়া পরের চোখের বালুকণা দেখিতে যায়। কথায় বলে, 'হাতে দৈ মুখে দৈ তবু বলে কৈ? কৈ?' বাইবেলের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে শত সহস্র প্রমাণ থাকিতেও পাদ্রীজি তাহার উত্তর না দিয়া একটী পুরাতন কথার প্রস্তাবন করিয়াছেন। কোরাণ শরীফের পরিবর্ত্তন পাদ্রীজির একটী

পুরাতন ধূয়া মাত্র। উহার মূলে কোন সত্য নাই। পাদ্রী ফাণ্ডার সাহেব 'মিজানুল হকে' এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, মওলানা রহমতুল্লা মরহুম সাহেব "রদ্দে মিজানুল মিজান", "এজাযে ইসুবি" ও "এজহারুল হকে" উত্তর দিয়াছেন। পাণিপথ নিবাসী অমৃতসরে প্রসিদ্ধ পাদ্রী ইমাতুদ্দীন লাহিজ ডি, ডি সাহেব "হেদায়েতুল মোস্‌লেমীনে" এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কানপুরের মৌলবী মোহাম্মদ আলি "মিরাতোল একিন" নামক পুস্তকে উহার অকাট্য প্রমাণ দিয়াছেন। পাদ্রীজি উহা কি দেখেন নাই? যদি না দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে উক্ত গ্রন্থাবলী দেখিতে অনুরোধ করি। পাদ্রীজি নিশ্চয় দেখিয়াছেন, তবে পুনরায় এ প্রশ্ন কেন? যাহা হউক ইহার সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া হইতেছে।

পবিত্র কোরাণ শরীফের অপর নাম কালামউল্লা অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী। যখন যে আদেশ আবশ্যক হইত, খোদাতালা হজরত জিব্রিল ফেরেশ্‌তা দ্বারা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নিকটে প্রকাশ করিতেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) উক্ত প্রত্যাদেশ বা এলহাম্ (আ'য়েতে কোরাণ) নিজে কণ্ঠস্থ করিতেন এবং হাফেজদিগের দ্বারা কণ্ঠস্থ রাখিতেন। হাফেজেরা তাঁহার নিকট আসিতে বিলম্ব হইলে খুর্ম্মা পত্রে এবং উষ্ট্র চর্ম্মে ও অস্থিতে লিখাইয়া রাখিতেন। যাহাতে কোরাণ শরীফের পরিবর্ত্তন হইতে না পারে, তজ্জন্য হজরত এই সমস্ত করিতেন। বিশেষতঃ খোদাতালা কোরাণ শরীফে নিজেই বলিতেছেন, "আমি কোরাণ অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই উহার রক্ষক।" (সুরা হেজর ৯ আয়েত) স্বয়ং খোদাতালা যাহার রক্ষক—মানুষ কি তাহা

নষ্ট করিতে পারে? খোদাতালা পুনর্ব্বায় সুরা আনকবুতে বলিতেছেন, "অবশ্য উক্ত কোরাণ, বিজ্ঞ লোকদের (হাফেজদিগের) হৃদয়ে (রক্ষিত থাকিবে)" যদিও হজরত মোহাম্মদ (দঃ) "উম্মি" অর্থাৎ নিরক্ষর ছিলেন, তথাপি তিনি ঐশিক বা পারমার্থিক শিক্ষায় পূর্ণ ছিলেন, হজরতের প্রতি কোরাণের আয়েত অবতীর্ণ হইলে জিব্রিল ফেরেশ্‌তা বলিলেন, "হে মোহাম্মদ! (দঃ) পাঠ করুন।" তিনি কহিলেন, "আমি নিরক্ষর, পাঠ করিতে জানি না," তখন ঈশ্বরের দূত জিব্রাইল হস্ত বিস্তার করিয়া হজরতকে আলিঙ্গন করাতে, খোদাতালা তাঁহার অন্তরাত্মাকে পারমার্থিক বিদ্যায় বিভূষিত করিলেন। তদবধি হজরত খোদাতালার প্রদত্ত আয়েত সমূহ বিশুদ্ধ রূপে উচ্চারণ ও কণ্ঠস্থ করিয়া জগৎ বাসীকে শিক্ষাদানে পূর্ণ শক্তিমান হইলেন।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে মেশকাতের ভূমিকায় বাবু গিরীশ চন্দ্র সেন লিখিয়াছেন যে,—"মহাপুরুষ (হজরত) মোহাম্মদ (দঃ) লেখা পড়া জানিতেন না, প্রথম জীবন পশু চারণে যাপন করিয়াছিলেন, জীবনের শেষ বিংশতি বৎসর যে সেই সামান্যাবস্থাপন্ন লোকের কি অলৌকিক তেজ, ধর্ম্মবল ও প্রভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা দেখিয়া শুনিয়া জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছে। ইহাকেই বলে নবজীবনে দেবাবির্ভাব ও দৈব শক্তির অভ্যুদয়। ত্রয়োদশ শত বৎসর পূর্ব্বে ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন আরব দেশে তিনি মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দীপ্তি পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস, ধৈর্য্য, ঈশ্বর নিষ্ঠা ও নির্ভর এবং প্রবল বাধা বিঘ্নের মধ্যে ঈশ্বরাজ্ঞা পালনে অতুল সাহস ও উৎসাহ, নিয়ম বিধির দৃঢ়তা ও মণ্ডলির একতা সাধন সকলই অলৌকিক ও অদ্ভুত ছিল। তিনি ধর্ম্ম

মন্দিরে পরমাচার্য্য ও উপদেষ্টা, সাধন কুটীরে মহাসাধক, কর্ম্মক্ষেত্রে মহোদ্যমী কর্ম্মী, বিচারালয়ে সুদক্ষ বিচারক, রণক্ষেত্রে সুনিপুণ সাহসী সেনাপতি, গৃহকর্ম্মে অভিজ্ঞ গৃহী, বৈষয়িক ব্যবস্থা দানে সূক্ষ্মদর্শী ব্যবহারজীব ছিলেন।”

কোরাণ শরীফ কেমন করিয়া পরিবর্ত্তন হইবে? স্বয়ং খোদাতালা যাহার রক্ষক, এবং তিনি যাহা হাফেজদিগের হৃদয়ে রক্ষিত, হজরত স্বয়ং মুখস্থকারী, স্বীয় ভক্ত মণ্ডলিও যাহা কণ্ঠস্থ রাখিয়াছেন, তাহার পরিবর্ত্তন কি সম্ভবপর হয়? কখনই নয়। হজরতের সময়ে কোরাণ সংগৃহীত না হইলেও তাঁহার ওফাতের এক বৎসর মধ্যে হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) খেলাফতের সময়ে উহা সংগৃহীত হয়। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সময়ে সম্পূর্ণ কোরাণ শরীফ সংগৃহীত হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার ওফাতের পরই হজরত আবুবকর (রাঃ৷ শত সহস্র হাফেজকে আহ্বান করিলেন; তাঁহারা মুখস্থ পড়িতে লাগিলেন এবং তিনি নবী করিমের (দঃ) লিখিত কোরাণকে মিলাইতে লাগিলেন, এইরূপে সমগ্র কোরাণ একত্র লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। হজরত নবী করিমের জীবদ্দশায় এত বহু পরিমাণ লোক কোরাণ শরীফের হাফেজ হইয়াছিলেন যে, যদিও তিনি কোরাণ শরীফ লিখিয়া না যাইতেন, তথাচ উহার কম বেশী হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই বর্ত্তমান কোরাণ শরীফ হজরত নবী করিমের (দঃ) সময়ে লিখিত কোরাণের অবিকল অনুলিপি খণ্ড প্রথমে হজরত আবুবকরের নিকট, তৎপরে হজরত উমরের নিকট, অবশেষে হজরতের সহধর্ম্মিণী হজরত বিবি হাফি-জার (রাঃ) নিকট ছিল। হজরত উস্‌মান বহুদেশ ইস্‌লাম রাজ্যে পরিণত দেখিয়া ঐ অনুলিপি খণ্ড হজরত হাফিজার (রাঃ)

নিকট হইতে আনয়ন করিয়া বহু হাফেজের সাক্ষাতে ঐ কোরাণ শরীফের সাত খণ্ড নকল করাইয়া, সুরিয়া, মিসর ও ইরাক ইত্যাদি অঞ্চলে পাঠাইলেন। আর মূল অনুলিপি খণ্ড হজরত হাফিজার নিকট পাঠাইলেন। তৎপর সাহাবাদের কণ্ঠ হইতে তৎপরবর্ত্তী তাবিয়ী সহস্র লোক কোরাণ শরীফ কণ্ঠস্থ করিয়া হাফেজ হইলেন। তাবিয়ীদের কণ্ঠ হইতে তৎপরবর্ত্তী "তাবা তাবিয়ী" সহস্রাধিক লোক উহা কণ্ঠস্থ করিয়া লইলেন। এই রূপে অসংখ্য লোক পুরুষ পরম্পরায় অদ্যাবধি কণ্ঠাগত বিদ্যা হইতে উহা কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়াছেন; অতএব হজরত নবি করিম (দঃ) জিব্রাইল কর্ত্তৃক যে কোরাণ কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালীন লক্ষ লক্ষ হাফেজের কণ্ঠে অবিকল সেই কোরাণই আছে। যদি আরব, পারস্য, রুম, শাম, বোখারা, মগরেব, ব্রহ্ম ও ভারতবর্ষের শত সহস্র হাফেজ সমবেত হইয়া কোরাণ শরীফ পাঠ করেন, তাহা হইলেও উহাতে এক বিন্দুও কম বেশী লক্ষিত হইবে না। পাদ্রীজির অবিশ্বাস হইলে, বিবি হাফিজার নিকটে যে কোরাণের অনুলিপি ছিল, উহা এখনও তুরস্কের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপলে বর্ত্তমান আছে, মিলাইয়া দেখিতে পারেন। কোরাণ শরীফ ব্যতীত জগতে কোন ধর্ম্ম গ্রন্থের হাফেজ নাই, তজ্জন্য প্রত্যেক জাতি স্ব স্ব ধর্ম্ম গ্রন্থের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। কেবল একমাত্র কোরাণ অলৌকিক ঘটনা স্বরূপ কেয়ামত পর্য্যন্ত হ্রাস বৃদ্ধি হইতে রক্ষিত থাকিবে।

যাহা হউক পাদ্রীজী লিখিয়াছেন যে, "হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রতি যে কোরাণ নাজেল হইয়াছিল, তাহা প্রচলিত কোরাণ অপেক্ষা বৃহৎ ছিল,' ইহা মুখে বলিলে চলিবে না, দেখা-

ইতে হইবে। পাদ্রী সাহেব কি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন? না শুনিয়াছেন? না আন্দাজে ফোড় মারিয়াছেন? যে পর্য্যন্ত তিনি উহা দেখাইতে না পারিবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার কথায় আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। তবে কথা এই, কোরাণ শরিফের সুরা নহলে বর্ণিত আছে যে,—"কোরাণ শরীফে প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ আছে।" আল্লামা বাইজবি এই আয়েতের টীকায় লিখিয়াছেন, শরিয়তের প্রত্যেক মসলার ব্যবস্থা কোরাণে আছে; কিন্তু কতক ব্যবস্থা স্পষ্ট ভাবে, আর কতক ব্যবস্থা অস্পষ্ট ভাবে আছে। অস্পষ্ট ব্যবস্থার কতক অংশ হজরত নবী করিম (দঃ) প্রকাশ করিয়াছেন, উহাকে হাদিস বলে। আর কতক অংশ এমামগণ (পণ্ডিত মণ্ডলী) প্রকাশ করিয়াছেন, উহাকে কেয়াস বলে। তাহা হইলে হজরত নবি করিমের হাদিসকে খোদার হুকুম বা কোরাণের অস্পষ্টাংশ বুঝিতে হইবে।"

হজরত নবী করিম (দঃ) অনেক সময় কোরাণ পাঠ করিয়া উহার ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতেন, সাহাবাগণ উহাকে কখনও সুন্নত এবং কখনও কোরাণ বলিয়া প্রকাশ করিতেন। অর্থাৎ উহা কোরাণের অস্পষ্টাংশ।

সহি মোসলেমে বর্ণিত আছে যে, হজরত এবনে মসউদ সাহাবা একটী হাদিস উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, কোরাণে খোদাতালা বলিতেছেন, যে ব্যক্তি হজরত মোহাম্মদের (দঃ) হুকুম মান্য করিবে, সে খোদার হুকুম মান্য করিবে। তাহা হইলে নবীর হুকুমকে কোরাণ বুঝিতে হইবে। পাঠক, উপরি উক্ত কথাগুলি স্মরণ রাখিলে পাদ্রী সাহেবের অযথা দোষারোপের অবস্থা বুঝিতে আর আপনাদের সন্দেহ থাকিবে না।

পাদ্রী সাহেব লিখিয়াছেন, সুরা আহজাব সুরা বকরের ন্যায় বড় ছিল এবং উহাতে প্রস্তরাঘাতে দণ্ড বিধানের একটী আয়েত ছিল, যাহার অর্থ এই যে, "বিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রী জেনা (ব্যভিচার) করিলে প্রস্তরাঘাত দ্বারা উহাদের প্রাণ বধ করা হইবে।" বর্ত্তমানে কোরাণে উক্ত সুরার পরিমাণ অতি ছোট আর প্রস্তরাঘাতে দণ্ড বিধানের আয়েত উক্ত সুরায় নাই। এইরূপ সুরা বারাতের প্রথমে বিস্‌মিল্লা ছিল এবং ঐ সুরাটী সুরা বকরের ন্যায় বড় ছিল। আরও "লামইয়াকুন" নামক সুরায় ৭০ সত্তর জন কোরেশী লোকের নাম ও তাঁহাদের পিতৃগণের নাম ছিল। কিন্তু প্রচলিত কোরাণে সুরা বরাতের পরিমাণ অতি ছোট এবং শেষোক্ত সুরায় কোরেশদিগের নাম নাই। পাঠক! হজরত নবি করিম (দঃ) সুরা আহজাবে বরাত ও লামইয়াকুনকে যে ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, হজরত আবুবকর ও হজরত ওসমান তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তবে হজরত নবী করিম (দঃ) সুরা আহজাবে বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং উহার মধ্যে প্রস্তরাঘাতে দণ্ডবিধানেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইরূপ সুরা বরাত মোনাফেকদিগের জন্য নাজেল হইয়াছিল। নবী করিম ইহার নাজেল হইবার পর টীকা স্বরূপ অনেক কথা এবং উহাতে বিস্‌মিল্লা না লিখিবার কারণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আরও সুরা লামইয়াকুন কোরেশ কাফেরদের জন্য নাজেল হইয়াছিল। হজরত নবি করিম (দঃ) ব্যাখ্যা স্বরূপ কতকগুলি কোরেশ লোকের নাম লইয়াছিলেন।

এ ক্ষেত্রে কতক সাহাবা উক্ত ব্যাখ্যা (তফসীর) কে কোরাণ ও মনসুখ আয়েত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু

উহা প্রকৃত কোরাণ নহে। যদি উক্ত ব্যাখ্যাকৃত কথাগুলি কোরান হইত, তবে হজরত নবি করিম (দঃ) লেখকগণ দ্বারা উহাও কোরাণে সন্নিবেশিত করিতেন।

এক্ষণে পাদ্রীজি যে প্রস্তরাঘাতের দণ্ড বিধানের আয়েৎ লইয়া চীৎকার করিয়াছেন সেই আয়েত লইয়া বিচার করা হউক। সহি বোখারিতে আছে;—হজরত আলি সুরাহা নাম্নী একটী স্ত্রীলোককে বৃহস্পতিবারে দুররা মারিয়াছিলেন, এবং শুক্রবারে পাথর মারিয়াছিলেন, তখন লোকে তাঁহাকে দুই প্রকার শাস্তি দিবার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, কোরাণের ব্যবস্থা অনুযায়ী দোর্‌রা মারিয়াছি, হজরতের আদেশ অনুসারে পাথর মারিয়াছি। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, পাথর মারার হুকুম খোদার নহে। সহি মোস্‌লেমে আছে,— "হজরত সাহাবাগণকে বলিয়াছিলেন, তোমরা আমার হুকুম শ্রবণ কর। ইহা বলিয়া পাথর মারিবার হুকুম প্রকাশ করিলেন।" ইহাতে জ্বলন্ত ভাবে প্রকাশ হইতেছে যে, পাথর মারিবার হুকুম খোদার নহে। ইমাম হাকেম 'মোস্তাদরেক' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন;—"কোরাণ লেখক জয়েদ হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পাথর মারিবার ব্যবস্থাটী কোরাণে লিখিব কি না? তাহাতে হজরত বলিয়াছিলেন, পাথর মারিবার ব্যবস্থা কোরাণে লিখিও না।" এমাম নেসায়ী সহি গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত ওমর, হজরত নবি করিম (দঃ) কে পাথর মারিবার ব্যবস্থাটী লিখিবার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, পাথর মারিবার ব্যবস্থাটী কোরাণে লিখিও না।

ইহাতে আরও স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রস্তরাঘাতে

দণ্ড বিধানের ব্যবস্থাটী কোরাণ নহে, আর যদি উহা কোরাণ হইত, তবে হজরত লিখিতে নিষেধ করিতেন না। পাদ্রীজি যদি এই অকাট্য সত্য মত সমর্থন করিতে না চাহেন, তবে তাহার বাইবেলের যোহন ২১ ; ২৫ পদ দেখুন। তথায় লেখা আছে, যীশু আরও অনেক অনেক কর্ম্ম করিয়াছেন, সে সকল যদি এক এক করিয়া লেখা যায়, তবে এত গ্রন্থ হইয়া উঠে বোধ হয় জগতেও তাহা ধরে না।"

পাদ্রী ডংক্যান সাহেব "আমরা কিরূপে বাইবেল পাইয়াছি ?" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন ;—"খৃষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দিতে প্রভু যীশুর এমন অনেক কথা ও কার্য্যের বিবরণ প্রচলিত ছিল—যাহা সুসমাচারে লিখিত নাই বলিয়া লোকে ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া গিয়াছে।" ইহাতে সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইতেছে যে, ইঞ্জিলের সম্পূর্ণ অংশ লিখিত হয় নাই। তাহা হইলে আসল ইঞ্জিল প্রচলিত ইঞ্জিল অপেক্ষা বড় ছিল।

পাদ্রীজি আরও লিখিয়াছেন ;—"হজরত দশ জন সাহাবার স্বর্গ প্রাপ্তির সংবাদ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আবদুল্লা বেনে মছউদ এক জন। আরও হজরত আবদুল্লা বেনে মস্‌উদ সালেম ও বাইবেনেকার, এবং মাজের নিকট কোরাণ শিক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। সেই আবদুল্লা বেনে মস্‌উদ সুরা ফাতেহা, নাস ও সুরা ফালাককে কোরাণ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। পাঠক ! হজরত যে দশ সাহাবার সুসংবাদ দিয়াছেন, তাঁহাদের নয় জন উক্ত তিনটী সুরাকে কোরাণ বলিতেন। আরও হজরত নবি করিম (দঃ) যে চারি জনের নিকট কোরাণ শিক্ষা করিতে বলিয়াছেন, তাঁহাদের তিন জন উক্ত তিনটী সুরাকে কোরাণ

বলিতেন। আর স্বয়ং হজরত মোহাম্মদ (দঃ), লেখকগণ দ্বারা উক্ত তিনটী সুরা কোরাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; আর হজরত নামাজে উক্ত সুরা তিনটি কোরাণ বলিয়া পড়িতেন। আর সহস্রাধিক সাহাবা উক্ত তিনটী সুরাকে কোরাণ বলিতেন। নিজ নিজ লিখিত কোরাণে সন্নিবেশিত করিতেন, এবং নামাজে উহা কোরাণ বলিয়া পড়িতেন। আরও মসউদ সাহাবা প্রথমত ভ্রম বশতঃ উহার কোরাণ বলিয়া স্বীকার করিতেন না, কিন্তু আপন ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া এই মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই হেতু তিনিও উহা নামাজে পাঠ করিতেন। অতএব উক্ত তিনটী সুরার কোরাণের অংশ হওয়া সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। যদি ঐ সুরা কয়েকটী কোরাণ না হইত, তাহা হইলে হজরত সহস্রাধিক হাফেজকে উহা কণ্ঠস্থ করাইতেন না।

পাদ্রীজি বলেন; বর্ত্তমান কোরাণে সুরা ফাতেহায় صراط مالك ইত্যাদি শব্দ আছে। কিন্তু বয়জবি প্রভৃতি তফসিরে প্রকাশ যে, صراط مالك لهم وصواب ইত্যাদি। এইরূপ বিভিন্ন কেরাতের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত লিখিয়া কোরাণের হস্তলিপি গুলিতে অনৈক্য ভাবে দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। পাঠক! পাদ্রীজি যদি তফসিরের মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেন, তবে অযথা কথা লিখিয়া হাস্যাস্পদ হইতেন না। তফসীরের উক্তরূপ কথাগুলির মর্ম্ম এই, হজরত নবি করিম (দঃ) কোরাণ শিক্ষা দিবার সময়, কথনও কোন শব্দের অর্থ অন্য শব্দে প্রকাশ করিতেন। কথনও টীকা স্বরূপ ঐ শব্দগুলি প্রকাশ করিতেন, উহাকেই কেরাত বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, উহা কোরাণ নহে। যদি উহা কোরাণ হইত, তবে হজরত নবি করিম (দঃ), লেখকগণ দ্বারা

লিপিবদ্ধ করাইতেন বা হাফেজগণকে কণ্ঠস্থ করাইতেন। পাদ্রীজি যদি একথা মান্য না করেন, তবে নিজের বাইবেল দেখুন।

জি, এম, বি, ডংক্যান সাহেব লিখিয়াছেন, বাইবেলের পাঁচ খণ্ড অনুলিপি অতি প্রসিদ্ধ। ১ম ভ্যাটিকান, ২য় সিনিয়টীক্, ৩য় সিকন্দরিয়, ৪র্থ ইফ্রায়িমি অনুলিপি, ৫ম কোডেস্ক বেজের। ১ম হস্তলিপিতে আদি রপুস্তকের ১ম অধ্যায় হইতে ৪৬ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত। গীত ১০৫ হইতে ১৩৭ পর্য্যন্ত। ইব্রীয় ৯ অধ্যায় ১৪ পদ হইতে নূতন নিয়মের শেষ পদ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই হস্তলিপিতে মার্কের ১৯ অধ্যায়ের ৯ম পদ হইতে বিংশ পদ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। ২য় হস্তলিপিতে মার্ক শেষ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভাগ ৯ ; ২০ পদ পাওয়া যায় না। তৃতীয় হস্তলিপিতে মথির প্রথম হইতে ২৬ এর অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত এবং যোহনের ২টী পাতা ও ২য় করন্থিয় পত্রের ৩টী পাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৪র্থ হস্তলিপির অক্ষরগুলি অস্পষ্ট ছিল। ৫ম হস্তলিপিতে যোহন ৮ ; ১—১১পদে ব্যভিচারিণী স্ত্রীর বিবরণটী বেশী আছে। লূকের ৬ষ্ট অধ্যায়ের ৫।৬ পদে কতকগুলি শব্দ বেশী আছে। বাইবেলের হস্তলিপিগুলি পরস্পর অনৈক্য থাকায় পাদ্রীজি বলেন, প্রাচীন ও আধুনিক বাইবেল এক।

পাদ্রীজি স্বীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন, হজরত ওসমান অন্যান্য পাণ্ডুলিপিগুলি আগুণে পোড়াইয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) উপরে যে কোরাণ নাজেল হইয়াছিল, ঠিক সেই কোরাণ খানিই যে এখনকার কোরাণ তাহা কে বলিতে পারে? পাঠক!

হজরত নবি করিম (দঃ) যে কোরাণ লেখকগণ দ্বারায় লিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন, হজরত আবুবকর ও হজরত ওসমান অবিকল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; তাহা হইলে পাণ্ডুলিপিগুলি পোড়াইয়া ফেলিলে. মূল কোরাণের কোন ক্ষতি হইতে পারে না। হজরত সহস্রাধিক লোককে কোরাণ স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপিগুলি পোড়াইয়া ফেলিলে, কি হাফেজদের হৃদয় সমূহও পুড়িয়াছিল? সাধারণ লোকের পাণ্ডুলিপিগুলিতে সুরা সমূহ বিশৃঙ্খল ভাবে লিখা ছিল। কোনটীতে ১০ আয়েত কোনটীতে ২০ আয়েত কোনটীতে বিভিন্ন সুরার কতক আয়েত লেখা ছিল, আরও কোরাণ শরীফের সুরা সমূহ অগ্র পশ্চাতে লেখা ছিল; হজরত ওসমান, হজরত নবি করিমের (দঃ) সময়ের কোরাণের হস্তলিপি ও হাফেজদিগের সাহায্যে সম্পূর্ণ কোরাণ শরীফ শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে লিখিয়া উপরোক্ত হস্তলিপি সমূহ পুড়াইয়াছিলেন। ইহাতে মূল কোরাণ শরীফের একটী নুক্তা বা জের জবর, কম বেশী হয় নাই। ইহা কি খৃষ্টানদিগের বাইবেল? যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে? এক্ষণে পাদ্রীজিকে জিজ্ঞাসা করি, যেরূপ হজরত মোহাম্মদের সাক্ষাতে কোরাণ শরিফ লেখা হইয়াছিল, ঐরূপ কি হজরত ইসার সাক্ষাতে ইঞ্জিল লেখা হইয়াছিল? কোন্ কোন্ ব্যক্তি এই ইঞ্জিল লিখিয়াছিলেন? কোন্ ভাষায় লেখা হইয়াছিল এবং কোন্ ব্যক্তি উহার অনুবাদ করিয়াছিলেন, ইহার নির্ণয় করা কঠিন। দেখ পাদ্রী ওয়েঙ্গার সাহেবের কৃত তফসির। (সটীক্ নূতন নিয়ম) ও পাদ্রী ইমাদ উদ্দীন সাহেবের কৃত ইঞ্জিলের তফসির ও কেতাব কোয়াফেক সোয়ায়েক" যাহা হউক হজরত ইসার উপর যে

ইঞ্জিল নাজেল হইয়াছিল, ইহা যে সেই ইঞ্জিল, ইহা কে বলিতে পারে? কোরাণের যেরূপ লক্ষ লক্ষ হাফেজ হইয়া আসিতেছেন, ইঞ্জিলের কি ঐ প্রকার হাফেজ আছে? মার্স মনিকাম সাহেব লিখিয়াছেন, ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোন বাইবেলের হস্তলিপি নাই। খৃষ্টানগণ ইহার পূর্ব্বের সমস্ত হস্তলিপি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন।

সার উইলিয়ম মূর নামক জনৈক বিখ্যাত খৃষ্টান লেখক তদীয় 'কোলিসা' নামক তাওয়ারিখের ১৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, ৩০৩ খৃষ্টাব্দে এক কঠিন ঘোষণা এই মর্ম্মে দেওয়া হয় যে, "যদি উপাসনার দিন গির্জ্জায় বহু লোক একত্রে বাইবেল পাঠ করে, তবে ঐ সকল ব্যক্তিকে এবং বাইবেল ও গির্জ্জা সমূহ ধ্বংস করা হইবে।" পরন্তু ঐ "কবিসা তওয়ারিখের ১৩০ পৃষ্ঠায় ইহাও দৃষ্ট হয় যে, তৎকালিন সমস্ত বাইবেল দগ্ধ হইয়াছিল। পাদ্রীজি আমাদের কোরাণ শরীফের পাণ্ডুলিপি সমূহ নষ্ট হইয়া গেলেও হজরত নবী করিমের হৃদয় হইতে ও পুরুষ পরম্পরায় লক্ষ লক্ষ হাফেজের হৃদয়ে মূল কোরাণ রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, হজরত নবী করিমের উপর যে কোরাণ নাজেল হইয়াছিল, প্রচলিত কোরাণ সেই কোরাণ, কিন্তু বাইবেলের পুরাতন পাণ্ডুলিপিগুলি খৃষ্টানগণ কর্ত্তৃক ধ্বংস হইয়াছে এবং ৫ম বা ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বের একখণ্ড হস্তলিপিও নাই, তবে আপনারা কিরূপে বলেন যে, প্রচলিত ইঞ্জিলই প্রকৃত ইঞ্জিল।

গোল্ডস্যাক সাহেব "ইস্‌লামে কোরাণ" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, শিয়ারা বলেন, ছুরা নূরে হজরত আলীর মাহাত্ম্য সূচক অনেক কথা ছিল, কিন্তু হজরত ওস্‌মান উহা কোরাণ

হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃ হজরত আলির সঙ্কলিত কোরাণ ছিল। পাঠক! হজরত ওস্মান যদি আলির মাহাত্ম্য-সূচক কথাগুলি কোরাণ হইতে বাহির করিতেন, তবে লক্ষ লক্ষ হাফেজ হজরত ওসমানের উপর দোষারোপ করিতেন এবং হজরত আলি এই ভ্রম প্রকাশ করিয়া দিতেন; কিন্তু উক্ত হাফেজগণের কণ্ঠগত কোরাণ এবং হজরত ওস্মান সঙ্কলিত কোরাণের মধ্যে এক বিন্দুও কম বেশী দেখা যায় না। তবে উপরোক্ত কথাগুলিকে অনর্থক বাক্যব্যয় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এস্থলে হজরত আলি ও প্রধান প্রধান শিয়া আলেমদিগের মতামত শ্রবণ করুন। সহি মোস্লেমে লেখা আছে, "এক সময় লোকে হজরত আলিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ওসমান সঙ্কলিত কোরাণ অপেক্ষা আপনার সঙ্কলিত কোরাণে কোন্ কথা বেশী আছে?" সেই সময়ে হজরত আলি বলিয়াছিলেন, প্রচলিত কোরাণকে সম্পূর্ণ কোরাণ জানিতে হইবে। যে ব্যক্তি বলিবে আমাদের নিকট প্রচলিত কোরাণ ভিন্ন আরও কিছু বেশী আয়েত আছে, সে মিথ্যাবাদী।

শিয়াদের তফ্‌ছিরে "মাজমায়োল বাইয়ানে" লিখিত আছে, —শিয়া সৈয়দ মোরতোজা বলিয়াছেন, কোরাণ শরীফ নবী করিমের (দঃ) সময় যে ভাবে ছিল, অদ্যাবধি সেই ভাবে আছে; উহার পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেন না সম্পূর্ণ কোরাণ হজরতের সময় শিক্ষা দেওয়া এবং কণ্ঠস্থ করান হইত। এমন কি, বহু সংখ্যক লোককে কোরাণ কণ্ঠস্থ করাইবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহারা হজরতকেও শুনাইতেন, বহু সাহাবা হজরতকে বহু খতম শুনাইতেন। তাহা হইলে কোরাণ নিয়মিত

রূপে সংগৃহীত হইয়াছিল, মূল নিয়মের পরিবর্ত্তন হয় নাই!
ইহার বিপরীত মত অগ্রাহ্য।

শিয়াদের মাসায়েবল নাওয়াছেবে লিখিত আছে যে, "শিয়া কাজী নূর উল্লা সুস্তারী বলিয়াছেন, হজরত যে ভাবে কোরাণ পাঠ করিতেন, এখনও সেই ভাবে আছে, উহার তিল বিন্দু কম বেশী হয় নাই, ইহার বিপরীত মত বিশ্বাসযোগ্য নহে।"

শিয়াদের কাফি কোলাইনের টীকায় লিখিত আছে যে, শিয়া মোল্লা সাদেক বলিয়াছেন, "প্রচলিত কোরাণ প্রকৃত কোরাণ, এই ভাবেই এমাম মেহেদীর সময় পর্য্যন্ত থাকিবে।"

শিয়া মোহাম্মদ বেনে হাসান আপন কেতাবে লিখিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি হাদিস ও ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছেন যে, কত সহস্র লোক কোরাণ শরীফ লিপিবদ্ধ ও কণ্ঠস্থ করিয়া আসিতেছেন। উহা হজরতের সময়ে যে নিয়মে ছিল, এখনও সেই নিয়মেই আছে। এখন পাদ্রীজী কি বলিতে চান? কোরাণ দগ্ধ, না তাঁহার পরকাল দগ্ধ?

৮। বাইবেল মনসুখ বা রদ হইয়াছে, এই কথা শুনিয়া পাদ্রীজি তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন এবং ইহা নূতন কথা নহে, পুরাতন বলিয়া আলিয়াবাদের কয়েক জন লোকের মাথায় চাপান দিয়াছেন। ইহা আলিয়াবাদের কথা নহে, পাদ্রীজিরই কথা এবং আত্মম্ভরিতার সহিত লিখিয়াছেন, "বাইবেল যে মনসুখ হইয়াছে, এই কথাটী কোরাণের কোন্ সুরার কোন্ আয়েতে আছে? তাহা কোরাণ হইতে কোন মোসলমান ভাই দেখাইয়া দিতে পারেন কি? আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, শেখ জমিরুদ্দীন মুন্শী তো দূরের কথা কেহই কোরাণ হইতে এরূপ কোন

আয়েত দেখাইতে পারিবে না। কারণ কোরাণে এরূপ কোন কথাই নাই। এ কথাটা কেবল মুন্‌শীদের ফাঁকি জুকি, এই কথায় ধোঁকা দিয়া মুন্সি সাধারণ অজ্ঞ লোকদিগকে কেবল ঠকায়।" একথা মুন্‌শী মৌলবীর ফাঁকি জুকি নহে, পাদ্রী-দিগের সম্পূর্ণ ধোঁকাবাজী। মনসুখ সংক্রান্ত কথা কোরাণে আছে কি না, মুন্‌শী মৌলবী সাহেবেরা দেখাইতে পারেন কি না, ইহা পাদ্রীজী কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন? যীশুও ত সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন না, পাদ্রীজী আপনি কি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন? কোরাণ শরীফের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে বাইবেল মনসুখের কথা লেখা আছে। পাদ্রীজী দেখিয়াও যে দেখিবেন না, লোককে বলিবেন না, উহার উপায় কি? যাহা হউক সাধারণকে পাদ্রীর ধোঁকা হইতে রক্ষা করিবার জন্য মনসুখ সংক্রান্ত কোরাণ শরীফের আয়েত লিখিতেছি। বলি পাদ্রীজি, এখন আপনার গর্ব্ব কোথায় রহিল? পাঠক! দেখুন মুন্‌শী মৌলবীর ফাঁকি না পাদ্রীজীর ধোঁকা?

(১) সুরা ইমরান—২ রুকু, ১৭ আয়েত :—

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ قف وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

"খোদাতালার নিকটে দীন ইস্‌লামী মকবুল (স্বীকৃত) এবং যাহারা (ইহুদী ও খ্রীষ্টান) গ্রন্থ (তওরাত, জব্বূর, ইঞ্জিল) লাভ করিয়াছি, তাহাদের নিকটে ইত্যাদি।"

এখানে কোরাণ শরীফে স্পষ্ট লেখা আছে যে, ইস্‌লাম ভিন্ন ইহুদী খ্রীষ্টান ইত্যাদি ধর্ম্ম সমস্ত অগ্রাহ্য এবং মনসুখ।

(২) সুরা বকর ৫৯ আয়েত :—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

যাহারা ইমান আনিয়াছে, (যাহারা মোসলমান হইয়াছে) ও যাহারা ইহুদি হইয়াছে, এবং নাছারা ও সাবেয়ীগণ (এর মধ্যে) যে কোন ব্যক্তি আল্লার ও কেয়ামতের উপরে বিশ্বাস করিবে ও সৎকাজ করিবে (অর্থাৎ মোসলমান হইবে) তাহাদের কোন ভয় নাই, তাহারা কোন শোক পাইবে না। এখানেও দেখা যাইতেছে মোসলমান না হইলে উপায় নাই। তাহা হইলে ইহুদি ও খৃষ্টান ধর্ম্ম মনসুখ।

(৩) সুরা ফাতাহ্ ২৯ আয়েত :—

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ط وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۞

তিনি যিনি আপন পয়গম্বরকে হেদায়েত ও হক দীন (সত্য ধর্ম্ম) সহ পাঠাইয়াছেন, এ হেতু যে তাহাকে সমুদয় ধর্ম্মের উপর প্রবল করেন (ইহুদী ও খৃষ্টান ইত্যাদি ধর্ম্মের উপরে অর্থাৎ উহাকে মনসুখ করিয়া) এবং হক দীন সহ পাঠাইয়াছেন।

(৪) সুরা তৌবা ৩২ আয়েত :—

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ

لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ط

"তিনিই যিনি আপন রসুলকে হেদায়েত এবং হক দীন সহ পাঠাইয়াছেন; এজন্য যে কেহ তাহাকে (ইস্লামকে) সমস্ত ধর্ম্মের উপরে প্রবল করেন (অর্থাৎ ইহুদি খৃষ্টান ধর্ম্মকে মনসুখ করেন)।

পাঠক! দেখুন পাদ্রীজির ধোঁকা কতদূর? এখন পাদ্রীজীর সুরা মায়দার কথা শুনুন;—(কোরাণ পূর্ব্বেকার কেতাব সকলের সপ্রমাণকারী ও রক্ষক। তাহা হইলে, তওরাত ও ইঞ্জিল প্রভৃতি প্রাচীন কেতাবগুলি কিরূপে মনসুখ হইয়াছে? পাঠক! উপরোক্ত আয়াতের তফসির মায়ালেমোত ইঞ্জিলে ও তফসির মোজাহারিতে লিখিত আছে। মূল মর্ম্ম এই যে, কেতাবধারী লোক যে সমস্ত কথা প্রকাশ করেন, যদি কোরাণ উহার সত্যতার সমর্থন করেন, তবে উহা আসমানি কেতাবের অংশ জানিতে হইবে। আর কোরাণ যদি উহা অমূলক বলিয়া প্রকাশ করে, তবে উহা প্রকৃত আসমানি কেতাবের অংশ নহে, বরং রদ বা বাতিল হইবে। আর যদি কোরাণ উক্ত বিষয়ে নীরব থাকে, তবে উহার সম্বন্ধে কোনই মীমাংসা করা যাইতে পারে না। কেন না উহা সত্য হইতেও পারে, অলীক হইতেও পারে।

কোরাণ যে কেতাবগুলিকে আসমানি কেতাব বলিয়া স্বীকার করে, উহাকে আসমানি কেতাব বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে।

আর কোরাণ যে কেতাবগুলিকে আসমানি কেতাব না বলে, উহাকে আসমানি কেতাব বলিয়া দাবি করা যায় না।

বাইবেলে খোদার একত্বের বিষয়ে বহু আয়েত আছে। কোরাণ উহার সত্যতা সমর্থন করে, সেই হেতু উহা প্রকৃত ও তওরাত ও ইঞ্জিলের শিক্ষা বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। পৌল প্রভৃতি খৃষ্টানগণ এই সরল সত্য শিক্ষা ত্যাগ করিয়া আপন লিপিতে ত্রিত্ব মূলক শিক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। কোরাণ এই রূপ কাল্পনিক শিক্ষার ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছে, সেই হেতু উক্ত শিক্ষা বাতিল প্রতিপন্ন হইয়াছে, উহা কিছুতেই প্রকৃত ইঞ্জিলের অংশ হইতে পারে না।

প্রচলিত বাইবেলে খোদার উপর কলঙ্কারোপ করা হইয়াছে, কোরাণ এইরূপ কলঙ্কারোপের ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছে, সেই হেতু ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, উক্ত কলঙ্ক-মূলক বাক্যাবলী প্রকৃত তওরাত ইঞ্জিল হইতে পারে না।

বাইবেলে নবীগণের উপর দোষারোপ করা হইয়াছে। হজ-রত ইসার কদাকার মৃত্যুর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, কোরাণ উহা রদ করিয়াছে। বাইবেলে খোদার ত্রাণকর্ত্তা হইবার অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু পৌল প্রভৃতি উক্ত সত্যশিক্ষা লোপ করিয়া হজরত ইসাকে গড়িয়া পিটিয়া ত্রাণকর্ত্তা সাজাইয়াছেন। বাইবেলে কল্পিত হইয়াছে যে, হজরত ইসা পরের পাপাহরণের জন্য মরিয়াছেন, আর তিনি খোদার ঔরসজাত পুত্র ছিলেন। কোরাণ উক্ত অমূলক শিক্ষাগুলি রদ করিয়াছেন, সেই হেতু প্রমাণিত হইতেছে যে, উক্ত শিক্ষাগুলি প্রকৃত তওরাত ও ইঞ্জি-লের অংশ নহে। মূল কথা এই যে, প্রচলিত কেতাবগুলির

মধ্যে কোনটী প্রকৃত খোদার কালাম ও কোনটী কাল্পনিক ও অমূলক কথা, ইহার মীমাংসা করা অসম্ভব ব্যাপার, তবে কোরাণ যে শিক্ষাগুলি সমর্থন করে, উহাই আসমানি কেতাবের অংশ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে।

ইহুদিগণ প্রচলিত পুরাতন নিয়মকে তওরাত বলিয়া প্রকাশ করেন, খৃষ্টানগণ প্রচলিত মথি, লুক ইত্যাদি পুস্তক গুলিকে প্রকৃত ইঞ্জিল বলিয়া দাবি করেন। ইহা ভিন্ন অন্য কোন কেতাব তওরাত ও ইঞ্জিল নামে নাই; কিন্তু কোরাণ বলে, খোদাতালা হজরত ইসা ও মুসার প্রতি যে দুই খণ্ড কেতাব নাজেল করিয়াছিলেন, তাহাই প্রকৃত তওরাত ও ইঞ্জিল। প্রচলিত তওরাত ও ইঞ্জিলে সহস্র সহস্র ভ্রমাত্মক ও বিপরীত বিপরীত কথা আছে। উহা কিরূপে প্রকৃত তওরাত ও ইঞ্জিল হইবে? পাঠক দেখিলেন, কোরাণের এই আয়েত অনুযায়ী প্রচলিত তওরাত ও ইঞ্জিলের অমূলক শিক্ষাগুলি রদ বা মনসুখ হইতেছে, আরও এই আয়েতে আছে, ইঞ্জিল কেতাব তওরাত কেতাবের সপ্রমাণকারী; কিন্তু ইঞ্জিল তওরাতের দণ্ড বিধান স্থগিত হওন, সাব্বাথ ও বাৎসরিক পর্ব্ব পালন ও কুর্ব্বাণী ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলি রক্ষিত করিয়াছে, তওরাতের সমস্ত হারামগুলি মনসুখ করিয়া হালাল করিয়াছে।

ইব্রীয় পুস্তকে বর্ণিত আছে, পূর্ব্বকার বিধির দুর্ব্বলতা ও নিষ্ফলঙ্কতা প্রযুক্ত লোপ হইতেছে। ইঞ্জিল তওরাতের সপ্রমাণকারী হইয়াও যখন তওরাতের সমস্ত হুকুম মনসুখ করিয়াছে, তখন কোরাণ তওরাত ও ইঞ্জিলের সপ্রমাণকারী হইয়াও কেন উক্ত কেতাবদ্বয় মনসুখ করিবে না?

পাদ্রীজি সুরা নেসায় আয়েত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, খোদা মোসলমানকে তওরাত, ইঞ্জিল ও জব্বুর ইত্যাদি আসমানি কেতাবের প্রতি ইমান আনিবার হুকুম করিয়াছেন। এক্ষণে যদি উক্ত কেতাবগুলি মনসুখ হইয়া থাকে, তবে ইমান আনিবার হুকুম কি জন্য হইবে? পাঠক! ঐ আয়তের টীকায় তফসির কবিরের ১ম খণ্ডে ৫১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

"যদিও এব্রাহিম, মুসা ও ইসার শরিয়তগুলি মনসুখ হইয়াছে, তথাপি মোসলমানগণ বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবেন যে, প্রকৃত তওরাত ও ইঞ্জিল খোদার কালাম এবং নবীদের পৃথক্ পৃথক্ শরিয়ত তাঁহাদের সময়ে সত্য পালনীয় শরিয়ত ছিল।"

মোসলমানগণ যদিও বলেন যে, আপন ভগ্নীর সহিত নেকাহ্ করা হারাম এবং স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে তাহার ভগ্নীর সহিত নেকাহ্ করা হারাম; তথাচ ইহা বিশ্বাস করেন যে, হজরত আদমের সময় আপন ভগ্নীর সহিত বিবাহ করা হালাল ছিল, এবং যাকোবের সময় স্ত্রী বর্ত্তমানে তাহার ভগ্নীকে নেকাহ্ করা হালাল ছিল। ইহা খোদা হইতে আনীত হুকুম ছিল, এবং ইহা তাঁহাদের সময় পালনীয় শরিয়ত ছিল। মূল কথা এই যে, খোদাতালা এই আয়েতে আসমানী কেতাবগুলি খোদার কালাম বলিয়া বিশ্বাস করিতে বলিতেছেন, কিন্তু উহা পালন করিতে হুকুম করেন নাই। নতুবা স্বীয় ভগ্নির সহিত বিবাহ করিবার হুকুম করিতেন। আরও পূর্ব্বতন নবীদের শরিয়ত পৃথক্ ছিল। যদি এক শরিয়তের কতক ব্যবস্থা অন্য শরিয়তে মনসুখ না করিয়া থাকে, তবে প্রাচীন ইব্রাহিমী শরীয়তের পরে অন্য কোন শরীয়ত মান্য করা সিদ্ধ হইতে পারে না। আরও হজরত মুসা, ইসা ও

দাউদ প্রভৃতি নবীদের উপর যে কেতাবগুলি নাজেল হইয়াছিল, তাহাকেই খোদার কালাম বলিয়া বিশ্বাস করিতে হুকুম হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ইতিহাসগুলি যাহা তওরাত-ও ইঞ্জিল নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে উহা যে, খোদা হইতে আগত কেতাব, তাহার কোনই প্রমাণ নাই। আরও উক্ত পাদ্রী সাহেব মুন্‌শীর ভুল পুস্তকে সুরা বকরের আয়েত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) নিজেই বাইবেল মান্য করিতেন, তবে উহা কিরূপে মনসুখ হইবে? পাঠক! আয়েতের মূল মর্ম্ম এই যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ইব্রাহিম, ইস্‌মাইল, ইস্‌হাক, যাকোব, মুসা, ইসা (আলাঃ) ও সমস্ত নবীদের প্রতি আগত কেতাবগুলিকে খোদার কালাম বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, ইহাতে যদি উক্ত কেতাবগুলির সমস্ত আহাকাম পালনীয় হয়, তবে খৃষ্টানগণ আপন ভগ্নির ও পিশির সহিত নেকাহ্‌ করিবার ব্যবস্থা দিবেন কি? আরও তওরাতের বহু হুকুম হজরত ইব্রাহিম, ইস্‌মাইল (আলাঃ) প্রভৃতি নবিদের শরিয়তের খেলাফ্‌ ছিল, তাহা হইলে উক্ত নবীদের শরিয়ত ছাড়িয়া তওরাত মান্য করা সিদ্ধ হইয়াছিল কি না? এক্ষেত্রে প্রথম কেতাবের কতক আহ্‌কাম মনসুখ না হইলে, দ্বিতীয় কেতাব মান্য করা সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব কোরাণ কর্ত্তৃক অন্যান্য কেতাবগুলি মনসুখ হওয়া প্রমাণ সিদ্ধ সাব্যস্ত হইল।

বর্ত্তমান বাইবেলের দুরবস্থা দেখিয়া হজরত মোহাম্মদ (দঃ) উহা পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। মিশকাত শরিফের বিশ্বাস প্রকরণে হজরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন;—"একদা ওমর ফারুক (রাঃ) তওরাত গ্রন্থের কিয়দংশ হজরতের নিকটে উপস্থিত করিয়া

বলিয়াছিলেন, প্রেরিত পুরুষ, এই পুস্তিকা তওরাত গ্রন্থের অন্তর্গত। তখন তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। পরে ওমর (রাঃ) পড়িতে লাগিলেন, এবং প্রেরিত পুরুষের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইল। তখন আবুবকর (রাঃ) বলিলেন 'তুমি মরিয়া যাও, স্ত্রীলোক তোমাকে ঘিরিয়া ক্রন্দন করুক।' প্রেরিত পুরুষের মুখমণ্ডল যে কিরূপ হইয়াছে তাহা কি দৃষ্টি করিতেছ না? তখন উমর (রাঃ) হজরতের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, আমি ঈশ্বরের ক্রোধ ও প্রেরিত পুরুষের ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি এবং পরমেশ্বরকে প্রভু বলিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মোহাম্মদ (দঃ) কে সুসমাচার দাতা বলিয়া স্বীকার করিতেছি। তখন প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, যাঁহার হস্তে মোহাম্মদের (দঃ) জীবন, তাঁহার শপথ পূর্ব্বক আমি বলিতেছি, যদি তোমাদের নিকটে মুসা প্রকাশিত হন, তবে তোমরা তাঁহার অনুসরণ করিবে এবং আমাকে পরিত্যাগ করিবে। অবশ্য তোমরা সরল পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে। অপিচ যদি তিনি (মুসা) জীবিত থাকিতেন ও আমার প্রেরিত্বকে উপলব্ধি করিতেন, তাহা হইলে অবশ্য আমার অনুসরণ করিতেন।"

৯। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সম্মান ও গৌরব সংক্রান্ত কথা বলায় পাদ্রীজি কোরাণ শরিফের আয়েত তলব করিয়াছেন; পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি যে, আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ কেবল কোরাণ শরিফ নহে, হাদিস শরিফ প্রভৃতি গ্রন্থও আছে। হাদিস শরিফে লিখিত আছে—

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِيْ

অর্থাৎ হজরত বলিতেছেন, সকলের পূর্ব্বে খোদাতালা আমার নূর (জ্যোতিঃ) পয়দা করিয়াছেন। এ কথা পাদ্রী ইমাদ উদ্দীন তাওয়ারিখ মোহাম্মদীতে স্বীকার করিয়াছেন; দেখ ২২ পৃষ্ঠা। মুন্‌শী তাজ উদ্দীন সাহেব কাছাছোল আম্বিয়ায় লিখিয়াছেন—

"আমার নূরেতে পয়দা তামাম জাহান।
আরশ কোরসী আদি লওহ লামাকান॥"

পাঠক! যাঁহার নূরেতে বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি, তাঁহার সম্মান ও গৌরব কি কম? কোরাণ শরীফের সুরা "ইয়াছিন" ও সুরা "তাহা"তে খোদাতালা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) কত সুখ্যাতি করিয়াছেন। পাদ্রীজি তাহা কি পড়েন নাই? নিশ্চয় পড়িয়াছেন। বাইবেলের যাত্রা পুস্তকে লিখিত আছে, মুসা দেখিলেন ঝোপে অগ্নি-জ্বলিতেছে, কিন্তু উহা দগ্ধ হইতেছে না এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া ঝোপের নিকটস্থ হইলে খোদাতালা কহিলেন হে মুসা! তোমার পা হইতে পাদুকা খুলিয়া ফেল, কিন্তু "মেরাজুন্নবুয়ত" গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যখন তিনি মেরাজে গিয়াছিলেন, তখন পা হইতে পাদুকা খুলিয়া খোদার আরশে পা রাখিয়াছিলেন, ইহাতে খোদাতালার আদেশ হইল হে বন্ধু! তুমি পাদুকা পরিয়া আমার আরশের ভিতরে আইস। ইহাতে কি হজরতের সম্মান বুঝায় না? মেরাজের রাত্রিতে তিনি সমস্ত নবীদিগের সহিত উপাসনা কালে ইমাম হইয়াছিলেন। যাহা হউক হজরতের পূর্ব্ব অস্তিত্বের কথা বলায় পাদ্রীজি চমকিয়া উঠিলেন। বলি পাদ্রীজি আপনি কি হাদিস শরীফে পাঠ করেন নাই যে, রোজ আজলের দিনে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) কেন? যাবতীয় মনুষ্যের আত্মাকে সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন।

পাদ্রীজির একটী গুণ এই—বারম্বার এক কথা বলিয়া লোককে ধোঁকা দিতে বিশেষ পটু। যাহা হউক আমি যে কথার একবার উত্তর দিয়াছি, তাহার উত্তর আর কি দিব? তবে এখানে একটী বিশেষ কথা না লিখিলে চলে না, তাই লিখিতেছি যে, পাদ্রীজি সুরা বনি ইস্রায়েলের এক আয়েত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলেন ;— "আমি কি কেবল এক জন মনুষ্য? এক জন রসুল নহি?" ইহাতে-হজরতের সম্মানের যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যখন সেই যুবক যীশুকে জিজ্ঞাসা করিল হে সৎগুরু! পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত আমাকে কি করিতে হইবে? যীশু উত্তরে বলিয়াছিলেন আমাকে সৎ করিয়া কেন বল? এক ঈশ্বর ব্যতীত কেহ সৎ নাই। পাদ্রীজি খৃষ্ট নিজে এ কথা বলা সত্ত্বেও আপনারা তাঁহাকে পূর্ণ ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন ও উপাসনা করেন। ভ্রান্তি আর কাহাকে বলে?

যাহা হউক পাদ্রীজি হজরতের গোনাহ্ সংক্রান্ত ৬টী কোরাণের আয়েত উল্লেখ করিয়া বহুকালের প্রাচীন গদ গাহিয়াছেন, তাহার উত্তর দিয়া এই গ্রন্থের উপসংহার করিব।

কোরাণ শরীফের অর্থ লিখিতে হইলে আরবী ব্যাকরণ, ভাষার বালাগত, ফাসাহাৎ, মহাবেরা, সরাগরীর, হজব, আবদল, আয়েত সকলের খাস, আমের পার্থক্য, শানে নজুল ও তফসির জানা আবশ্যক। পাদ্রীজি এ সকল কিছুই জানেন না, সুতরাং তাঁহার তর্জ্জামা কিছুই ঠিক হয় নাই। সেল সাহেব ও গিরিশচন্দ্র এই জন্য তাঁহাদের অনুবাদে বিস্তর ভুল করিয়াছেন।

আরও একটী কথা, মনুষ্য মাত্রেরই দুইটী কুওৎ (শক্তি) আছে ; একটী কুয়ৎ নজরিয়া—অর্থাৎ যদ্দ্বারা স্বতঃই ইন্দ্রিয় গোচরস্থ সমুদয় পদার্থের ভাল মন্দ অবস্থা অবগত হওয়া যায়। অপরটী কুওতে আমলিয়া ; ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। (ক) কুওতে মাল-কিয়া, যে প্রবৃত্তির প্রভাবে লোকে সৎকার্য্য করিয়া থাকে ; (খ) কুওতে বহিমিয়া, যাহার প্রভাবে লোকে অসৎ কার্য্য করিয়া থাকে। যে সময় কুওতে নজরিয়া প্রবল হইয়া কুওতে বহিমিয়াকে নিস্তেজ রাখে, সেই সময়ে কুওতে মালাকিয়ার প্রভাবে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয় এবং যে সময় কুওতে বহিমিয়া প্রবল হইয়া কুওতে মালকিয়াকে নিস্তেজ রাখে, সেই সময়ে কুওতে বহিমিয়ার শক্তি প্রকাশ পায়, অর্থাৎ লোকে পাপ কার্য্য করিয়া থাকে।

খোদাতালা যাঁহাকে কুওতে নজরিয়া মধ্যে রুহুল কুদ্দুস প্রদান করেন, তাঁহারা চক্ষুর অগোচর বস্তু সকল নির্ভুল রূপে অবগত হইতে পারেন। রুহুল কুদ্দুসের সাহায্যে কুওতে নজ-রিয়া অধিকতর প্রবল হইয়া কুওতে বহিমিয়াকে হীনবল করে, কাজেই কুওতে মালকিয়ার কার্য্য অধিকতর প্রকাশ পায়। এই শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত মানবগণ মধ্যে যাঁহারা অহি বা এলহাম পান, তাঁহারাই নবী হইয়া থাকেন, এবং উক্ত অহি ও এলহাম প্রযুক্ত তাঁহাদের কুওতে মালকিয়া ও বহিমিয়া সম্পূর্ণ রূপে পরা-জিত করতঃ নিজ প্রাধান্য স্থাপন পূর্ব্বক নির্ব্বিবাদে সৎকার্য্য করিয়া থাকেন। নবী সাহেবগণ তখন জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাত সারে কখনও গোনা কবিরা বা ছগিরা করেন নাই, আশা করি পাদ্রীজি উপরোক্ত কথাগুলি বিবেচনা করিবেন।

فَاصْبِرْ ــــــ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ

সূরা আল মোমেন ৫৫ আয়েত। পাদ্রীজি অর্থ করিয়াছেন "অনন্তর তুমি (হে মোহাম্মদ [দঃ]) ধৈর্য্য ধারণ কর … .. ও আপন গোনার জন্য মাফি মাঙ্গ।" সূরা মোহাম্মদের ১৯ আয়েতের অর্থ।

فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ

وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط

পাদ্রীজি লিখিয়াছেন,

"অবশেষে জানিও যে, হে মোহাম্মদ (দঃ) খোদা ব্যতীত উপাস্য নাই, তুমি স্বীয় পাপের জন্য এবং বিশ্বাসী পুরুষের এবং বিশ্বাসী নারিদিগের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।" সূরা মমিনের ৫৫ আয়েত ও সূরা মোহাম্মদের ১৯ আয়েতে যে, 'অস্তাগ্‌ফের লেজামবেকা' শব্দের অর্থ পাদ্রীজি যাহা করিয়াছেন (স্বীয় পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর) তাহা সম্পূর্ণ ভুল হইয়াছে, কারণ জাম্বু শব্দ মোজাপ এলাইহে, মোজাক মাহাজুফ্ 'কুওয়ৎ' সুতরাং অস্তাগফের লেজাম্বেকা "ইহার মাহজুফ্" কুওৎ শব্দ প্রকাশ করিয়া যোগ করিলে এইরূপ অর্থ হয় যথা "অস্তাগ্‌ফের লেকুয়াতে জাম্বেকা" অর্থাৎ মহজুফ শব্দ সহ অর্থ করিলেই প্রকৃত অর্থ এইরূপ হইবে যে, তোমার গোনাহ্ করিবার যে শক্তি আছে (কুওতে বাহিমিয়া) তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য খোদার নিকট দোওয়া মাঙ্গ।

পাদ্রীজি সুরা মোহাম্মদের ১৯ আয়েতে বিশ্বাসী নর নারীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মনোযোগ দিলে ইহাতেই হজরত মোহাম্মদের (দঃ) বেগোনা থাকার বিষয় প্রমাণ পাইয়া নিরস্ত থাকিতেন। হজরতের উম্মতের সম্বন্ধে হজরতের প্রতি খোদাতালা কর্ত্তৃক একটা বেশ অধিকার দান বলিতে হইবে। তিনি কাহারও গোনার জন্য বিহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেই ক্ষমা হইবে, খোদাতালার অঙ্গীকার ; কাজেই উক্ত আয়েত হইতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, খোদাতালা হজরতের শাফায়েৎ করিবার ক্ষমতা দিয়া গিয়াছেন, যিনি গোনাহ্‌গার ব্যক্তি দিগকে শাফায়েৎ করিবার জন্য ক্ষমতা পান, তিনি নিশ্চয় বেগোনা। কারণ গোণাহ্‌-গার ব্যক্তি গোণাহ্‌গারকে শাফায়েৎ করিতে পারে না। অতএব পাদ্রীজি যে আয়েত দ্বারা হজরতকে গোণাহ্‌গার করিয়াছেন, সে আয়েত দ্বারাই হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বেগোণাহ্‌ সাব্যস্ত হইলেন। আর পাদ্রীজি আয়েতের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা-তেও হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে গোণাহ্‌গার বলা যায় না। তিনি সুরা মোমেন, সুরা মোহাম্মদ, সুরা নছর, সুরা নেছা প্রভৃতির কয়েকটী আয়েত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, খোদা-তালা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে ক্ষমা চাহিতে বলিয়াছেন, আরও কতিপয় আয়েতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) প্রত্যহ শতবার গোণাহ্‌ মাফ চাহিতেন এবং রোদন করিতেন।

পাঠক ! সুরা নজমে বর্ণিত আছে, "তোমরা আপন আপন আত্মাকে উত্তম মনে করিও না।" লুকের ইঞ্জিলের ১৭ ; ১০ পদ :—যীশু একটী দাসের দৃষ্টান্ত বলিতেছেন, "সে প্রকারেই

(প্রভুর) আজ্ঞাপিত সমস্ত কর্ম্ম করিলে পর তোমরাও বলিও আমরা অনুপযোগী দাস যাহা করিতে বাধ্য ছিলাম তাহাই করিলাম।

যোহনের ১ম পত্র ১; ৮ পদ প্রকাশ;—"আমাদের পাপ নাই, ইহা যদি বলি, তবে আপনারা আপনাদিগকে ভুলাই এবং আমাদের অন্তরে সত্য নাই।" কোরাণ ও ইঞ্জিলের শিক্ষানুযায়ী প্রত্যেক নিষ্পাপ ব্যক্তি আপনাকে পাপী মনে করিয়া খোদার নিকটে পাপ মার্জ্জনা চাহেন। এইরূপ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) নিষ্পাপ হইলেও ক্ষমা চাহিতেন। মার্ক ১০; ১৭ পদে লেখা আছে যে, "একজন যীশুর সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া তাঁহাকে সৎগুরু বলিয়া সম্বোধন করায় তিনি বলিয়াছিলেন আমাকে সৎ কেন বলিতেছ? এক ঈশ্বর ব্যতিরেকে সৎ আর কেহই নাই।"

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য পাপ ক্ষমা চাহিয়াছিলেন, ইহাতে যদি খৃষ্টানগণ তাঁহাকে পাপী বলিয়া দাবী করেন, তবে হজরত ইসা আপনাকে পাপী বলায় পাপী হইবেন কি না?

দ্বিতীয়—কোরাণ শরীফের অনেক স্থলে নবী করিমকে উপলক্ষ করিয়া কোন কোন কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার উম্মতগণকে শিক্ষা দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য যথা—কোরাণে বর্ণিত হইয়াছে, "হে মোহাম্মদ (দঃ) যদি আপনি খোদার শরিক করেন, তবে আপনার নেকি বরবাদ হইবে।" হজরত শেরেক করিবেন ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, কিন্তু তাঁহার উপলক্ষে উম্মতগণকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

সুরা ইউনোছে লেখা আছে (হে মোহাম্মদ [দঃ]) "যদি

আপনি কোরাণের প্রতি সন্দেহ করেন, তবে কেতাবধারিগণকে জিজ্ঞাসা করুন।" হজরত কোরাণের প্রতি সন্দেহ করিবেন ইহা হইতেই পারেনা, তবে তাঁহার উম্মতগণকে সাবধান করা হইতেছে।

ইমাম জালালুদ্দীন ছিউতি সুরা মোমেনের টীকায় লিখিয়াছেন "হজরত নিষ্পাপ ছিলেন, কিন্তু উম্মতকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাকে ক্ষমা চাহিবার কথা বলা হইয়াছে।"

তৃতীয়—হজরত মোহাম্মদ (দঃ) উম্মতের গোণাহ্‌কে আপন গোণাহ্‌ ধারণা করিয়া অনেক সময় মাফ চাহিয়াছিলেন। যেরূপ বলবান উকীল মওয়াক্কেলের দোষকে আপন দোষ বলিয়া হাকিমের নিকট ক্ষমা চাহেন, সেইরূপ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) উম্মতের গোণাহ্‌ বলিয়া মাফ চাহিতেন, ইহা তাঁহার শাফায়েতের জ্বলন্ত প্রমাণ।

কোরাণ সুরা আরাফ।

ইহুদিগণ হজরত মুছার অনুপস্থিতে এবং হজরত হারুনের অবাধ্যতায় গোবৎস পূজা করিয়াছিল। এক্ষেত্রে হজরত মুসা ও হারুনের কোনই পাপ ছিল না; কিন্তু ইহা সত্বেও হজরত মুসা বলিয়াছিলেন "হে খোদা আমাকে ও আমার ভাইকে মাফ কর।" এ স্থলে তাঁহারা উম্মতের পাপকে আপন পাপ ভাবিয়া খোদার নিকটে ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। ইমাম ফকরুদ্দীন রাজি সুরা মমিনের টিকায় লিখিয়াছেন; খোদাতালা আপন উম্মতের

গোণাহ্ মাফের জন্য ক্ষমা চাহিতে বলিয়াছিলেন। আরও সুরা মোহাম্মদের টীকায় লিখিয়াছেন ;—"হে মোহাম্মদ (দঃ) আপনার উম্মত আপনার বিরুদ্ধে যে দোষ করিয়াছে, আপনি তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। যেন খোদার কোপ আপনার উম্মতের উপর না পড়ে।"

আর সুরা নেছার তফসিরে লিখিয়াছেন ;—খোদাতালা বলিতেছেন, "হে মোহাম্মদ (দঃ) আপনি উহাদের জন্য খোদার নিকট প্রার্থনা করুন—যাহারা 'তামা' নামক চোরের পক্ষপাতী হইয়াছিল। মূল কথা এই যে, হজরত মোহাম্মদ নিষ্পাপ হইলেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় ক্ষমা চাহিয়াছিলেন এবং কখন উম্মতের পাপকে আপনার পাপ ভাবিয়া খোদার নিকটে ক্ষমা চাহিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহাকে পাপী বলা যাইতে পারে না। যদি পাদ্রীজি এই সত্য সরল কথা মানিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে বাইবেল দেখুন। মথি ৩; ১৫ পদে লেখা আছে ; "তখন যীরুশালেম সমস্ত য়ীহুদিয়া এবং জর্দ্দনের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের লোকেরা বাহির হইয়া (যোহন অবগাহকের) নিকট যাইতে লাগিল, তবে আপন আপন পাপ স্বীকার করিয়া, জর্দ্দন নদীতে তাঁহা দ্বারা অবগাহিত হইতে লাগিল।"

আরও ১৩ পদে লেখা আছে ;—"যৎকালে যীশু যোহন দ্বারা অবগাহিত হইবার জন্য গালিল হইতে যদ্দনে তাহার কাছে আসিলেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরত ইসা পাপ মোচনের জন্য অবগাহন করিয়াছিলেন।

রোমিও ৬, ১০ পদে লেখা আছে ;—"তিনি (যীশু) পাপ হেতু একবার মরিয়াছেন।"

১ম পিতর ১ ; ১৮ পদে ;—"খৃষ্ট একবার পাপ প্রযুক্ত দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন।

মথি ৪ ; ১ পদ "যীশু শয়তান কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইবার নিমিত্ত আত্মার দ্বারা প্রান্তরে নীত হইলেন।" নিষ্পাপ ব্যক্তি কি জন্য শয়তান কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইবেন ?

যিশায়া ? ৫ ; ২২ পদে লেখা আছে ;—"যাহারা দ্রাক্ষা রস পান করিতে শক্তিমান ও সুরা প্রস্তুত করিতে বীর্য্যবান হয়, তাহাদের সন্তাপ হইবে।" লুক ২২ ; ১৮ পদ ও মার্ক ১৪ ; ২৫ পদে প্রকাশ ; "হজরত ইসা দ্রাক্ষা রস পান করিতেন ; তাহা হইলে তিনি সন্তাপের পাত্র হইয়া পাপী হইবেন কি না ?

২য় বিবরণ ২১ ; ২৩ পদ ;—"কেন না যে ব্যক্তিকে টাঙ্গান যায় সে ঈশ্বরের শাপাস্পদ।" (মালাউন।)

মালাউন ব্যক্তি মহাপাপী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যীশু মহাপাপী হইবেন কি না ?

হজরতের নিষ্পাপ সংক্রান্ত আরও দুই একটী কথা না বলিয়া এই গ্রন্থের উপসংহার করিতে পারিতেছি না।

সুরা নেছার ১০৫ আয়েতের অর্থ করিয়াছেন ;—

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ... وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ

خَصِيمًا * وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۝

"নিশ্চয়ই আমরা তোমার কাছে সত্য কেতাব নাজেল করিয়াছি ... ... তুমি অহিতকারীদিগের অনুরোধে শত্রু হইও না ... ... এবং খোদার নিকটে মাফ মাঙ্গ।"

পাদ্রীজি আরবী সাহিত্য জানিলে কখনও এই প্রকার অর্থ করিতেন না।

ইহার শানে নজুল এই - তামা নামক জনৈক ব্যক্তি কতাহারের গৃহে সিঁদ কাটিয়া তথা হইতে আটা পূর্ণ একটী থলিয়া চুরি করিয়া লয়। থলিয়ার নিম্ন দেশে একটী ছিদ্র থাকা প্রযুক্ত রাস্তায় আটা পড়িতে থাকে। তাহা অপহৃত দ্রব্য নিজ গৃহে আনয়ন না করিয়া জয়েব নামক য়িহুদির গৃহে রাখিয়া আসে, কতাহার ঐ চিহ্নের দ্বারা তামার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে চোর বলিয়া ধরে, কিন্তু তাহার নির্দ্দোষিতা দেখাইবার জন্য শপথ করে এবং আটার চিহ্ন তাহার বাড়ীর সীমানার বাহিরে আছে দেখাইয়া দেয়। অবশেষে কতাহার জয়েবের বাটীতে উপস্থিত হয়, ও তথায় আটার থলিয়া প্রাপ্ত হয়। কতাহার বিচারপ্রার্থী হইয়া হজরতের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি তামা ও জয়ব উভয়কে ডাকাইয়া আনেন এবং তাঁহারা আটা চুরি করিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করেন। তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সন্তোষ জনক প্রমাণ না থাকায় এবং তাহারা উভয়ে শপথ করিয়া অস্বীকার করায়, তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিল। তামা প্রসিদ্ধ জাফর বংশীয় ছিল বলিয়া ঐ বংশের প্রধান পুরুষগণ তাহাকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার জন্য হজরতের নিকট তাঁহার সচ্চরিত্রের প্রশংসা করিতে লাগিল, তাহাদের মুখে তামার এবম্প্রকার প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া হজরত তামাকে নির্দ্দোষ ও জয়োবকে দোষী সাব্যস্ত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, এই সময় উক্ত আয়েত দ্বারা খোদাতালা হজরতকে সাবধান করিয়া দিতেছেন, যেন তিনি ঐ প্রকার

ভ্রমে পতিত না হন; এই জন্য কোরাণ শরীফের এক নাম "কাইউম" (কাইউম ঐ বস্তুকে বলে, যাহা কেবল মানব মণ্ডলির হিতার্থেই সৃষ্টি হইয়াছে।) কোন নবি ভুলক্রমে কোন অন্যায় কাজ করিতে উদ্যত হইলে, খোদাতালা এলহাম দ্বারা তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়া থাকেন। উক্ত আয়েতের প্রকৃত অর্থ "নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্য গ্রন্থ অবতরণ করিয়াছি, তুমি অহিতকারিদিগের (যাফর বংশের যে, যে, প্রধান ব্যক্তি তোমার সচ্চরিত্রের প্রশংসা করিয়াছে, তাহাদিগের অনুরোধে শত্রু হইও না এবং (তোমার মনে যে অবিচারের ভাব উদিত হইয়াছিল, তাহা হইতে রক্ষিত হইয়াছ বলিয়া) বিনয় ও নম্রতার সহিত "আস্তাগ্‌ফের" দ্বারা খোদাতালার শুকুর গুজারি কর।"

পাঠকগণ! এখন দেখুন দেখি, উপরোক্ত আয়েত অবতীর্ণ হইবার কারণ অবগত হইলে পর ঐ আয়েত হইতে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) গোণাহ্‌গার থাকা সাব্যস্ত করিতে পারেন কি না? না, আপনারা তাঁহাকে কোন মতে ঐ আয়েত দ্বারা গোণাহ্‌গার বলিতে পারেন না। বোধ হয় পাদ্রী সাহেব "আস্তাগ্‌ফের" শব্দ দেখিয়াই হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে গোণাহ্‌গার সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। এ শব্দের স্থান বিশেষে মহাবেরায় কতদূর অর্থ হইতে পারে, তাহা তিনি কিছুই জানেন না।

পাদ্রীজি সুরা আল নছর ৩য় আয়েত উল্লেখ করিয়া—

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ *

হজরতের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন।

পাদ্রীজির অর্থ এই;—"অতএব আপনার খোদাবন্দের তারিফ কর ও তাঁহার নিকট মাফ মাঙ্গ।"

পাদ্রীজি "আস্তাগ্‌ফের" শব্দটীর সকল প্রকারের অর্থ এবং আয়েত সমূহের আম ও খাসের ভেদাভেদ না জানিয়া হজরত মোহাম্মদ দঃ) কে গোণাহ্‌গার বলিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি শব্দটীর অর্থ কেবল ক্ষমা প্রার্থনা করাই হইতে পারে বিবেচনা করিয়াছেন, স্থল বিশেষে মতাবেরায় যে উহার ভাবান্তর হইতে পারে, তাহা তিনি জানেন না।

আয়েত সমূহের আম (সাধারণের জন্য) ও খাসের (ব্যক্তি বিশেষের) না জানিলেই পবিত্র কোরাণের অর্থের ব্যতিক্রম হইয়া, থাকে। "আস্তাগ্‌ফার" শব্দটী কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা পাদ্রী সাহেব ও অন্যান্য পাঠকের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিলাম। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যে নিজের গোণার জন্য ক্ষমা চাহিতে আদিষ্ট হইয়াছেন তাহা নহে, কারণ তিনি মাছুম (গোণাহ্‌ হইতে আজীবন রক্ষিত) ছিলেন। সুরা মোহাম্মদের ১৯ আয়েত দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে—বরং তাঁহার উম্মতগণ যেন খোদাতালার নিকট গোণার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে শিক্ষা পায়। সেই জন্য তাঁহার উম্মতগণের উপদেশার্থে খোদাতালা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে মোখাতাব (সম্বোধন) করিয়া ঐ আস্তাগ্‌ফার শব্দ নাজেল করিয়াছেন। (যেমন সুরা তাহা) ১৩১ আয়েতে "ফাছাব্বেহ বেহাম্‌দে রব্বেকা কাব্‌লাতুলু ইশ্‌শামছে ও গুরুবেহা মিন্‌ আনা ইল্‌লায়লে।"

এই আয়েতে হজরতকে মোখাতাব (সম্বোধন) করিয়া সর্ব্ব সাধারণকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িবার আদেশ করিয়াছেন।

সাহেবের আদেশ মতে হজরত ব্যতীত তাঁহার উম্মতগণের প্রতি পাঁচ ওয়াক্তের নামাজের আদেশ হয় নাই, সুতরাং মোসলমানগণ নামাজ হইতে অব্যাহতি পাইলেন। কি আশ্চর্য্য ভ্রম! তাহাতেই হজরত তাঁহার উম্মতগণকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রত্যহ একশতবার "আস্তাগ্‌ফার" পড়িতেন। আরও খোদাতালা তাঁহাকে আজীবন গোণাহ্ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সেই জন্য সর্ব্বদা বিনয়ের সহিত "আস্তাগফার" শব্দের দ্বারা শোকর গুজারী করিতেন।

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ *

পাদ্রীজি সুরা আহজাবের ৩৭ আয়েতেও ধোঁকা দিয়াছেন, ইহার শানে নজুল এই;—হারেসের পুত্র জয়দ আরবের কোন এক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বাল্যকালে তাহাকে কোন দুষ্ট লোকে চুরি করিয়া আনিয়া হজরতের নিকট বিক্রয়ার্থে উপস্থিত করিলে, তিনি তাহাকে ক্রয় করিয়া রাখেন। জয়দ মোসলমান হইবার পূর্ব্বেই স্নেহ বশতঃ হজরত তাহাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। হজরত জয়নাব নাম্নী তাঁহার পিসতুত ভগ্নির সহিত জয়দের বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, হজরত তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে চান বুঝিয়া, সে (জয়নব) সম্মত হইয়াছিল। কিন্তু যখন জানিতে পারিল যে, জয়দের জন্য প্রস্তাব হইয়াছে, তখন সে ও তাহার ভ্রাতা বিবাহে অসম্মত হইল এবং জয়নব বলিল যে, "আমি কি একজন সামান্য লোকের ভার্য্যা

হইব?" অবশেষে হজরত অনেক উপদেশ দিবার পর জয়েদের সহিত জয়নাবের বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হয়। পরে তাহাদের উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিলে, জয়দ, জয়নাবকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত হজরতের সম্মুখে উপস্থিত হয়; হজরত নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা পুনরায় তাহাদের মধ্যে মিলন করিয়া দেন, কিছুদিন পরে তাহাদের মধ্যে একতা ভঙ্গ হইলে জয়দ, জয়নাবকে পরিত্যাগ করে। নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে পর জয়নাব হজরতকে বিবাহ করিবেন বলিয়া এক প্রস্তাব পাঠান। কোন কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করা নিষেধ সুরা নেছার ২৩ আয়েতে তাহা উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও এবং পালক পুত্রের পরিত্যক্তা স্ত্রীর নাম তাহাতে উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও হজরত লোক লজ্জা ভয়ে ঐ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, সেই সময় উপরোক্ত আয়েত দ্বারা খোদাতালা তাহার (হজরতের) সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেন, এবং এই আয়েত অবতীর্ণ হইবার পর হজরত জয়নাবকে বিবাহ করেন। এস্থানে বলা উচিত যে, জয়নাবকে বিবাহ করিবার হজরতের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। যদি তিনি ইচ্ছা করিতেন, তবে জয়েদের সহিত বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই তিনি বিবাহ করিতেন, কিন্তু জয়নব হজরতের সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিলে ও উক্ত আয়েত নাজেল হইলে হজরত জয়নবকে বিবাহ করেন। উপরোক্ত আয়েতের অর্থ এই,—"এবং খোদা যাহার (অর্থাৎ সুরা নেসার ২৩ আয়েত দ্বারা যে যে স্ত্রীলোককে বিবাহ করা নিষিদ্ধ, ঐ নিষিদ্ধ স্ত্রীলোক ব্যতীত সকলেই বিবাহ করা বৈধ, সে বিষয়ের) প্রকাশক, তুমি তাহাকে স্বীয় অন্তরে লুকাইয়া রাখিতেছিলে; লোকদিগকে

ভয় করিতে দিলে, এবং তদপেক্ষা খোদাকে ভয় করাই উচিত।" সহৃদয় পাঠকগণ! ইহা হইতে পাদ্রীজি হজরতের কি দোষ প্রমাণ করিতে চাহেন? তিনি যদি মনোযোগ পূর্ব্বক সরল চিত্তে কোরাণ শরীফের আয়েত সমূহের অবতরণ বিষয়ে অবগত হইতেন, তাহা হইলে তাহাকে ভ্রমে পতিত হইতে হইত না।

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى

النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ ـ

সুরা ফাতেহার দ্বিতীয় আয়েত পাদ্রীজির আর একটী ধোঁকা; তিনি অর্থ লিখিয়াছেন, "নিশ্চয় আমি দিপ্যমান বিজয়ে তোমাকে (হে মোহাম্মদ) বিজয় দান করিলাম। তোমার যে কিছু পাপ পূর্ব্বে হইয়াছে ও যাহা পরে হইয়াছে, খোদা তোমার জন্য ক্ষমা করেন।" পাদ্রীজির অর্থ প্রকৃত অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত, এই আয়েতে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বেগোণাহ্ বর্ণিত হইয়াছেন। এই আয়েতের মধ্যে "তাকাদ্দামা" শব্দের মোরাদ "কলবে নবুয়ত" "মিন" শব্দের পরে "কুয়ত" শব্দ মোজাফ মাহাজুফ। "তায়া-খার" শব্দের পরে "মিন" কুয়াতে জাহেফা মাহজুফ্। এই আয়েতে হজফ্ মাহজুফ্ সহ প্রকৃত অর্থ;—নিশ্চয় আমি দিপ্যবান বিজয়ে হে মোহাম্মদ (দঃ) তোমাকে বিজয় দান করিলাম, খোদা তোমাকে তোমার নবী হইবার পূর্ব্বে ও পরে গোণাহ্ করিবার শক্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন।" এই আয়েত দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, হজরতের নবী হইবার পূর্ব্বেও খোদাতালা তাঁহাকে কুওতে মালকিয়াকে এতদূর প্রবল করিয়াছিলেন যে, সর্ব্বদা

নেক কার্য্য করিতেন। নবী হওয়ার পরের তো কথাই নাই। এই আয়েত দ্বারা বেশ জানা যায় যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার জীবনে কোন গোণার কাজ করেন নাই।

নিম্নলিখিত আয়েত সমূহের দ্বারা হজরতের বেগোণাহ্ প্রমাণিত হয়।

সুরা বনি ইস্রায়েল ৭৯ আয়েত। "তুমি (হে মোহাম্মদ [দঃ]) রাত্রিতে তাহাজ্জদের নামাজ পড়, ইহার নেকি কেবল তোমার জন্যই জিয়াদা অন্যের জন্য নহে (কারণ ইহার নেকি অনুযায়ী তাহাদের গোণাহ্ মাফ হইবে); তোমার এই নেকির পরিবর্ত্তে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মোকাম মাহ্মুদিয়ায় খাড়া করাই-বেন। (মোকাম মাহ্মুদা ঐ পবিত্র স্থানকে বলে, যে স্থানে নবী হইবার পূর্ব্বাপর গোণাহ্ হইতে রক্ষিত, নবী খোদাতালার প্রশংসার সহিত গোণাহ্গার ব্যক্তিদিগকে শাফায়েৎ করিবেন)।

পাঠক বর্গ অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, কোন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি লাভ করিলে ঐ লাভ তাহার জন্য সম্পূর্ণ জিয়াদা হইবে না, কারণ উহার দ্বারা তাহার পূর্ব্ব ক্ষতি পূর্ণ হইবে; কিন্তু কোন ব্যক্তির পক্ষে যদি ঐ লাভ সম্পূর্ণ জিয়াদা হয়, তবে স্পষ্টই স্বীকার করিতে হইবে যে, সে পূর্ব্বে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) নবী হওয়ার পূর্ব্বাপর মাসুম (গোণাহ্ হইতে রক্ষিত) ছিলেন—অর্থাৎ আপন জীবনের প্রতি কোনরূপ ক্ষতি করেন নাই বলিয়াই তাহাজ্জাদ নামাজের নেকি তাঁহার জন্য সম্পূর্ণ জিয়াদা বর্ণিত হইয়াছে। অতএব সুরা বণি ইস্রায়েল ৭৯ আয়েত স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বেগোণাহ্ ছিলেন।

সুরা ইয়াছিনের ২—৩ আয়েতে ও সুরা হজ্জ ৬৭ আয়েতে হজরতের নিস্পাপের কথা পরিষ্কার লেখা হইয়াছে।

সুরা জুমারে খোদাতালা হজরতকে বলিতেছেন "আপনি নির্দ্দোষ ধার্ম্মিক।"

সুরা নূরে খোদাতালা হজরতকে বলিতেছেন "হজরত মোহাম্মদ পবিত্র এবং তাঁহার স্ত্রীগণও পবিত্র।"

পাঠক! আর কি প্রমাণ পাইবার আশা করেন?

পাঠক! যে নবীর পেষখবরী বাইবেলে ও বেদে আছে, যে নবী শত সহস্র মোজেজা করিয়াছিলেন, যে নবী নিস্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক, যে নবী খোদাতালার আদেশানুসারে জগতে প্রেরিত হইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মকে প্রচার করিয়া কোটী কোটী নর নারীকে সত্য সনাতন ধর্ম্মে দীক্ষিত করত খোদাতালার ইচ্ছা সম্পূর্ণ পালন করিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয় মহৎ—তাঁহার ধর্ম্ম নিশ্চয় মহৎ। আর যে নবী স্বীয় জীবনে প্রচার করিয়া কয়েকজন জেলে মালো ব্যতীত আর কাহাকেও স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারেন নাই, সুতরাং খোদাতালার উদ্দেশ্য তাঁহার দ্বারা সফল হয় নাই। সে নবী কখনও মহান্ হইতে পারেন না।

হে জগতের লোক সকল! যদি পাপের পরিত্রাণ পাইতে চান, তাহা হইলে জগতের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) উপরে বিশ্বাস করুন।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

—o—

(১) বাইবেল পরিবর্ত্তনের বহুসংখ্যক প্রমাণ থাকিতে পাদ্রী সাহেব স্বীয় পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠার ১৪ লাইনে স্বীকার করিয়াছেন যে;—"হাঁ তর্জ্জমার ভিন্নতা আছে, দুই এক স্থানে পড়িয়াও যাইতে পারে।" বলি পাদ্রীজি! ইহা কি আপনার ঠিক কথা বলা হইল? ইহাকেই বলে খৃষ্টানী ধোঁকা।

(২) হজরত ইসমাইল (আলাঃ) কে বাদ দিয়া হজরত ইস্‌হাকের বংশে নবূয়ত সম্বন্ধে খুব জোর দিয়াছেন, কিন্তু যদি তিনি বাইবেলের যিহিস্কেল গ্রন্থের ২২; ৩০ পদ অকপট ভাবে পড়িতেন, তাহা হইলে তাঁহার এ ভ্রান্তি দূর হইত; তথায় লেখা আছে যে;—"পরন্তু আমি যেন দেশ বিনষ্ট না করি, এই জন্য যে তাহার পাঁচিল সারাইবে ও আমার সম্মুখে তাহার ফাটালে দাঁড়াইবে তাহাদের (বণি ইস্রায়েলের) এমত এক পুরুষকে অন্বেষণ করিলাম কিন্তু পাইলাম না।" যখন তথাবিধ পুরুষ অর্থাৎ আদম জাতের ও তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা খোদাতালার মধ্যবর্ত্তী হয়, এমন কোন ব্যক্তিকে বণি ইস্‌হাকের মধ্যে পাওয়া গেল না, তখন নবূয়ত তাহাদের মধ্য হইতে নীত হইয়া পূর্ব্ব নিরূপণ ও যীশায়াহ ভাববাদীর কথিত ভবিষ্যদ্বাক্যানুসারে জঙ্গল ও মরুময় আরবের অধিবাসী ইস্‌মাইলের বংশাবতংশ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে প্রদত্ত হইয়াছে; এবং নবূয়তের কার্য্য তাঁহারই দ্বারা পরিসমাপ্ত হইয়াছে। (যিশা ৩৫ অধ্যায় ১ম পদ হইতে দেখ)।

———

ডিভিনিটী কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছারটিফিকেটের নকল।

—o—

C. M. SOCIETY.

N. W. P. CONFERENCE.

It is hereby Certified that Shaikh Zomiruddin having Passed the Examination for the higher grade of Theology in the first division and having been recommended by Rev. A. E. Johnston is approved by this Conference for that offiice.

ALAHABAD, Dated, 15th May 1893 } A. Sterne. Chairman. A. Hednight. Secretary.

—

কয়েকজন বন্ধুর পত্র।

—o—

(১) অমৃতসরের পাদ্রী ইমাদুদ্দীন ডি, ডি, সাহেবের পত্র।

অমৃতসর—চার্চ্চ মিশন।

৩০শে আগষ্ট ৯৪।

পিয়ারে ভাই জমিরুদ্দীন সাহেব!

আপনার মোসলমান হইবার কথা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। যদি খৃষ্টান ধর্ম্মে অবিশ্বাস হইয়া থাকে এবং ইস্‌লামে বিশ্বাস হইয়া থাকে ইহা যদি ইস্‌লাম গ্রহণ করার কারণ হয় তাহা হইলে ভাল, কারণ কপটতা ভাল নহে। আপনি থিওলজি কলেজের উচ্চ শিক্ষা পাইয়াও যে ফিরিয়া গেলেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

আপনার ভাই—

ইমাদুদ্দীন লাহিজ।

(২) পাদ্রী কমলা কান্ত খাঁয়ের পত্র।

খঞ্জনপুর মিশন হাউস্—বগুড়া।

১৯।৮।১৬।

প্রিয় জমিরুদ্দীন! আমার প্রেম জানিবা। * * * তুমি এত পড়িয়া শুনিয়া ও জ্ঞাত হইয়া কেন স্বধর্ম্মে গমন করিলে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। * * *

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

—— ০ ——

নিম্ন-লিখিত স্বজাতি-বৎসল ও স্বধর্ম্ম-পরায়ণ বন্ধুগণ অত্র পুস্তক প্রকাশার্থে অর্থ সাহায্য করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন বলিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। দোওয়া করি খোদাতালা দাতা দিগের মস্তকে তাঁহার রহমত বারি বর্ষণ করুন। আমিন।

(১) মেকলিগঞ্জের উকীল মৌলবী আমিরুদ্দীন আহ্‌মদ বি, এল সাহেব, (২) ফরিদপুরের জমিদার মুন্‌শী গোলাম পাঞ্জতন সাহেব, (৩) অমুয়ার হাজী কাদের হোসেন খাঁ, (৪) বন্ধুবর রইস উদ্দীন আহ্‌মদ, (৫) বন্ধুবর হাজী সদাগর সরকারের পুত্র ফয়েজ উদ্দীন আহ্‌মদ, (৬) কালঘরার হাজী নিয়াজ উদ্দীন, (৭) ডোমকোলের হাজী ছেদাতুল্লা, (৮) বামন্দীর মুন্‌শী ছমিরুদ্দীন আহ্‌মদ, (৯) চারঘাটের খোন্দকার হেদায়েতুল্লা ও তথাকার সভার সভ্যবৃন্দ, (১০) আলিয়াবাদ ও গোপালপুর সভার সভ্যবৃন্দ, (১১) মসুরিভুজা ও পোল্লাভাঙ্গা সভার সভ্য বৃন্দ, (১২) বন্ধুবর ভাইওর নিবাসী মগরোতুল্লা মণ্ডল, (১৩) হাজী মোঃ মোঃ ইউসফ আলি মাহ্‌মুদী, (১৪) প্রিয়দর্শন আবদুল হামিদ কাব্যবিনোদ, (১২) ভাতুরিয়ার মুঃ আসগর হোসেন সাহেব, (১৬) মালনদী টী-ষ্টেটের ম্যানেজার বন্ধুবর মুন্‌শী আলিমুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব, (১৭) পণ্ডিত সলিমুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, (১৮) জোতহাতিলের রাজ মামুদ মণ্ডল, (১৯)

রহনপুরের হাজী আবদুল জলিল, (২০) তরিকুল্লা মিঞা সাহেব, (২১) বোড়া নিবাসী মোঃ মোসলেউদ্দীন আহ্‌মদ (২২) মোহাম্মদ মেছের মোল্লা, (২৩) ঘাট নগরের মোহাম্মদ আস-মতুল্লা বিশ্বাস, (২৪) চক কালুর এলাহি বখ্‌শ্‌ সরকার, (২৫) গোপাল নগরের মোহাম্মদ আহাদালী বিশ্বাস, (২৬) নারায়ণ-গঞ্জের মোহাম্মদ তাজেমুদ্দীন বিশ্বাস ও (২৭) আহ্‌মদ আলি বিশ্বাস, (২৮) শেরপুর ভাণ্ডার নিবাসী বন্ধুবর হায়দার বখ্‌শ্‌ বিশ্বাস, (২৯) চিনাসৌ নিবাসী হাজী রমজান আলি মিঞা ও (৩০) মোঃ সাহানোতুল্লা মিঞা, অম্বুয়ায় শেখ নবুয়ৎ আলি সাহেবের বিবি জরিশোপ নেসা খাতুন, হাকিম উমরুদ্দীন চৌধুরী সাহেব। গোপাল নগরের বন্ধুবর মানুল্লা বিশ্বাস।

শুদ্ধি-পত্র।

অশুদ্ধ।		পৃষ্ঠা।	লাইন।
হইয়াছিল	হইয়াছিলেন	৶০	১১
হইবেন	করিবেন	৶০	১৪
ইত্যাক	ইত্যাদি	৷৷৶০	৮
ভ্রাতৃণ	ভ্রাতৃগণ	১৮	৬
কে ইব্রাহিম	ইব্রাহিমের	১৯	২২
হুলার	হুপার	২৪	৯
করিয়	করিয়া	৩২	১৮
আলাইকা	আলায়াকোম	৩৫	১১
হুদিসাং	হুদিসা	৩৮	১৯
তিমি	তিনি	৪৩	১
অরিয়াঅর	অবিয়াথর	৪৮	২১
শাথোরিয়া	শথরিয়	৪৯	২৪
রিত	বরিত	৫১	১
ভান	ভন	৫১	১৪
হাতে	উহাতে	৫৩	২০
সমরীয়	শথরিয়	৫৩	২৪
জঙ্গলি	জঙ্গল	৫৬	৩
মীশুকে	যীশুকে	৫৬	১০
বারক	বারুক	৫৮	১

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।	পৃষ্ঠা।	লাইন।
অমৃতসার	অমৃতসরের	৬০	৪
মগরেব	আফগান	৬৩	১১
হতরত	হজরত	৬৭	৬
রপুস্তকের	পুস্তকের	৬৯	৭
কোয়াফেক্ক	কোয়ায়েক্	৭০	২৪
সোয়ায়েক্	ও সোয়ায়েক্	৭০	২৪

জমির-লাইব্রেরী।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকটে পাওয়া যায়, পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃতেও পাঠাইতে পারি—নিম্নে মূল্য লিখিত হইল।

১। শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রীর ধোঁকা ভঞ্জন—ইহা টেকেল সাহেবের কেতাবের রদ বা খণ্ডন। বাইবেল ও বেদে হজরতের পেয খবরী, হজরতের মোজেজাত, বাইবেলের তহরিফ ও মনসুখ, কোরাণের অভ্রান্ততা ও হজরত মোহাম্মদের (দঃ) নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্কতার বিষয় জ্বলন্ত ভাষায় অকাট্য যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

২। ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী ওয়েঙ্গার সাহেবের সাক্ষ্য—মূল্য ৵০ দুই আনা।

৩। মাসুম মোহাম্মদ (দঃ) অর্থাৎ হজরতের নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্কতার শাস্ত্রীয় প্রমাণ। মূল্য ।০ চারি আনা।

৪। ইস্লামের সত্যতা—হিন্দু, খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম প্রভৃতি সুবিখ্যাত, সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিতেরা পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মের সত্যতা, মাহাত্ম্য ও গৌরব সম্বন্ধে যে সমস্ত সমালোচনা ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন; সেই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া, এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। চতুর্থ সংস্করণ মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

৫। ইস্‌লামী বক্তৃতা—যদি ঘরে বসিয়া বক্তৃতা শুনিতে চান, যদি বক্তৃতা শিখিয়া বক্তা হইতে চান, যদি ইংরেজের মুখে ইস্‌লাম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য, গৌরব ও সত্যতা বিষয়ক জ্বলন্ত সত্য কথা শুনিতে চান, তবে এই পুস্তকখানি পাঠ করুন। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

৬। আসল বাঙ্গালা গজল—মৌলুদ শরীফের মহ্‌ফেলে ও ওয়াজের মজলিসে পড়িবার ও সভা সমিতিতে লোকদিগকে শুনাইবার দরুদ, জাতীয় কবিতা ও বাঙ্গালা গজল, এই পুস্তকে লেখা হইয়াছে। ইহা পড়িলে বা শুনিলে অনেক সদুপদেশ শিক্ষা করা যায়। মন ও প্রাণ বিমোহিত হয়, ১০ম সংস্করণ। মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

৭। শোকানল—প্রবল শোকোচ্ছ্বাস মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

৮। বিশুদ্ধ খত নামা—মোসলমানী আদব কায়দার পত্রাদি লিখিবার পাঠ মূল্য ৵০ দুই আনা।

৯। হজরত ইছা কে ?—হজরত ইছা যে খোদা নহেন মানুষ, বাইবেল হইতে তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও অকাট্য যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ করা হইয়াছে। মুল্য ৵০ দুই আনা।

১০। হজরতের জীবনী—(যন্ত্রস্থ)।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা।

শেখ জমিরুদ্দীন—বিদ্যাবিনোদ।

ইস্‌লাম-প্রচারক।

পোঃ গাঁড়াডোব—নদীয়া।

